সৎকথা

শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দের (লাটু মহারাজ)

উপদেশামৃত

স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক সংগৃহীত

ফাল্গুন,—১৩৩০

মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

নিবেদন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়ায় 'সৎকথার' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল।

তাঁহার উপদেশাদি সংগ্রহের মধ্যে যদি কিছু ত্রুটী হইয়া থাকে তজ্জন্য আশা করি পাঠকবর্গ আমায় ক্ষমা করিবেন। আমার এই ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা কুলাইয়া উঠিয়াছে—করিয়াছি। পঙ্গু আমি—আমার পক্ষে এ কার্য্য গিরিলঙ্ঘনতুল্য সুকঠিন। যদি কৃতকার্য্য হইয়া থাকি তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়া বলিয়া আমার বিশ্বাস। সৎকথা পাঠে ধর্ম্মজীবন-লাভে কথঞ্চিৎ সাহায্য হইলে আমার শ্রম সফল হইল মনে করিব।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে যাঁহারা এই মহৎ কার্য্যে আমাকে কিছুমাত্রও সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আশা আছে ইহাও প্রথমভাগের ন্যায় সকলে সাদরে গ্রহণ করিবেন। ইতি—

ফাল্গুন, শুক্লা দ্বিতীয়া—
১৩৩০ সাল,
কলিকাতা।

সিদ্ধানন্দ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রথমভাগের ন্যায় দ্বিতীয়ভাগের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৺কাশীধামে পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের স্মৃতি-মন্দিরে অর্পিত হইবে।

নিবেদন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়ায় 'সৎকথার' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল।

তাঁহার উপদেশাদি সংগ্রহের মধ্যে যদি কিছু ত্রুটী হইয়া থাকে তজ্জন্য আশা করি পাঠকবর্গ আমায় ক্ষমা করিবেন। আমার এই ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা কুলাইয়া উঠিয়াছে—করিয়াছি। পঙ্গু আমি—আমার পক্ষে এ কার্য্য গিরিলঙ্ঘনতুল্য সুকঠিন। যদি কৃতকার্য্য হইয়া থাকি তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়া বলিয়া আমার বিশ্বাস। সৎকথা পাঠে ধর্ম্মজীবন-লাভে কথঞ্চিৎ সাহায্য হইলে আমার শ্রম সফল হইল মনে করিব।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে যাঁহারা এই মহৎ কার্য্যে আমাকে কিছুমাত্রও সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আশা আছে ইহাও প্রথমভাগের ন্যায় সকলে সাদরে গ্রহণ করিবেন। ইতি—

ফাল্গুন, শুক্লা দ্বিতীয়া—
১৩৩০ সাল,
কলিকাতা।

সিদ্ধানন্দ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রথমভাগের ন্যায় দ্বিতীয়ভাগের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৺কাশীধামে পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের স্মৃতি-মন্দিরে অর্পিত হইবে।

ভুমিকা।

অনন্ত ভাবময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ধারণা করা গৃহীর পক্ষে অসম্ভব। সৃষ্টি দেখে যেমন স্রষ্টার মহিমা কল্পনা করা যায়, তরঙ্গ যেমন সাগরের অপরিমেয় শক্তির আভাস প্রদান করে, ফল যেমন বৃক্ষের এবং মণি খণির পরিচায়ক, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব স্বয়ং যাঁহাদিগকে শ্রীহস্তে গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে ও প্রসঙ্গে আমরা তেমনই সেই মহাভাবসিন্ধুর মাহাত্ম্য কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই। সকল ছেলে বাপকে সমানভাবে দেখে না! তিনি কাহারও শিক্ষক, কাহারও শাস্তা, কাহারও উপদেষ্টা, কাহারও সহায়, কাহারও সহকর্ম্মী, কিন্তু সকলেরই— স্নেহময় পিতা এবং বিষয় বিভাগে সকলেই সমান অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজ সন্তান ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে যিনি যে ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং যোগ্য আধার বুঝিয়া ঠাকুর যে ভাবে যাঁহার জীবন পরিস্ফুট করিয়াছেন, তিনি সেই ভাবেরই সম্পূর্ণ বিকাশ।

শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ আমাদের পূজ্যপাদ লাটু মহারাজ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন 'আমি মূর্খোত্তম।' কিন্তু তাঁহার এই ভক্তটী ছিলেন 'নিরক্ষর সুতরাং তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত সৎকথায় শাস্ত্রের ঘোরতর তরঙ্গ নাই। তর্ক যুক্তির রঙ্গভঙ্গ নাই, আছে কেবল সাধুভাষায় নয়—সরল সাধুর ভাষায় তাঁহার অন্তরের উপলব্ধি এবং জীবন্ত ধর্ম্মের

জাজ্জল্যমান সত্য। স্বামী অদ্ভুতানন্দের পূর্ব্ব জীবন (সাংসারিক জীবন) অজ্ঞাত। কেবলমাত্র জানিতে পারা যায়, ছাপরা অঞ্চলে কোনও দরিদ্র ঘরে তাঁহার জন্ম। ভাল নাম ছিল রাখতুরাম। ডাক নাম লাটু। অর্থোপার্জ্জনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুরের সংস্পর্শে পরমার্থ লাভ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের কথা ইহার বেশী জানিবার কোনও উপায় ছিল না। আত্মচর্চ্চায় তাঁহার একান্ত বিতৃষ্ণা ছিল। বলিতেন, 'আমার চর্চ্চা ক'রো না। আমার চর্চ্চা ক'রে কোন লাভ নাই। ঠাকুর স্বামীজির চর্চ্চা কর। রাত দিন কর, তাতে শান্তি পাবে। ঠাকুর স্বামীজির যে চর্চ্চা ক'র্‌বে তার কল্যাণ হবেই হবে।' সৎকথা ১ম খণ্ড (১০১ পৃঃ ৩৮) কোন্ অজ্ঞাত লোক হইতে এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক পার্থিব সংস্রবে আসিয়া—প্রখর আলোক-পাতে খনিকের জন্য আমাদের মোহান্ধ চক্ষু ঝল্‌সিয়া দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। কিন্তু তাঁহার সৎকথায় সে অপূর্ব্ব আলোকের যতটুকু জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা হইতে তাহার উপাদান এবং পবিত্র চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। পূজ্যপাদ লাটু মহারাজ তাঁহার পারিবারিক ইতিহাস বাল্য-জীবন-কহিনী কাহারও কাছে কখনও ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু কৈশোর বয়সে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে আসা অবধি তাঁহার পূণ্যময় জীবন কিভাবে চালিত ও গঠিত হইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সৎকথায় আছে। ফুল কি আপনার গন্ধ লুকাইতে পারে? তাহার সৌরভই তাহার পরিচয় প্রদান করে। স্বামী অদ্ভুতানন্দের অদ্ভুত চরিত্র তাঁহার কঠোর ত্যাগ, ঐকান্তিক সত্য-নিষ্ঠা, অলৌকিক গুরুভক্তি, অ

বিশ্বাস, অনির্ব্বচনীয় ভগবৎ প্রেম, অটল বৈরাগ্য, তাঁহার প্রাণপণ আত্মসংগ্রাম, পরিপূর্ণ আত্মজয়, তাঁহার একাগ্র লক্ষ্য, উগ্র সাধনা, দুর্লভ সিদ্ধি, এবং সর্ব্বশেষে লোক কল্যাণব্রতে তাঁহার অনন্ত সাধারণ আত্মোৎসর্গ—সৎকথা যিনি পাঠ করিবেন তাঁহারই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বসু।

———

ওঁ নমো শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায়।

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র।

সংসারবৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেনোদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বর।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুর্দেবো—গুরুর্ধর্ম্মো গুরুর্নিষ্ঠা পরং তপঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ।
শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ
শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ ॥

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ ।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীমৎ পরংব্রহ্ম গুরুং বদামি ।
শ্রীমৎ পরংব্রহ্ম গুরুং ভজামি ॥
শ্রীমৎ পরংব্রহ্ম গুরুং স্মরামি ।
শ্রীমৎ পরংব্রহ্ম গুরুং নমামি ॥

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞান-মূর্ত্তিং ।
দ্বন্দ্বাতীতং গগণসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্ ॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্ ।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥

নিত্য শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্ ।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্মং নমাম্যহম্ ॥
সংসারার্ণবে ঘোরে যঃ কর্ণধার স্বরূপকঃ ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অজ্ঞানতিমিরে যস্তু জ্ঞানালোক প্রদীপকঃ ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
ত্বংহি বিষ্ণুর্বিরিঞ্চিস্ত্বং ত্বঞ্চ দেবো মহেশ্বরঃ ।
ত্বমেব শক্তিরূপোঽসি নির্গুণস্ত্বং সনাতনঃ ॥

ত্বাং স্তোতুং কোঽত্র শক্তঃ স্যাত্ভাবাতীতমনাময়ম্ ।
ভগবন্ সর্ব্বভূতাত্মন রামকৃষ্ণ নমোঽস্তু তে ॥
নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ ॥ ওঁ ॥*

---

* ৺কাশীধামে অবস্থান কালে পূজ্যপাদ লাটু মহারাজ এই স্তোত্রটি মুদ্রিত করাইয়া ভক্তগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ ছিল—ইহা সকাল, সন্ধ্যা পাঠ করা।

সূচীপত্র

স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু মহারাজ)

যৌবনে
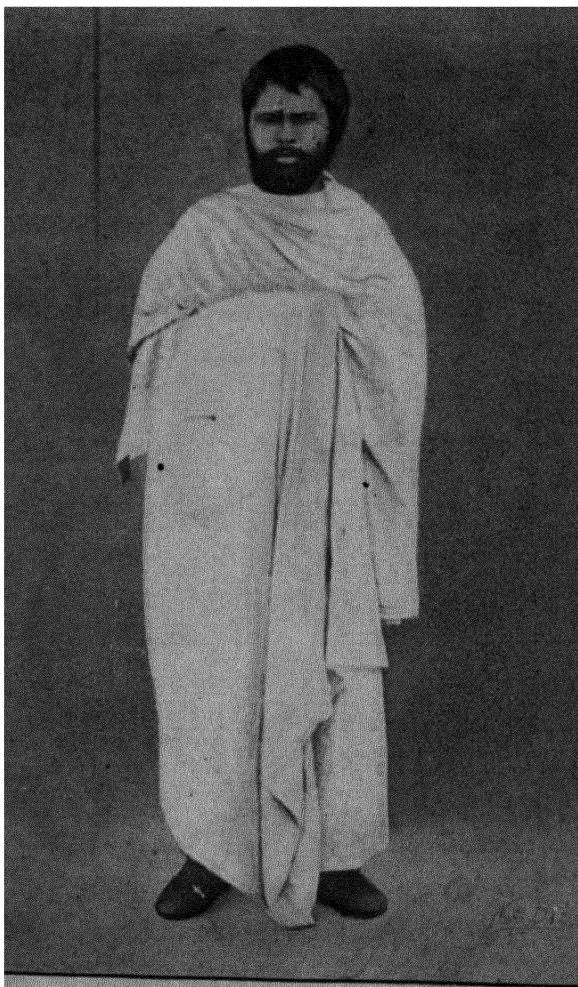
সৎকথা।

স্বামিজী।

১। বিবেকানন্দ স্বামী আরাধনা ক'রে—নিজ জীবনে দেখে (উপলব্ধি ক'রে), তবে উপদেশ দিয়েছিল। বলেছিল—'আগে বুঝি, তারপর বুঝিয়ে দিব। নিজে না বুঝ্‌লে পরকে বুঝান যায় না।'

কিন্তু এখন যা দেখ্‌ছি—এরা যা সব হ'য়েছে, নিজে না বুঝেই সবাইকে বুঝাতে যায়। কতক্‌গুলো বই প'ড়ে ভাবে—সব বুঝে ফেলেছে। সাধন নাই। ওরে, আগে নিজে বুঝ্‌, তবে ত অপরকে বুঝাবি। স্বামিজীর কথা লোকে মেনেছিল—তার অনুভব ছিল, তাই। আর তোদের কি আছে? লোকে তোদের কথা শুন্‌বে কেন্‌?

সেই আচার্য্য হ'তে পারে যে 'চাপ্‌-রাস্‌' পেয়েছে—এ তাঁর কথা। স্বামিজী তা' পেয়েছিল, তিনি দিয়েছিলেন। আর এদের সব 'চাপ্‌-রাস্‌' নেই, আচার্য্য হ'তে যায়—তাই ত পতন হয়; ঝট্‌ ক'রে 'অহং' এসে পড়ে।

২। বিবেকানন্দ স্বামী সব কাযেই খুব চালাক ছিল। সব কাযেই লাগ্‌তো—পেছ্‌পাও হ'তো না; আর, সফলও হ'তো। ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ভিন্ন ঐ গুণ হয় না।

সৎকথা

৩। রামবাবু (৺রামচন্দ্র দত্ত) স্বামিজীকে সঙ্গে ক'রে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গেছ্লেন। স্বামিজী ঠাকুরের কাছে যাবা মাত্র ঠাকুর দাঁড়িয়ে উঠ্লেন, ভাব হ'য়ে গেল। রামবাবু স্বামিজীকে ব'ল্লেন—'তোমায় দেখে ভাব হ'য়েছে'। এরপর, ঠাকুর স্বামিজীর কথা যখন-তখন বল্তেন; আর তাঁকে দেখ্বার জন্য পাগলের মত হ'য়ে যেতেন। লোক পাঠিয়ে খবর নিতেন—স্বামিজী কেমন আছে; আর, একবারটি দেখা কর্বার জন্য বারবার অনুরোধ ক'রে পাঠাতেন। স্বামিজী যে কি—তা ঠাকুরই জান্তেন, তাই স্বামিজীর জন্য অত ছট্ফট্ ক'র্তেন। ব'ল্তেন 'ওকে আমার কাযের জন্য পৃথিবীতে টেনে এনেছি।'

৪। ঠাকুর একদিন স্বামিজীর বুকে হাত দিবামাত্র—বেহুঁস হ'য়ে গেল। স্বামিজী চীৎকার ক'রে ব'ল্লে—'কর কি, কর কি! আমার মা-বাপ্ আছে।' ঠাকুর ব'ল্লেন—'থাক্ থাক্, এই পাবার ঠিক্ ঠিক্ অধিকারী। এ এর নিজের সংস্কার নয়,—বাপ্-মার সংস্কার।'

৫। এক ঘর লোক ব'সে থাক্তো, বড় বড় লোক—কেশব সেন প্রভৃতি। তাদের সাম্নেই ঠাকুর স্বামিজীকে বল্তেন—'তোকে পেলে আমি আর কাউকে চাইনে।'

৬। ঠাকুর বল্তেন—"ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, কোনও খুঁত নেই। যেমন দেখ্তে তেম্নি গাইতে-বাজা'তে, বল্তে—কইতে, বুঝ্তে বুঝাতে—মহাপবিত্র, মিথ্যা কখন জানে না।"

৭। ঠাকুর কা'রো জন্ম মা-কালীর কাছে ভক্তি ছাড়া, কিছু চাইতেন না। স্বামিজী একদিন ব'ল্লে—"আমি জানি তুমি টাকাকড়ির জন্ম মা-কালীর কাছে কিছু ব'ল্‌তে পার না, কিন্তু ভীষ্মের জন্ম শ্রীকৃষ্ণকে চক্র ধর্‌তে হ'য়েছিল, তেম্নি আমার জন্ম মা-কালীর কাছে তোমায় ব'ল্‌তে হবে। তোমাকে বলতুম না; কিন্তু কি করি, ভাই বোনের কষ্ট আর দেখ্‌তে পারি না।" ঠাকুর খুসী হ'য়ে ব'ল্লেন—'আচ্ছা! তুই মার কাছে যা—যা ইচ্ছা তাই চাইগে যা।' স্বামিজী কালীঘরে গেল, কিন্তু কেমন যে মন হ'য়ে গেল কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, আর ব'ল্‌তে লাগ্‌লো—'বিবেক বৈরাগ্য দাও।' কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে এলে; ঠাকুর ব'ল্লেন—'কি চেয়ে এলি?' স্বামিজী ব'ল্লে 'বিবেক বৈরাগ্য চাইলাম।' ঠাকুর খুসী হ'য়ে ব'ল্লেন—'আমি জানি তোর দ্বারা টাকা-কড়ি চাওয়া হবে না।'

তারপর ঠাকুর ব'ল্লেন—'যা মার ইচ্ছায় তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব থাক্‌বে না।'

তারপর ঠাকুর সকলের কাছে আনন্দ ক'রে ব'ল্‌তেন,—'দেখ, নরেনের ভাই বোনের খাবার কষ্ট, তা'ও কালীর কাছে বিবেক-বৈরাগ্য চেয়েছে।'

৮। স্বামিজীর প্রাণটা দিনরাত ভগবানের জন্ম কাঁদ্‌তো; কেউ বুঝ্‌তে পারতো না;—ঠাকুর বুঝ্‌তে পার্‌তেন। একদিন স্বামিজী খুব জোরে চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌ছিল, ঠাকুর বুঝ্‌তে পাল্লেন—কি জন্ম কাঁদ্‌ছে। স্বামিজীকে ডাকিয়ে ব'ল্লেন—তুই এই জন্ম কাঁদ্‌ছিস্?' স্বামিজী—হাঁ। তখন ঠাকুর ব'ল্লেন—তোকেই

দিব, তুই আগে আমার জন্য খাট্—দুঃখ কর্। তোর জন্য আমি এতদিন দুঃখ ক'ল্লুম, তুই আমার জন্য দুঃখ কর্। আমি যা খেটেছি, তার তুই এক আনা খাট্—তোকে 'গদি' করে দিব।'

৯। স্বামিজী একবার বুদ্ধ-গয়ায় পালিয়ে গেল। গুরু ভাইরা ঠাকুরের কাছে ব্যস্ত হয়ে সব জানালে। ঠাকুর ব'ল্লেন—কোথাও কিছু নেই, সব এইখানে। 'তোরা ভাবিস্নি' এই বলে একটা দাগ কাট্লেন। স্বামিজী দু'একদিন পরে ফিরে এল।

১০। ঠাকুরের 'অভাবের' পর সকলে স্বামিজীকে ব'ল্তো—'ঠাকুর তোমায় এত বড় বলেছেন, তুমি কি কিছু বুঝ্লে?' স্বামিজী ব'ল্তো—'তিনি বড় বলেছেন—সে কথা খুব মানি; কিন্তু এখনও বুঝিনি। আগে বুঝি, তারপর তোমাদের নিয়ে বুঝিয়ে দিব।'

১১। গুরু-ভাইরা অনেকে বাড়ী-ফিরে গেছ্লো। স্বামিজী তাদের ধ'রে ধ'রে ফিরিয়ে এনে ব'ল্লে—'তিনি তোদের যে ভালবাস্তেন, সে কি সংসার করবার জন্য।' এম্নি ক'রে ক্রমে ক্রমে সকলকে টেনে আন্লে।

১২। ব্রাহ্মসমাজে নাটক হ'য়েছিল; তা'তে স্বামিজী সাধু সেজেছিল। ঠাকুর সেই নাটক দেখ্তে গিয়েছিলেন। স্বামিজী যখন সাধু সেজে প্লে (Play) ক'রতে এল, ঠাকুর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে স্বামিজীকে ঐ বেশেই নেমে আস্বার জন্য ব'ল্তে লাগ্লেন। স্বামিজী ইতস্ততঃ ক'র্ছে দেখে, কেশব বাবু ব'ল্লেন—'উনি যখন ব'ল্ছেন নেমে এস না?' তারপর কাছে এলে

ঠাকুর ভাবস্থ হ'য়ে স্বামিজীর হাত ধরে ব'ল্লেন,—'এই ঠিক্ হ'য়েছে, এই ঠিক্ হ'য়েছে।'

১৩। ঠাকুর একদিন কেশব বাবুকে ব'ল্লেন—'দেখ কেশব তোমার ১টা বক্তৃতা দেবার শক্তি আছে, আমার নরেনের অমন ১৮টা শক্তি আছে।' কেশব বাবু খুব আনন্দ ক'রে ব'ল্লেন—

এ তো ভাল কথা, আমিও তাই চাই, নরেন আমার চেয়ে ছোট হবে কেন?

ঠাকুর ব'ল্লেন,—'দেখ্‌ছিস্, কেশবের মোটে হিংসা নাই।'

১৪। স্বামিজীকে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে ঠাকুর কোন মানা করেন-নি। তিনি নিজে ভাল ভাল জিনিস স্বামিজীকে খাওয়াতেন; আর ব'ল্‌তেন—'ওকে খাটতে হবে।'

১৫। ঠাকুর স্বামিজীকে তামাক সাজ্‌তে বা শৌচের জল-আদি দিতে ব'ল্‌তেন না—দিতে দিতেন না, ব'ল্‌তেন—'ওসব কায কর্‌বার অন্য লোক আছে।' তিনি জান্‌তেন ওর দ্বারা বড় বড় কায হবে।

১৬। স্বামিজী রাতভোর ধ্যান-জপ ক'র্‌তো। আর গান বাজ্‌নায় গুরু ভাইদের স্ফূর্ত্তি দিতো। শরৎ মহারাজ প্রভৃতি অনেকে স্বামিজীর কাছে গান-বাজনা শিখেছিল।

১৭। ঠাকুরের দেহ যাবার পর সকলে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল—"ঠাকুর কি 'পাগলাপনা' ক'রে গেলেন।" স্বামিজীর কর্ম্মটা চিকাগোয় প্রকাশ পেলে, তখন সবাই ব'ল্‌তে লাগ্‌ল—'ঠাকুরের কথাই ঠিক্।'

১৮। যখন স্বামিজী ওদেশ থেকে ভারতে ফিরে এল, সঙ্গে

সেভিয়র সাহেব, গুডউইন সাহেব এরা সব ছিল। আমি দেখ্তে গেলাম; ভাব্ছি 'স্বামিজীর গোটাকতক সাহেব শিষ্য হ'য়ে অহঙ্কার হ'য়েছে। স্বামিজী মনের ভাব বুঝ্তে পেরে হাত ধরে ব'ল্লে—'তুই আমার সেই লাটু ভাই, আর আমি সেই নরেন'; তখন বুঝ্তে পাল্লুম—"স্বামিজীর মানুষ চেন্‌বার শক্তি হ'য়েছে, আর ভিতরে একটুও 'অহং' নেই।"

১৯। স্বামিজী ব'ল্লে—'আয় আমরা বসে খাই, তুই একপাশে বসে যা; বাঙ্গালীদের সঙ্গে কথা কচ্ছি—দেখ এরা কেমন হুজুগে। খাওয়া-দাওয়ার পর ব'ল্লে—'দেখ্লি ঐ দেশের যত বাজে খবর নিলে, কিন্তু এত কায হ'ল কা'র দোহাই দিয়ে—তার খবর নিলে না। ভাই, আশ্চর্য্য হ'চ্ছি আমা-দ্বারা এত বড় কায হবে তা' জানতাম্ না।'

২০। বিলেত হ'তে আসার পরই বিলেতের পোষাক ছেড়ে সেই ২৲ টাকা দামের চাদর, আর ২৷৽ টাকা দামের জুতা ব্যবহার ক'র্‌তে লাগ্ল। এত যে মান—সব ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

২১। কেউ দুঃখ পেয়ে স্বামিজীর কাছে এলে, আর কিছু না পা'ল্লে দু'টা গান শুনিয়ে স্ফূর্ত্তি দিত।

২২। গুরু ভাইদের প্রতি স্বামিজীর ভালবাসা—ঠাকুরের নীচেই। যা কিছু হ'য়েছে দেখ্‌ছ—সব ওর দ্বারাই হ'য়েছে।

২৩। ঠাকুর স্বামিজীকে ব'লেছিলেন—আন্তরিক প্রার্থনা তিনি (ভগবান্) নিশ্চয়ই শুনে থাকেন।

স্বামিজী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল,—'মশায় ঈশ্বরকে কি

দেখা যায় ?' ঠাকুর ব'লেছিলেন,—'হাঁ, আমি তোমার সঙ্গে যে ভাবে কথাবার্ত্তা কইছি, ঠিক এম্নি তাঁকে দেখা যায়—স্পর্শ করা যায়, আর তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া যায়।"

২৪। জনে জনে কি স্বামিজী হয় রে ? তা হ'লে—আর ভাবনা ছিল না। অমন লোক কখন জন্মায় !

স্বামিজী কি কর্ম্ম ক'রে একবার ভেবে দেখ্ ! তোরা খালি নকল ক'র্‌বি ; ওতে কি উন্নতি হয় রে ? আসল বিষয়ে নকল করিস্ না ; ঐ বিষয়েই যত গোল বাঁধে। স্বামিজী কত তপস্যা ক'রেছে ; ঠাকুর নিজে করিয়েছেন,—আমরা স্বচক্ষে সব দেখেছি। সাধে কি বড় হ'য়েছে ! তিনি (ঠাকুর) ব'ল্‌তেন—'ওকে আমার কাযের জন্য টেনে এনেছি'। আর সকলের সঙ্গে তুলনা ক'রে ব'ল্‌তেন—'আর সবাইকে দেখি, কেউ পিদ্দিম, কেউ একটা বড় বাতি, বড় জোর কেউ একটা বড় (উজ্জ্বল) তারা ; কিন্তু নরেন আমার সূর্য্য। ওর কাছে আর সবাই ম্লান হ'য়ে যায়।'

২৫। ঠাকুর, বিবেকানন্দকে যে কি ভালবাস্‌তেন, তা মুখে বলা যায় না। তিনি ব'লতেন,—"ওকে অনেক কায ক'র্‌তে হবে,—একটু খাওয়া-দাওয়া না ক'রে পার্‌বে কেন ?" আরও ব'লতেন—'ওর মধ্যে জ্ঞান-অগ্নি জ্বল্‌ছে, ও যা খাবে সব হজম হ'য়ে যাবে,—ওর কিছুই ক'র্‌তে পার্‌বে না।' তাই দেখ্‌তাম্— মাড়োয়ারীরা কিছু দিয়ে গেলে,—আর কাউকে খেতে দিতেন না, —স্বামিজীকে দিতেন ; আর, সকলকে ঐ কথা ব'লে বুঝা'তেন। একদিন মাংস রান্না হ'চ্ছে, ঠাকুর সেদিকে বেড়া'তে গিয়ে ব'ল্লেন, —'কি হ'চ্ছেরে ? ব'ল্লে—মাংস রান্না হ'চ্ছে, নরেন খাবে'।'

এই কথা শুনে আর কিছুই ব'ল্লেন না। তিনি জান্‌তেন—স্বামিজীর ওতে কোনই অনিষ্ট হবে না।

২৬। ঠাকুর-স্বামিজীর জীবন দেখ, আর তাঁদের উপদেশ পালন ক'র্‌তে চেষ্টা কর। ঠাকুরের উপদেশ যত সরল দেখ, তত সহজ বোধ নয়;—খুব গভীর। আমরা কিন্তু অত বুঝ্‌তাম না। তিনি উপদেশ দিয়ে যেতেন, আমরা শুনে যেতাম, কিন্তু তার মধ্যে কত গভীর মানে আছে, তা বুঝ্‌তাম না। স্বামিজীই তা' বুঝিয়ে দিলে। স্বামিজী যখন ঠাকুরের উপদেশের মধ্যে কি গভীর মানে আছে, তা' বুঝিয়ে ব'ল্‌তো—আমরা অবাক হ'য়ে যেতাম। আমরাও সে উপদেশ শুনেছিলাম,—কিন্তু তার মধ্যে যে অত 'ভাব' আছে, তা তিলেক্‌ও ভাবি নাই। তাই বলি—ঠাকুরের উপদেশ শোন, আর—বিবেকানন্দের জীবন দেখ,— কল্যাণ হবে।

২৭। একদিন ঠাকুর নরেনদের বাড়ীতে গিছ্‌লেন—নরেনকে দেখ্‌তে। সঙ্গে ছিলাম। নরেন ব'ল্লে—"আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলুম্। আপনারা যখন টালার মোড়ে, তখন আপনাদের দেখ্‌তে পেলাম্; তাই বেরুলাম না।' এই কথা শুনে ঠাকুর ব'ল্লেন—'এ সব কা'কেও বলিস্-নি, * * * * *' স্বামিজীর ধ্যান ক'র্‌তে ক'র্‌তে এই অবস্থা হ'য়ে ছিল;—দূরে কে কি ক'চ্ছে সব দেখ্‌তে পেত।

২৮। বৈষ্ণবরা নিতাই এর খুব নাম করে, বলে—'প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।' এটা ঠিক্ করে। নিতাই চৈতন্যদেবের হুকুমে—দ্বারে দ্বারে প্রেম বিলিয়ে ছিলেন। জগাই মাধাই

কলসী ভাঙ্গা ছুঁড়ে মারে; ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত প'ড়্ছে, কিন্তু সে দিকে একেবারেই খবর নাই—প্রেমে মত্ত। নাচ্তে নাচ্তে ব'ল্লেন—'মেরেছিস্ বেশ ক'রেছিস্, একবার হরি ব'লে নেচে আয়'। সেরূপ নরেনেরও নাম কর। কারণ নরেন না থাক্লে ঠাকুরকে ধর্তে পার্তো কে? সেই তো ঠাকুরকে ঠিক্ ঠিক্ বুঝেছিল, আর সেই তো সবাইকে বুঝিয়ে দিলে; বহুলোকের কল্যাণ ক'ল্লে।

২৯। স্বামিজী সকলকে বুঝিয়ে দিলেন—**ঈশ্বরলাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য**। তাঁকে পাওয়া গেল ত খুব ভালই হ'ল; আর যদি তাঁকে না পাওয়া যায়,—তবুও পবিত্র ভাবে জীবনটা কাটাতে পারা যাবে। তা' ছাড়া, সংসারে কত পাপ-তাপ, সে সব থেকে তো বেঁচে যাওয়া যাবে। পবিত্র ভাবে জীবন কাটান—সেটাই যে মহালাভ। আর শাস্ত্রেও ব'ল্ছে—পবিত্র জীবন তাঁকে লাভ কর্বার একমাত্র উপায়।"

৩০। স্বামিজী একদিন হাঁস্তে হাঁস্তে ব'ল্লে—'দেখ, ইউরোপ আমেরিকা পর্য্যন্ত নাম ছড়িয়ে ফেলেছি;—সাহেবরা আমাদের ধর্ম্ম নিচ্ছে। লাটু কি বলিস্?' আমি ব'ল্লাম—'স্বামী, তুমি আর নূতন কি ক'রেছ? শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব যা ক'রে গেছেন, তুমি তার উপর দাগা বুলিয়েছ' মাত্র। এর বেশী কিছুই কর নাই।' স্বামিজী ব'ল্লে—'ঠিক্ ব'লেছিস্, ঠিক্ ব'লেছিস্।'

৩১। আমেরিকার কোন ধনীর সুন্দরী মেয়ে স্বামিজীকে বিয়ে ক'র্তে চে'য়েছিল। স্বামিজী ব'ল্লে—'বল কি? আমি সন্ন্যাসী, আমার কাছে সব স্ত্রীলোক মাতৃ-সমান। আমি ব্রহ্মচারী,

আমি কি বিয়ে ক'র্‌তে পারি? আর আমার গুরু কামিনী-কাঞ্চন কথন স্পর্শ করেন-নি।' দেখ, কি সংযম, কেমন ত্যাগ।

৩২। স্বামীর মঠে থাক্‌তাম। স্বামী নিয়ম ক'ল্লে—ডম্‌বেল (Dumbell) ভাঁজ্‌তে হবে। আমি ভাবলাম্‌—এ আবার কি একটা মত চালিয়ে দিলে? আমি বল্লুম—তোমার ডম্‌বেল ভাঁজ্‌তে পার্‌বো না।' স্বামিজী হাস্‌তে লাগ্‌লো।

৩৩। একজন ব'ল্লে—"লোকে বলে, আপনি নরেন্দ্রকে ভাল-বাসেন। তাই তার, অহঙ্কারে 'পা পড়ে' না। ঠাকুর ব'ল্লেন—ওটা ওর অহঙ্কার নয়, ওর নাম—তেজঃ, ওর মনটা নীচেই নামে না।'

৩৪। আমি যদি বলি—স্বামী বিবেকানন্দের মত হব, আর তখন যদি কেউ আমার 'কর্ম্মটা' দেখিয়ে দেয়, তা হ'লে আমি যাই কোথা? স্বামিজীর মত বড় কি ক'রে হব?—আমি যে সময়ের মধ্যে বড় হব, সে সে-সময়ের মধ্যে আরো বড় হবে। তাই, তার সঙ্গে আমার যতটা প্রভেদ, তা চিরকালই থেকে যাবে। তবে হাঁ, আমি যদি স্বামিজীর চে' খুব জোরে যেতে পার্‌তুম্‌—ডবল জোরে, তা হ'লে কালে হয়তো তাঁর সমান হ'তে পার্‌তাম, কিন্তু সে বহুদূরের কথা। * * * ঠাকুরের নীচেই স্বামিজী কঠোর (তপস্যা) ক'রেছেন। অমন কঠোর আমাদের মধ্যে আর কেউ করেনি।

কেশব সেন।

১। কেশব সেন অত বড় লোক—যিনি রাণীর (কুইন ভিক্টোরিয়া) কাছে মান্য পেয়েছিলেন, ঠাকুরের কাছে হাত-জোড় ক'রে ব'সে থাক্‌তেন। ঠাকুরের কথার উপর তাঁর বিশ্বাস

কত। তিনি হিংসুক (অহঙ্কারী) ছিলেন না। ঠাকুর তাঁকে শিব পূজা ক'র্‌তে বলায়, তিনি তা' ক'রে ছিলেন।

২। কেশববাবু তাঁর কথা খুব বিশ্বাস ক'র্‌তেন, আর জান্‌তেন যে—ওঁর কথা মান্‌লেই কল্যাণ হবে। একদিন ঠাকুর তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে চুপ ক'রে রইলেন। কেশববাবু ব'ল্লেন, 'আর কিছু বলুন!' ঠাকুর ব'ল্লেন—'আর ব'ল্লে তোমার দল্ টল্ থাক্‌বে না।' তখন তিনি ব'ল্লেন—'তবে থাক্'। তিনি (কেশববাবু) জান্‌তেন—আর কিছু ব'ল্লেই তাঁর মন বদ্‌লে যাবে, আর দল রাখ্‌তে পার্‌বেন না।

৩। ঠাকুর ব'ল্‌তেন,—'কেশবের মান নেবার ইচ্ছা আছে।' তিনি কেশবসেনকে একদিন ব'লেছিলেন—'তুমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বল।' কেশববাবু ব'ল্লেন—'আপনার কাছে আর কি ব'ল্‌বো। আপনার কথা নিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে ব'লে—নিজেও আনন্দ পাই, আর দশজনকে আনন্দ দিই।'

৪। যখন কেশববাবু বিডন-পার্কে লেক্‌চার দিতেন, বুড়োরা ব'ল্‌তো—'ব্রাহ্ম কেশব এসেছে।' তিনি ভগবানের সম্বন্ধে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে নিজেও কেঁদে ভাসাতেন, আর অপরকেও কাঁদাতেন। তারপর বুড়োরা ব'ল্‌তো—'কেশব যা ব'ল্লে সব ঠিক্।'

৫। ঠাকুর একবার ব্রাহ্মদের বেল্‌ঘোরের বাগানে গিছ্‌লেন। কেশব বাবু ভক্তদের নিয়ে ব'সেছিলেন। ঠাকুর কথায় কথায় ব'ল্লেন, কেশবের ল্যাজ খসেছে। তা'তে অন্য ব্রাহ্মরা চ'টে গেল। কিন্তু কেশববাবু তাদের ব'ল্লেন—'চুপ কর; এর মধ্যে অর্থ আছে।'

৬। কেশববাবু নিজের বাড়ীতে ঠাকুরকে ফুল দিয়ে পূজা ক'রেছিলেন। তিনিই প্রথমে ঠাকুরের সম্বন্ধে কাগজে লিখ্তেন। তাই প'ড়ে ঠাকুরের কথা লোকে জান্তে পারে, আর তাঁর সন্তানদের ভিতর অনেকেই তাঁর কাছে যায়।

৭। রামবাবু (ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত) ঠাকুরকে নিয়ে উৎসব ক'র্তেন। কেশব বাবু একদিন রামবাবুকে ব'লেছিলেন—রাম এ জিনিষ দৈবাৎ কখন হয়; গ্লাসের (glass-case) মধ্যে রেখে দূর থেকে নমস্কার ক'র্তে হয়। এ লাট্ করবার জিনিষ নয়।

৮। ঠাকুর কেশব-বাবুকে ধ্যান ক'র্তে দেখে ব'লেছিলেন, 'এর ফাৎনা নড়্ছে', অর্থাৎ ঠিক্ ঠিক্ ধ্যান হ'চ্ছে।

৯। যোগীন মহারাজ খবরের কাগজ হাতে ক'রে ঠাকুরের ঘরে এসে তাঁকে প্রণাম ক'ল্লেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস্ ক'ল্লেন—'কোত্থেকে আস্ছ?' যোগীন মহারাজ ব'ল্লেন,—'দক্ষিণেশ্বর হ'তে; আমি অমুকের ছেলে'। ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরের লোক বুঝ্তে পার্তো না। তাই তিনি অবাক্ হ'য়ে ব'ল্লেন—'এখানকার কথা কি করে জান্লে?' যোগীন মহারাজ ব'ল্লেন—'কেশববাবু কাগজে আপনার সম্বন্ধে লিখেছেন।' তাই শুনে ঠাকুর একদিন কেশববাবুকে ব'ল্লেন—'আমি কি মান-ভিখারী, ইদানীং সাধু! যা ক'রেছ—ক'রেছ, আর লিখ না।'

১০। ঠাকুর মাঝে মাঝে তাঁকে (কেশববাবুকে) জিজ্ঞেস্ ক'র্তেন—'সমাজে লোকজন কেমন হচ্ছে'? কেশব বাবু বল্তেন—

'মশায়, আপনার কৃপায় সমাজে লোক ধরে না।' তখন এত ভিড় হতো।

১১। কেশব বাবু 'পয়সার জন্য' ব্রাহ্ম হ'ন নাই; তখন হিন্দু সমাজে ধর্ম্ম (?) ছিল না, তাই ব্রাহ্ম হ'য়ে ছিলেন। ছোট কাল থেকে ধর্ম্ম-ধর্ম্ম ক'র্‌তেন। পরমহংসদেব স্বীকার ক'র্‌লেন—কেশববাবু ঠিক্ ঠিক্ ধর্ম্মী। একটি লোক জগৎ মাতিয়ে দিল, কত বড় শক্তি। কেশব-বাবুর অনেক ফলোয়ার (follower) ছিল, এখনও আছে। তাঁর সঙ্গ পেয়ে কত লোক বেঁচে গেল ধর্ম্মে মতি হ'ল।

আদর্শ-জীবন।

১। সংসারে মা বেঁচে থাক্‌লে খাওয়া-দাওয়া ও নানা বিষয়ে নানা রকম আব্‌দার করা যায়। তাই, মা'র মনে কষ্ট দেওয়া ভাল না; মাকে খুব ভক্তি করা উচিত। দেখ না, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব, আমাদের ঠাকুর, স্বামিজী,—এঁরা সবাই মাকে খুব ভক্তি ক'র্‌তেন্। মাকে যে ভক্তি না ক'র্‌বে, তাকে ভুগ্‌তে হবে।

কোন কোন মা আছে—তারা ছেলেকে সংসারে বেঁধে রাখ্‌তে চায়। ছেলে যদি ভগবানের জন্য সব ত্যাগ ক'র্‌তে চায়, তবে কেঁদে-কেটে তাকে বিয়ে ক'রে সংসারী হ'তে বলে। নিজে ত ভুগ্‌ছেই আবার তাকেও ভুগা'তে চায়; এরা সব 'অসৎ' মা। তিনি (ঠাকুর) ব'ল্‌তেন—'এদের কথা না শুন্‌লে দোষ হয় না।'

আর, যারা 'সৎ' মা,—যদি ছেলে ভগবানের জন্য সব ত্যাগ ক'র্‌তে চায় তা হ'লে খুব খুসী হ'য়ে আশীর্ব্বাদ করে, আর বলে—'আমার মহাভাগ্য যে তুমি ভগবান্‌কে ডাক্‌তে চাইছ;' আর সংসারের সব দোষ দেখিয়ে দেয়। এই হ'ল ঠিক্ ঠিক্ মা। এমন আজ কাল খুব কম—বিরল।

২। মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—এক মনে ভগবান্‌কে ডাকা। আর ছেলে-পিলে বেশী হওয়া ভাল নয়, সংসারে দুঃখ বাড়ে,—ব্যস্ত ক'রে তুলে। সংসারে নানা রকম শোক, তাপ, রোগ—এই সব অনিবার্য্য। এ কারণ উদাসীন ভাব হওয়া খুব ভাল; কোন তাতেই গ্রাহ্য নেই—এক রকম দিন কেটে গেলেই হ'ল; ব্যস্ত হ'য়ে তো কোন লাভ নেই। তবে উদাসীন-ভাব হওয়া কঠিন;—সাধন ক'র্‌তে ক'র্‌তে হয়। যত ভগবানের দিকে মন যাবে তত সংসারে মন উদাসীন হবে। সংসারে থেকেও তা'তে উদাসীন থাকা কম কথা নয়। যে তা পারে সে ত আদর্শ-পুরুষ। সংসারে থেকেও জনক রাজা ঠিক্ ঠিক্ উদাসীন ছিলেন।

৩। হিংসা করা পাপ,—অহিংসাই মুক্তি। ভাল বিছানায় শোও, ভাল খাও, ভাল পর—যাই কর না কেন, যদি তোমার মনে হিংসা না থাকে, তবে ত তুমি মুক্ত-পুরুষ। বুদ্ধদেব হিংসা ত্যাগ ক'রেছিলেন, আর সবাইকে হিংসা ত্যাগ ক'র্‌তে ব'লেছিলেন। তোমরা জীব তার কথা মান্‌লে না, তাই তো

দুঃখ ভুগ্‌ছো। যাঁরাই বড় হ'য়েছেন,—অবতার, মহাপুরুষ হ'য়েছেন তাঁরা সকলেই হিংসা ত্যাগ ক'রেছেন ; আর জীবকে হিংসা ত্যাগ ক'র্‌তে উপদেশ দিয়েছেন। যে তাঁদের কথা শুন্‌বে তার কল্যাণ হবেই—জোর ক'রে বল্‌ছি।

৪। ভগবান্ উদ্ধবকে উপদেশ দিয়ে ব'ল্লেন,—'হে উদ্ধব, এখন যাও তপস্যা করগে, তবে আমার গুণ বুঝ্‌তে পার্‌বে, যে আমি কি জিনিষ! এখন বুঝা'লে বুঝ্‌তে পার্‌বে না ; আগে তপস্যা কর।' জীবের মহাশিক্ষা, তপস্যা না ক'র্লে তাঁকে বুঝা যায় না, তিনি নিজে ব'লেছেন। জীব-শিক্ষার জন্য তিনি নিজেও তপস্যা ক'রেছিলেন।

৫। মুখে শুধু 'ঠাকুর-ঠাকুর', 'স্বামিজী-স্বামিজী' ক'র্লে কি হবে? শুধু ঠাকুর-স্বামিজীর উপদেশ পড়্‌লে কি হবে? ঠাকুর-স্বামিজী যা ক'র্‌তে ব'লেছেন তা না ক'র্লে কেমন ক'রে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি হবে? মিথ্যা কথা বল্‌বে, জুয়াচুরি ক'র্‌বে, কত অন্যায় কায ক'র্‌বে, এদিকে লোকের কাছে 'ঠাকুর-ঠাকুর' ক'রে দেখাবে—'আমি কত বড় ভক্ত হ'য়েছি।' ফাঁকি দিয়ে মান, যশঃ ও অর্থ হয়, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে ধর্ম্ম হয় না। ধার্ম্মিক হ'তে হ'লে সৎসঙ্গ ক'র্‌তে হয় ; সাধু যা বলে তা' পালন ক'র্‌তে হয় ; তবে ত ধর্ম্ম হয়!

৬। এক গুরুর শিষ্য সব আলাদা আলাদা মঠ করে, আর কতকগুলো ক'রে চেলা বানিয়ে যায়। তাদের শরীর গেলে চেলারা পরস্পর ঝগ্‌ড়া করে। বলে—'আমি অমুকের চেলা, তার চে' ছোট কিসে'? ভালর জন্য মঠ ক'রে যায়, শেষে

এই সব গোলমালের সৃষ্টি হয়। নিজের নিজের মঠের উপর সকলেরই ঝোঁক্ পড়ে—এটি হ'চ্ছে মায়ার নিয়ম।

মঠ ক'রে যায় লোকের সাধু-সঙ্গের সুবিধার জন্ত; আর যারা নূতন ধর্ম্ম-পথে এসেছে তারা একটা ভাব পাবে ব'লে—গুরুর কাছে থেকে ধর্ম্ম-শিক্ষা ক'রবে ব'লে। একবার ধর্ম্ম ভাব দৃঢ় হ'লে তখন আর মঠের দরকার হয় না; কিন্তু তার আগে—খুব দরকার। কিন্তু প্রায় সে সব ভুলে গিয়ে ভোগের দিকে মন দেয়—আয়েসী হ'য়ে পড়ে। আর 'কর্ম্ম' থাকে না ব'লে রাগ, দ্বেষ, হিংসা এসে পড়ে। কর্ম্ম (সাধন) না থাকায় বুঝ্‌তে পারে না কখন এরা ঢুকেছে; আর বুঝ্‌লেও তাড়াবার শক্তি নাই। কি দিয়ে তাড়াবে?—তপস্তা কই? এ জন্ত অনেকেই (সাধুরা) মঠ করে না। জানে মঠ করা নয়, ঝগ্‌ড়ার সৃষ্টি করা।

৭। 'আমি ডাক্তার', 'আমি অমুক', 'আমি ধনী'—এ ভাব যত হবে, ততই অহংটা জেগে উঠ্‌বে। কিন্তু 'আমা অপেক্ষা অনেক বড় আছে; তাঁর কৃপাতেই আমার যা কিছু হ'য়েছে'—এ ভাব থাক্‌লে অহং দূর হ'য়ে যায়—কাছে আস্‌তে পারে না। তবে সামান্য যা একটু থাকে—সেটা কর্ম্ম কর্‌বার জন্য। যার 'অহং' একেবারে চলে গেছে,—তার দ্বারা কোন কর্ম্মই হতে পারে না। কিন্তু এ অহং কোন ক্ষতি কর্‌তে পারে না। তিনি (ঠাকুর) ব'ল্‌তেন—'লোহার খড়্গ পরশমণি ছুঁয়ে সোনা হ'লে, আর তার দ্বারা হিংসা চলে না।'

কিন্তু তার আকারটা সেই থাকে—বধকার্য্য করা যায় না। ঠিক্ তেম্নি—অহংটা থাকে, কিন্তু তা অনিষ্ট ক'র্‌তে পারে না। মোট কথা—অন্তরে অহঙ্কার অভিমান না থাক্‌লেই হ'ল। সদা মনে রাখ্‌তে হয়—'আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী, আর এই ভাব্‌টা দৃঢ় কর্‌বার জন্য মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ ক'র্‌তে হয়।

৮। লম্বা লম্বা 'বাৎ-ঝাড়্‌লে' (কথা ব'লে) কি হবে? ভগবানের কাছে জুয়াচুরি চলে না। সরলভাবে তাঁকে ডাক্‌তে হয়, তবে তিনি সন্তুষ্ট হন,—দেখা দেন। লম্বা লম্বা কথায় মানুষ ভুল্‌তে পারে, তোমার নাম-যশঃ খুব হ'তে পারে, লোকের কাছে খুব 'মান' পেতে পার, কিন্তু ভগবান্ তোমার অন্তরের খবর সব জানেন, তোমার মূল্য কত তিনি জানেন,—তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না। ভগবান্ মানুষের অন্তর দে'খে বিচার করেন, আর মানুষ—তার অন্তর্দৃষ্টি নাই, সে বাহিরে দে'খে বিচার করে,—এই তফাৎ।

যে ভগবান্ সাক্ষাৎকার ক'রতে চায়, সে ঐ সব মানযশের দিকে মন দিবে না; লম্বা লম্বা 'বাৎ-ঝেড়ে' (কথা ব'লে) বাহবা নিতে যাবে না; সরলভাবে তাঁকে ডাক্‌বে, একান্তে সাধন ক'র্‌বে। একান্তে সাধন খুব দরকার;—তবে ত ইষ্টলাভ হয়। ইষ্টলাভ হ'লে—তাঁর হুকুমে প্রচার ক'র্‌তে হয়। প্রচার কর্‌বার শক্তি তিনিই দিয়ে দেন। প্রার্থনা কর, ডাক—তাঁর 'হুকুম' মিল্‌বে।

৯। সকলেই হুকুম্ (আদেশ) ক'র্‌তে চায়, হুকুম্ মান্‌তে কেউ চায় না। আরে,—আগে হুকুম্ মান্‌তে শেখ, তবে ত হুকুম্

কর্‌বার শক্তি হবে। স্বামিজী ব'ল্‌তো—'সর্ব্বদা দাস হ'তে শিক্ষা কর, তবেই তুমি প্রভু হ'তে পার্‌বে'।

১০। সকলেই ঠাকুরকে আদর্শ ক'র্‌তে পারে। তিনি আদর্শ-গৃহী, আদর্শ-সন্ন্যাসী, আদর্শ-গুরু, আদর্শ-শিষ্য,—সব মতের সব পথেরই তিনি আদর্শ। তিনি শাক্তের আদর্শ,—তন্ত্রশাস্ত্র যত আছে সব সাধন ক'রেছিলেন, আর সিদ্ধিলাভও ক'রেছিলেন। তিনি বৈষ্ণবের আদর্শ;—অমন হরিভক্ত দেখ্‌তে পাওয়া যায় না; তিনি হরির দর্শন লাভ ক'রেছিলেন। তিনি শৈবের আদর্শ;—কারণ তিনি শিবের সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন। তিনি রামভক্তের আদর্শ—কারণ তিনি রাম-সীতার দর্শন পেয়েছিলেন।' তিনি বেদান্ত-সাধকের আদর্শ; কেননা, তিনি বেদান্ত-সাধনার চরম (ফল) নির্ব্বিকল্প সমাধি তিন দিনে লাভ ক'রেছিলেন। আবার তিনি খৃষ্টান, মুসলমানের-ও আদর্শ;—কেন না, তিনি ঋষি কৃষ্ণের (যীশু-কৃষ্টের) আর মহম্মদের দর্শন পেয়েছিলেন। তিনি সকলের আদর্শ;—কারণ, তিনি সকল মতের সাধন ক'রেছিলেন, আর সিদ্ধিলাভও ক'রেছিলেন।

সব দে'খে শুনে তিনি ব'ল্‌তেন '—যত মত, তত পথ; সব সত্য।' তোমাদের মত খালি 'মুখে' বলেন্‌-নি। তিনি জগদ্‌গুরু। এমনটি আর দেখা যায় না। তাঁকে যে মানবে, আদর্শ ক'রে চল্‌বে, সে এই (সংসার) দুঃখ হ'তে বেঁচে যাবে;—আমি জোর ক'রে বল্‌ছি,—হাঁ!

১১। শ—র সব হ'য়ে গেছে,—তার সঙ্গ ক'রে কল্যাণ হবে। কত কঠোর ক'রেছে ; নিমপাতা খেয়েছে—কাম জয় কর্‌বার জন্ত। সাধুরা নিমপাতা খায়—কাম, ক্রোধ, লোভ, ক্ষুধা দমন কর্‌বার জন্ত। শ-ও তাই নিমপাতা খেয়েছে।

তুমি শ-কে খাওয়াবে মনে ক'রেছ,—খুব ভাল কথা। তবে কি জান, আমার বড্ড ভয় হয়—পাছে অসুখ করে। ওর দ্বারা কত লোকের কল্যাণ হ'চ্ছে—দেখ্‌তে পাচ্ছি। ওর শরীর সুস্থ থাকার খুব দরকার।

১২। ৺জগন্নাথের মত এমন তীর্থ আর কোথা পাবে বল? সব একাকার, জাতি-ভেদ নাই, একি কম কথা? আর যত লোক খাওয়াতে ইচ্ছা কর, প্রসাদ কিনে খাওয়াতে পার;—টাকা দিলেই বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যাবে। অন্য কোথাও এতটা সুবিধা নাই। আবার, কত বড় মন্দির,—দেখ্‌তেও সুন্দর, সমুদ্রের ধার, সাধু-মহাপুরুষদের স্থান। এ দিকে গৌরাঙ্গদেব, আর কত শত বৈষ্ণব-ভক্ত সারাজীবন সেখানে কাটিয়ে গেছেন।—মহাপবিত্র স্থান।

আমি জগন্নাথদেবের কাছে প্রার্থনা ক'রেছিলাম যে—বেশী ঘুর্‌তে-টুর্‌তে পার্‌বো না, আর যা খাই, যেন হজম হয়। জগন্নাথদেব তাই ক'রে দিলেন।

কল্‌কাতায় উপেন মুখুর্য্যের (বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা) কাছ্‌ থেকে পয়সা নিয়ে—পুরি আর আলুর তরকারি কিনে খেতাম। তাঁর দয়ায় বেশ হজম হ'য়ে যেত,—কোন ঝখেড়া ছিল না। গৃহস্থদের বাড়ী খেলে, তাদের সময়মত যেতে হ'তো; না গেলে

তারা বিরক্ত হ'তো। তাই তাদের (গৃহস্থ) বাড়ীতে খাওয়া ছেড়ে দিলাম।

আরে গঙ্গার ধারে ব'সে আছি; বেশ মন ব'সে গেছে—কোথায়ও যেতে ইচ্ছা ক'র্ছে না, কিন্তু গৃহস্থ-বাড়ীতে খাওয়া—ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে হ'তো; তাই তাদের বাড়ী খাওয়া বন্ধ ক'রে দিলাম। তখন ঐ রকম পয়সা নিয়ে কিনে খেতাম;—বেশ স্বাধীন; যখন ইচ্ছা হ'ল কিনে খেলাম। কারো কথা শুন্‌তে হবে না। তবে, এখন শরীর খারাপ হ'য়ে গেছে,—অত সহ্য হয় না।

তারপর, যখন অম্নি পুরি খেয়ে থাকি, একদিন শা-বাবু আমায় বিশেষ করে ব'ল্লেন—তাদের বাড়ীতে থাক্‌তে। আমিও রামকৃষ্ণ বাবুদের বাড়ীতে গেলাম। তখন শা-বাবুকে বল্লাম—'কিন্তু আমার খাওয়ার কিছু ঠিক্ নেই।' তা'তে শা-বাবু ব'ল্লেন—"মহারাজ, আমাদের এত বড় সংসার, এত খরচ হ'চ্ছে—এক পোয়া চালের অন্ন, আর এক পোয়া আটার রুটি না হয় ফেলা যাবে। খাবার আপনার ঘরে দুপুরে আর রাত্রে রেখে যাবে—আপনার যখন ইচ্ছা তখন খাবেন।" এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি শা-বাবু ভাইএর কায ক'রেছেন।

১৩। এই ত বাসনা—যেন জন্মে জন্মে ভক্ত-সঙ্গ, সাধু-সঙ্গ পাই। * * * তুমি আমার কাছে কোন সঙ্কোচ ক'রো না। তাঁর কৃপায় আমার বেশ চ'লে যাচ্ছে। আমার কি মাগ-ছেলে আছে যে, তাদের খাওয়াতে হবে? যারা আমায় সাহায্য করে তারাও ধন্য হবে যে—সাধু-সেবা, ভক্ত-সেবা হ'চ্ছে, আর আমিও

জ হব। তুমি যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাক্‌তে পার —কোন সঙ্কোচ ক'রো না। আমাদের কাছে সঙ্কোচ ক'রে দুঃখ পাবে। তবে টাকা-কড়ি খরচাদির জন্ত এই সব ছেলেদের সাবধান ক'রে দিই—যাতে বেফজল্ (বাজে) খরচ না করে। গৃহস্থেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা উপার্জ্জন করে, সে পয়সা বেফজল্ (বাজে-বিষয়ে) খরচ করা কখনই উচিত নয়; তা হ'লে অকল্যাণ হবে, তাঁর (ঠাকুরের) কাছে দোষী হব। তিনি ও সব ভাল বাস্‌তেন না। আর গৃহস্থদের কোনই ঠিক্ নাই। কোন মাসে সাহায্য ক'লে, কোন মাসে হয়তো ক'লে না—তাই একটু হিসেব ক'রে চল্‌তে হয়।

আমাকে এখন কাশীতেই কিছুদিন থাক্‌তে হবে। এই ছেলেদের বলি—তোমাদের এখন যুবা বয়স, যেখানে ইচ্ছা যেতে পার, কিন্তু আমি তা' তো পার্‌বো না, তাই একটু হিসেব ক'রে চলি। আর কোনও উদ্দেশ্য নয়। (আত্ম-চরিত)

১৪। তোদের 'নিশ্চয়' বলা পাগলামী। এক ভীষ্মই কেবল "নিশ্চয়" ব'ল্‌তে পার্‌তেন। ভীষ্ম কি সকলেই হয় রে?—ঐ একটাই হ'য়েছিল। আ-কুমার ব্রহ্মচারী; কি ত্যাগ! অমনটি আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

অটুট্ ব্রহ্মচর্য্য থাক্‌লে তবে 'নিশ্চয়'-বুদ্ধি হয়।

১৫। এখন ত তোরা রাজ-হালে আছিস্ রে। ঠাকুর-স্বামিজীর নাম নিয়ে যেখানে যাবি, সেখানেই খুব আদর-যত্ন পাবি। আমাদের যে কি দুঃখ গেছে, তা তোরা কি বুঝ্‌বি? এখন স্বামিজীর দয়ায় মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব

নেই; আর কোন দিন হবেও না—যদি তাঁর উপদেশ মেনে চলিস্।

ঠাকুর—স্বামিজীর উপদেশ মেনে যে চ'ল্‌বে, তার কল্যাণ হবেই। এ যুগের ধর্ম্ম ঠাকুর ব'লে গেছেন, স্বামিজী প্রচার ক'রেছে। ওঁরাই এ যুগের আদর্শ।

(ঠাকুর-স্বামিজী)

১৬। চৈতন্যদেব চোখের জল মিশিয়ে গয়ায় পিতৃ-পিণ্ড দিয়েছিলেন। দেখ পিতৃভক্তি? * * * যাঁরা আদর্শ হন, তাঁদের সবই আদর্শ।

(চৈতন্যদেব)

১৭। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ঠাকুর ব'লেছিলেন,—'তুমি দ্বাপরের জনক নও, কলির জনক। অত পয়সা, রাজা লোক, কিন্তু কেবল ঈশ্বরের সাধনা ক'রে কাটিয়ে দিলেন। এখন আর মহর্ষির মত ক'টা হয় বল!

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ)

১৮। ঠাকুর তীর্থ দর্শন ক'রে ফিরে এলে, একজন জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন—'কাশীতে সাধু দেখ্‌লেন কেমন? ভাস্করানন্দ স্বামীকে কেমন দেখ্‌লেন?' ঠাকুর ব'লেছিলেন—"তার চার আনা আনন্দ লাভ হ'য়েছে। কিন্তু ত্রৈলঙ্গস্বামী—হাঁ, পুরো, ওর পারে আর গাঁও নেই। ত্রৈলঙ্গ ও বিশ্বনাথ অভেদ, ওকে খাওয়ালেই বিশ্বনাথকে খাওয়ান হ'ল।

ত্রৈলঙ্গ-স্বামী মণিকর্ণিকায় আছেন; আমরা দেখ্‌তে গিয়েছি। হৃদয়কে ত্রৈলঙ্গ-স্বামী সঙ্কেত ক'রে ব'ল্লেন—তিন বার মাটি কেটে গঙ্গায় ফেল। হৃদয় 'কিন্তু কিন্তু' ক'র্‌ছে দে'খে আমি বল্লাম—'শালা, হুকুম মা'ন্? (তা না হ'লে) এখনি নাশ হ'য়ে

যাবি।' আমার ভয় হ'লো পাছে আমায় বলে মাটি কাটতে। আমার শরীর দুর্ব্বল।" (ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দ)

১৯। রাম রাজা হবেন শুনে ভরতের খুব স্ফূর্ত্তি। খুব দান-ধ্যান ক'রতে লাগলো। এমন সময় শুনলে—দশরথের আজ্ঞায় রাম বনে গেছেন! তখন খুব দুঃখ হ'লো। দুঃখে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিলে। এদিকে আবার রামের বিচ্ছেদ সহ্য ক'রতে না পেরে দশরথ শরীর ছাড়লেন। ভরতকে সবাই এসে অযোধ্যায় নিয়ে গেল,—রাজা ক'রতে চাইলে; কিন্তু ভরত কিছুতেই রাজা হ'ল না। পিতার সৎকার ক'রে রামের অন্বেষণে বনে গেল। অনেক খোঁজার পর চিত্রকূটে দেখা পেলে। রামকে অনেক মিনতি ক'ল্লে ফিরে আসবার জন্য, কিন্তু রাম পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রতে কিছুতেই রাজী হ'লেন না।

তখন কি করে—রামের কাছে পাদুকা ভিক্ষা চাইলে। সেই রাম-পাদুকা মাথায় ক'রে ব'হে নিয়ে গেল। সিংহাসনে পাদুকা বসা'লে, নিজে ছত্র ধারণ ক'ল্লে, চামর ঢুলা'লে—আরও কত কি ক'ল্লে। মনে কোন হিংসা নেই,—এমনটি আর শোনা যায় না।

২০। শঙ্করাচার্য্যকে মানতেই হবে। চৈতন্য-দেবের গুরু—দশনামের একজন, আবার আমাদের ঠাকুরের গুরুও—দশনামী। এরূপ শঙ্করাচার্য্যের দশনামের মধ্যে অনেক বড় বড় মহাপুরুষ হ'য়েছেন, আর এখনও হ'চ্ছেন। তাই শঙ্করাচার্য্যকে মানতেই হবে; তিনি সকলের আচার্য্য—গুরু। (শঙ্করাচার্য্য)

২১। ত্রৈলঙ্গ-স্বামী কি অম্নি হয়? কত খাটনি-খেটে

তবে হ'য়েছে। তপস্যা চাই! তপস্যা!—কঠোর তপস্যা।—তবে যদি অমন হওয়া যায়।

২২। রামদত্ত তাঁর (ঠাকুরের) জন্য যথা-সর্ব্বস্ব দিলেন। রামদত্তের দরুণ পরমহংসদেবের উৎসব হ'লো (?)। রামদত্ত ব'ল্তে ন যে—'তিনি যা ব'লেছেন সব ঠিক; তার উপর কোন কথা নেই।' জোরের উপর দাসত্ব ক'রে জীবন কাটিয়েছেন। সত্যবাদী,—কোন নেশা ছিল না; মনিব খুব জান্তো—এমন লোক দুর্ল্লভ।

মেহনৎ ক'রে টাকা উপায় ক'রে—লোকজন খাওয়ান, কীর্ত্তন করা, ঠাকুর পূজা—তাঁর চর্চ্চা করা, এই নিয়েই মেতে থাক্তেন। পরিবারের জন্য কিছুই রেখে যান্-নি। অন্য লোক টাকা উপায় করে—আত্মীয়দের খাওয়ায়, টাকা জমায়; কিসে সুখ-স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে, তারই চেষ্টা করে। কিন্তু রামবাবুর তা ছিল না, তিনি ভক্ত আর ভগবান্ নিয়েই ব্যস্ত থাক্তেন—স্ফূর্ত্তি ক'রতেন। ঠাকুরের ঐ উপদেশ সদাই ব'ল্তেন—'ভক্তের টাকা শাঁকোর জলের মত হবে,—এ দিক্ দিয়ে আয়, ওদিক দিয়ে ব্যয়—সঞ্চয় নেই।' আর এটা তাঁর নিজের জীবনেও ঠিক্ ঠিক্ দেখেছিলুম। এমন ধর্ম্মী দেখা যায় না;—খুব বিরল।

স্বামিজীকে রামবাবু ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান্। স্বামিজী ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াত ক'রতো। রামবাবু একদিন তাঁকে সঙ্গে ক'রে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান। স্বামিজীকে দেখে ঠাকুরের ভাব হ'য়ে গেল। তারপর ব'ল্লেন—'তুমি আবার এস।' এই রকমে স্বামিজীর মন ব'সে গেল।

সংসার নিয়ে অমন পবিত্র ভাবে জীবন কাটান—বাহাদুরী আছে। রামবাবুকে ঠাকুর ব'ল্‌তেন—'রাম এ সংসার (অর্থাৎ রামবাবুর সংসার) তোমার নয়,—আমার।' আর ব'ল্‌তেন—'রাম আমার আব্‌দারে ছেলে,—হুজুগে নয়; ভগবানের জন্ম ঠিক্ ঠিক্ প্রাণ কাঁদে।'

ভগবান্ চাই-ই। সুখ পাই, দুঃখ পাই—রামবাবুর এই ভাব। (রামচন্দ্র দত্ত)

২৩। পরস্পর দুঃখ দেওয়া-দেয়ী ক'চ্ছে, জানে না একদিন বুড়ো হ'তে হবে,—ম'র্‌তে হবে। দেখ একবার মায়ার খেলা! মানুষ ভুলে যায় যে, তাকে একদিন ম'র্‌তে হবে,—তাই অমন হীন-বুদ্ধির কায করে। যে, জানে যে, তাকে একদিন ম'র্‌তে হবে, আর এ সব দু'দিনের খেলা—সে কখনও হীন-কায ক'র্‌তে পারে না। সে ভাবে—'কেন অশান্তি সৃষ্টি ক'রি?—যে ক'দিন বেঁচে আছি, সৎ-ভাবে শান্তিতে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়াই ত ভাল! এখন তাঁর দয়ায় ভালয় ভালয় কেটে গেলেই বাঁচি।'

২৪। সকলেই যদি সাধু হবে—তো গৃহস্থ হবে কে? সাধু হওয়া সহজ কথা নয়; লক্ষ লক্ষ গৃহস্থের মধ্যে একজন সাধু হয়। গেরুয়া প'রলেই সাধু হওয়া যায় না; ঠিক্ ঠিক্ বৈরাগ্য চাই, সংযম, ত্যাগ, তপস্যা চাই—তবে সাধু হওয়া যায়। তেমি, গৃহস্থ হ'লেই হ'লো না। বিয়ে ক'রে কতকগুলো ছেলে-পিলে হ'লে আর খুব টাকা কামাতে পার্‌লেই গৃহস্থ হ'ল না। যে গৃহস্থ—এই সব ধন-দৌলত ছেলে-পিলে থাকা সত্ত্বেও—ভগবানের জন্ম ব্যস্ত, ঐ সবে তার মন

নেই, সেই ঠিক্ ঠিক্ গৃহস্থ। গৃহস্থ—সৎ, শান্ত, জ্ঞান-পিপাসী হবে; আর সেই ঠিক্ আদর্শ গৃহী। আদর্শ-গৃহী, আর সাচ্চা সাধু—এক।

২৫। ভগবানের জন্য ষোল-আনা ত্যাগ করার নাম হ'চ্ছে সন্ন্যাস। গীতাতে এ সব কথা আছে। গেরুয়া প'ল্লেই—সন্ন্যাসী হয় না;—অনেক ত্যাগ, তপস্যার দরকার। তোমরা হয়তো ব'লবে—এত যে সন্ন্যাসী দেখ্ছি, তারা কি সকলেই ভগবানের জন্য ষোল-আনা ত্যাগ ক'রেছে? না—তা ক'র্‌তে পারে-নি; তবে, এরা চেষ্টা ক'র্‌ছে—তাঁর জন্য সর্ব্বত্যাগী হ'তে; তাঁকে মনে-প্রাণে ভালবাস্‌তে। তাঁর দয়া হ'লে এক মুহূর্ত্তে ঠিক্ ঠিক্ সন্ন্যাসী হ'য়ে যেতে পারে।

আর দেখ—একটা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই লোকে সন্ন্যাস নেয়। আর কিছু না হোক্, সৎ-ভাবে জীবন্টা কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করে, কারো অনিষ্ট ক'র্‌তে যায় না। এটা কি কম কথা!

২৬। যুবা বয়সই সাধন-ভজনের ঠিক্ সময়। এ 'সময়টা' আলস্যে কাটিও না, সাধন-ভজন ক'রে তাঁকে লাভ কর, মানুষ হও। যদি সাধন ভজন না ক'র্‌তে পার তবে কোন সৎ-কায কর, কারো অনিষ্ট ক'রো না। পরচর্চ্চা ক'রো না, তার চে' ঘুমান ভাল।

২৭। যার সাধু-স্বভাব সে কখন অসাধু ভাব আন্‌তে পারে না। তার মনে কখনও অমন প্রবৃত্তি হয়ও না। সে কোন কায গোপন ক'রে ক'র্‌তে চায় না,—যা করে সব প্রকাশ্যে। সে নির্ভীক-

চিত্ত সিংহের মত, দুনিয়ার কাউকেও ভয় ক'রে না. আর কেনই বা ক'র্‌বে? কারো অনিষ্ট করে না, কারো 'চর্চ্চায়' থাকে না; সৎ—কপটতা নেই, কেনই বা (ভয়) ক'র্‌বে?

২৮। ছেলের বাপ্‌ হ'লেই হ'ল? তোমার যে ঘোর দায়িত্ব আছে—যে পর্য্যন্ত ছেলে সাবালক না হয়। ছেলের ভালমন্দ তোমার উপর নির্ভর ক'চ্ছে। বাপ্‌-মায়ের দোষেই ছেলে খারাপ হয়। তারা কি জানে?—যেমন শিক্ষা পাবে, তেম্নিই ত হবে। সেজন্য বাপ্‌-মাকে খুব সাবধানে চলাফেরা, কথাবার্ত্তা ক'র্‌তে হয়। কারণ বাপ্‌-মাকেই ছেলে বেশী নকল করে। ছেলে সাবালক হ'য়ে গেলে—নিশ্চিন্ত; তখন সে নিজের কর্ম্মের জন্য নিজেই দায়ী; বাপ্‌-মার আর কোন 'দায়' থাকে না।

কিন্তু এ ঘোর 'দায়িত্ব' ক'টা লোক বুঝে? ছেলে-গুলো কোন প্রকারে খেতে-পর্‌তে পেলেই যথেষ্ট হ'ল,—এই ভাব। আরে, মানুষের আকার হ'লেই কি মানুষ হয়? মানুষের আকারে অনেক দানা-দৈত্যও আছে,—পশু আছে। দশটা দানা-দৈত্যের মত ছেলের চে' একটা 'মানুষ' ভাল। ছেলেদের আর দোষ কি; তাদের মানুষ ক'ল্লে তবে ত মানুষ হবে? "ছেলেকে মানুষ ক'র্‌তে হ'লে বাপ্‌মাকে আগে মানুষ হ'তে হবে,—তবে হবে।

এই 'দায়িত্ব-জ্ঞান' কি অম্নি হয়, কত সৎসঙ্গ ক'র্‌তে হয়, আদর্শ পুরুষদের জীবন দেখ্‌তে হয়,—কত সব চেষ্টা ক'র্‌তে

হয়, তবে হয়। * * “যার এ দায়িত্ব-জ্ঞান’ আছে সেই মানুষ। (জনৈক ভক্তের প্রতি)

২৯। আমার ছবি ‘অমুক’ পূজো ক’চ্ছে। তা’ সে পূজো না ক’রে আমার আর স্বর্গে যাওয়া হবে না! আমার ছবি পূজো ক’রে কি হবে? তাঁকে (ঠাকুরকে) পূজো কর, যাতে কল্যাণ হবে। (আত্মচরিত)

৩০। ত্রৈলঙ্গস্বামী কত যে ‘কষ্ট’ (তপস্যা) ক’রেছেন, তা তোমরা কি বুঝ্‌বে? তাঁকে যারা ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, পূজো করে—তাদের কল্যাণ হবেই। তিনি (ঠাকুর) ব’ল্‌তেন,—‘ত্রৈলঙ্গস্বামী সব্‌সে পার। শরীর সাধারণের মত, কিন্তু কর্ম্ম মানুষের মত নয়। শিবত্ব প্রাপ্ত হ’য়েছে। ৺বিশ্বনাথ আর ত্রৈলঙ্গ স্বামী অভেদ।’

৩১। মাষ্টার মহাশয় খুব পণ্ডিত লোক। ওঁর দরুণ কত লোকের কল্যাণ হ’য়েছে আর এখনও হ’চ্ছে। ‘কথামৃত’ প’ড়ে কত লোকে ঠাকুরকে জান্‌তে পাচ্ছে। মাষ্টার মহাশয়ের বয়স হ’য়ে আস্‌ছে,—এখন তাঁর দয়ায় শরীর ভাল থাক্‌লেই বাঁচোয়া। এ সব লোক যতদিন সংসারে থাকে—সংসারের কল্যাণ।

(মাষ্টার মহাশয়)

৩২। সৎলোকে অপরের দুঃখ দেখ্‌লে দুঃখিত হয়; আর যদি শক্তিতে কুলোয় তো যতটুকু পারে দুঃখ দূর ক’র্‌তে চেষ্টা করে। কিন্তু অসৎ-লোকে অন্যের দুঃখে আনন্দিত হয়—হাসে। বলে—কর্ম্মফলে ভুগ্‌ছে। জানে না—তারও একদিন অমনি দুঃখ হ’তে পারে।—এ সব অতি নীচ জীবের কথা। মানুষের ঐশ্বর্য্য হ’চ্ছে—পরস্পরের দুঃখ দূর ক’রতে চেষ্টা করা; পরস্পরের

কল্যাণ কামনা করা। মহাপুরুষদের জীবন দেখ্‌লে এ সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

৩৩। অবতার মহাপুরুষেরা হ'চ্ছেন মানুষের আদর্শ। তাঁরা কর্ম্ম ক'রে দেখিয়ে দেন—কি করে মনুষ্যত্ব লাভ ক'র্‌তে হয়; আর সকলে তাঁদের উপদেশ মেনে, জীবন দেখে—মনুষ্যত্ব লাভ করে। * * * সব জীবনেরই একটা আদর্শ আছে। মহাপুরুষেরা সে আদর্শ জীবনে প্রকাশ ক'রে আর উপদেশ দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এখন সে সব উপদেশ যে পালন ক'র্‌বে, আর তাঁদের জীবন দেখ্‌বে—সেই আদর্শ জীবন লাভ ক'র্‌তে পার্‌বে। এ ছাড়া মনুষ্য-দেহ ধারণ ক'রে আর কি ক'র্‌বে? তাই বলি, যদি ভগবানের দয়ায় মানুষ জন্ম পেয়েছ—জীবনটা এমনি তৈরী কর যা'তে তোমার মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়, আর জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পেতে পার।

৩৪। আপনি বিদ্যাসাগর ম'শায়ের স্কুলে প'ড়েছেন। আপনাকে তাঁর সম্বন্ধে আর কি ব'লবো। জীবন-কালে লোকে তাঁকে বুঝ্‌তে পারে-নি। সকলেই ভাব্‌তো—তিনি নাস্তিক। কিন্তু তিনি 'বিরাটের' উপাসনা ক'র্‌তেন। আর এমন দয়াল দেখা যায় না। অনাথ গরীব ছেলেদের, অসহায় বিধবাদের—লুকিয়ে লুকিয়ে সাহায্য ক'র্‌তেন। এ সব দান এত গোপনে ক'র্‌তেন যে, কেউ জান্‌তে পার্‌তো না। নিরহঙ্কার;—এত বড় বিদ্বান্‌, এত টাকা, মান, সম্ভ্রম গ্রাহ্য ক'র্‌তেন না। ওসবের জন্য তাঁর অহঙ্কার হ'তো না। লোকে যদি গরীব-দুঃখীদের সামান্য

সাহায্য করে তো নিজেই ব'লে বেড়ায়—'এত দিয়েছি, তত দিয়েছি'; 'অমুক্‌কে এই দিলুম, তমুক্‌কে তা' দিলুম'—অহঙ্কারে 'মাটিতে পা পড়ে না। দান কর্‌বার আগে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে দুনিয়াকে জানিয়ে দেয়—দান ক'চ্ছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায়ের ওসব ছিল না; দেব-প্রকৃতির লোক ছিলেন। ঠাকুর ব'লেছিলেন—সাম্‌নের জন্মে আরও বড় শক্তি নিয়ে জন্মাবেন।

৩৫। যে মেয়ে ধর্ম্ম-সাধন করে, শান্ত; দীন-দুঃখীর দুঃখ দূর করে, সৎ; সে মেয়ে ত দেবী—পূজার যোগ্য। এমন্ সব দেবী-প্রকৃতি সকলের পূজা পায়। তারা কাউকে মায়া মুগ্ধ করে না।

৩৬। সাধনাই হ'চ্ছে সন্ন্যাস। সন্ন্যাস নিয়ে কর্ম্ম (সাধনা) না ক'ল্লে—সব বৃথা হ'য়ে যায়। নিজ আত্মার যাতে সুখ হয়, আর বহু জনের কল্যাণ হয়—এমন্ সব কায সন্ন্যাসীর করা উচিত। সন্ন্যাসীর জীবনই হ'চ্ছে—সকলের কল্যাণের জন্য। সেখানে অহঙ্কার অভিমান একটুও থাকা ঠিক্ নয়। ওসব ভাব থাক্‌লে লোক কল্যাণ করা যায় না। বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাঁর দয়া ছাড়া ঠিক্ ঠিক সন্ন্যাস-জীবন লাভ হয় না।

৩৭। পরের উপকার করাই হ'চ্ছে—ধর্ম্ম। যে তা করে, সেই ধার্ম্মিক। আর সেই সৎ—যে উপকার পেয়ে ভুলে যায় না। সংসারে দুঃখ, শোক নিত্যই লেগে আছে; মানুষ যদি পরস্পর সাহায্য না করে—বাঁচ্‌বে কি ক'রে? পরস্পর সাহায্য করা, দুঃখ দূর ক'র্‌তে চেষ্টা করা—এ হ'চ্ছে মানুষের ধর্ম্ম। যে এ নিয়ম না মানে, সে অধম, পশু। কতক্ জীব আছে—

ভারী স্বার্থপর। যখন দুঃখ, অভাব হয়, তখন সাহায্য পাবার আশায় লোকের কাছে বিনয়-নম্রতা দেখিয়ে সাহায্য চায়। কিন্তু যেম্নি কায মিটে যায়, আর সে দিক্ দিয়ে যায় না। দেখ, হীন স্বভাব! জানে না—আবার দুঃখ হ'তে পারে, অভাব ঘট্‌তে পারে! তখন সে আর সেখানে সাহায্য পাবে না। আর, এক জনকে এমন ঠকা'লে, অন্য লোকেও আর বিশ্বাস ক'র্‌বে না—সাহায্য ক'র্‌তে চাইবে না। যে উপকার পেয়ে ভুলে যায়, তার দুঃখ কোন কালে ঘুচ্‌বে না। ইহকাল, পরকাল—কোন কালই তার নেই।

৩৮। শুকদেব যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে 'নিস্পরোয়া' হ'লেন; তখন (তাঁর) সব ভ্রম 'টুটে' গেল, মান-ইজ্জতের 'মোহ' ছুটে গেল। তিনি ব্রহ্মময় জগৎ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। শুকদেব হ'চ্ছেন—সন্ন্যাসীর আদর্শ। তিনি জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।

৩৯। গুরু-কৃপায় যখন শাস্ত্র-মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌বে; আর যখন তাঁর দয়ায় তোমার নিজের অনুভূতি হবে, তখন প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাবে—এসব মান সম্ভ্রম মিথ্যা,—ভুয়া। আর প্রত্যক্ষই তো দেখ্‌ছো—লোকে যাকে একদিন পূজা ক'রেছে, এখন তাকে গালি দিচ্ছে, রাস্তা-ঘাটে অপমান ক'র্‌ছে। এই সে মানের কি মূল্য আছে? তুমি লোকের জন্য প্রাণ দাও, খুব খাট, তারা তোমায় পূজা ক'র্‌বে;—আর তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে যদি একটু 'বেচাল' হও, তা হ'লেই তারা তোমায় গালি দিবে; এ হ'চ্ছে জীবের ধর্ম্ম। তাই মহাপুরুষেরা ওসব মান সম্ভ্রমের দিকে লক্ষ্য করেন না; লোকেরও পূজার প্রতি কোনও 'আস্থা'

রাখেন না; নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম ক'রে যান। তাঁদের লক্ষ্য ভগবানের দিকে থাকে;—'লোক-মান্যের' দিকে নয়। কারণ তাঁরা জানেন যে—"লোক আজ পূজা ক'রছে, কাল যদি একটা গল্‌তি (ভুল) হ'য়ে যায়, গালি দিবে।" লোকে যদি বেশী মান্য করে, পূজা করে—তা হ'লে মহাপুরুষরা ভয় পান। এই ভেবে—যদি অহঙ্কার এসে পড়ে তাহ'লে আর লোক-কল্যাণ ক'রতে পারবেন না, আর নিজেরও হানি হয়ে যাবে। আর লোকে যত বেশী পূজা ক'রবে—যদি একটা বড় রকম 'গল্‌তি' হয়ে যায়, তা হ'লে তত গালি দিবে। কারণ তাঁরাও (মহাপুরুষরাও) তো মানুষ, আর মানুষের 'গল্‌তি' হ'য়েই থাকে। আর যাঁরা যত বড় বড় কায করেন, তাঁদের তত বড় বড় 'গল্‌তি' ভুল-চুক্ হ'য়েই থাকে। এতো মহাপুরুষদের জীবন দেখ্‌লেই বুঝা যায়। কিন্তু ও দিকে খেয়াল রাখ্‌লে 'কায' করা চলে না। তাই, নিষ্কাম ভাবে, তাঁতে দৃষ্টি রেখে কায করাই হ'চ্ছে—'সব্‌সে আচ্ছা।'

৪০। কম্বলি বাবার* দয়ার কথা মনে রেখ। তাঁর দয়ায় এখন হৃষিকেশে সাধুরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে 'তাঁর' নাম নিতে পাচ্ছে।

---

* হৃষিকেশে 'বাবা কালেকম্বলিওয়ালে' সত্র (মাড়োয়ারী সত্র) 'স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী (যাঁর নাম' কালেকম্বলিওয়ালে' হয়, একটা কাল কম্বল সর্ব্বদা জড়িয়ে থাকতেন ব'লে) কলিকাতার ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করান। হৃষিকেশ সুন্দর তপস্যার স্থান হ'লেও, ভিক্ষার সবিশেষ অসুবিধা থাকায় অধিক সাধু সেখানে এককালে থাকতে পারতেন না। উক্ত স্বামিজী বহুদিন তথায় তপস্যায় রত ছিলেন; অতএব তিনিও যে

হৃষিকেশে 'ভিক্ষার' কোনই সুবিধা ছিল না। সাধুরা ইচ্ছুক থাক্‌লেও সেখানে 'ভিক্ষার অভাব জন্য' থাক্‌তে পার্‌তো না। সে দুঃখ কম্বলি বাবার দয়াতেই দূর হ'য়েছে; তাই এখন তোমরা সব সেখানে ভগবানের নাম নিতে পাচ্ছো। * * * স্বামিজীর সঙ্গে হৃষিকেশে কম্বলি বাবার দেখা হ'য়েছিল। স্বামিজী তাঁর খুব সুখ্যাতি ক'র্‌তো। কম্বলি বাবা যথার্থ ত্যাগী ও সৎ-কর্ম্মী ছিলেন।

ঐরূপ অসুবিধা ভোগ ক'রেছিলেন—ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে; এবং মনে হয়, সেই কারণেই ঐ প্রকার অসুবিধা দূরীকরণ মানসে তিনি কলিকাতা আসেন। কলিকাতায় এসে—লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা না ক'রে তিনি এক অপূর্ব্ব উপায় অবলম্বন করেন—তাঁর ঐ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। তিনি দিবারাত্র এককালে প্রায় এক সপ্তাহ কাল বড়বাজারে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়েছিলেন। সে সময় বর্ষাকাল, আর কলিকাতার সেই অত্যধিক বারিপাত—এ সমস্ত অগ্রাহ্য ক'রে, যেন সদুদ্দেশ্যে জীবন-পাত ক'র্‌তে দৃঢ় সঙ্কল্প হ'য়েই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আবার অন্ন-জল গ্রহণ একেবারে ত্যাগ ক'রেছিলেন! এই অবস্থায় দু'তিন দিন অতিবাহিত হবার পর—ভক্ত মাড়োয়ারীগণ তাঁর সংবাদ জান্‌তে পেরেছিলেন এবং 'অন্নত্যাগ করিয়া এতদাবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিবার উদ্দেশ্য কি' তাঁর নিকট জান্‌তে চেয়েছিলেন! তদুত্তরে তিনি বলেন—'আমি যা চাইব, তা যদি দাও, তা হ'লে বলি! নতুবা, আমি এতদাবস্থায়ই থাক্‌বো—অন্ন-জল গ্রহণ ক'র্‌বো না।' এইরূপে প্রায় সপ্তাহকাল অতিবাহিত হ'তে চ'ল্লেও, 'তিনি যা চাইবেন, তা দিতে প্রতিশ্রুত না হওয়া পর্য্যন্ত' কোন কথাই কাহাকেও বলেন নাই। অবশেষে, 'সাধু' এই অবস্থায় শরীর ত্যাগ ক'র্‌লে সমূহ অমঙ্গল আশঙ্কা ক'রে ধনী-

৪১। চাতক পাখীর স্বভাব হ'চ্ছে—বৃষ্টির জল ছাড়া খায় না। তেম্নি ঠিক্ ঠিক্ সাধু আর কারো 'ভালবাসা' চায় না—এক ভগবানের ভালবাসা ছাড়া। তারা আর কিছুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয় না—কেবল তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হ'য়ে দেখে। যে সৌন্দর্য্যের এক কণা প্রকাশে এত সৌন্দর্য্য, সে সৌন্দর্য্য যারা দেখেছে, তারা কি এ সবে মুগ্ধ হয় রে?

৪২। স্ত্রী, পুত্র, পিতামাতা, রাজ্য—কেউ-ই তাঁকে (বুদ্ধদেবকে) মুগ্ধ ক'র্‌তে পাল্লে না। কারো ভালবাসা, স্নেহ তাঁকে বাঁধ্‌তে পাল্লে না। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য কিছুতেই ভুল্লেন না! ভালবাস্‌লেন—এই বিশ্বজগতের সকলকে (যারা) জরা, জন্ম, মৃত্যু-যাতনায় ভুগ্‌ছে, আর ভুল্লেন—সত্যের মহিমায়। (বুদ্ধদেব)

মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ তাঁর আশা পূর্ণ ক'র্‌তে প্রতিশ্রুত হ'লেন। তখন তিনি বলেন যে—'হৃষিকেশে সাধুদের ভিক্ষার বড় কষ্ট; সেখানে রুটি আর ডাল—এই সামান্য ভিক্ষার বন্দোবস্ত ক'রে দাও, যাতে তারা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভগবানের উপাসনা ক'র্‌তে পারে।' এই নিঃস্বার্থ যাঞ্চায় সকলেই এককালে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হ'লেন এবং খুব আনন্দের সহিত তৎ-কার্য্য সাধনে অগ্রসর হ'লেন।

তাঁরা 'প্রতিশ্রুতি' দিলে তবে স্বামিজী অন্ন-জল গ্রহণ করেন। তৎপর মাড়োয়ারীগণ একটি সভা সংগঠন ক'রে বহু অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক হৃষিকেশে উক্ত 'সত্র' প্রতিষ্ঠা করেন।

পরে কালে-কম্বলি বাবার ইচ্ছাতেই উত্তরাখণ্ডের কঠিন তীর্থ—গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, কেদার ও বদরী—পথে ধর্ম্মশালাদি প্রতিষ্ঠা ও সাধু-ফকিরদের জন্য 'সিদা'-ভিক্ষার বন্দোবস্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই তপস্যার গুণে ঐ সব দুর্গম স্থান এখন অতীব সুগম হ'য়ে গেছে।

৪৩। লাল কাপড় পরলেই কি সাধু হওয়া যায় রে? যাদের ঈশ্বরের জন্য, পরের জন্য প্রাণ কাঁদে, তারাই ঠিক্ ঠিক্ সাধু। সাধু হওয়া খুব কঠিন। যারা সাধু, তারা নিজের জন্য ভাবে না, নিজের দুঃখ গ্রাহ্য করে না—অপরের দুঃখের কথা একটু জান্‌তে পা'লে তা দূর কর্‌বার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে, আর সামর্থ্য না থাক্‌লে কেঁদে কেঁদে ভগবানের কাছে জানায়। * * যে সাধু, সে তাঁর কাছে সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে—দুঃখ জানায়। স্বামিজীকে সকলের (কল্যাণের) জন্য দুঃখ জানা'তে দেখেছি; কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন। সে যে কি ভাব, তা তোমরা কি ক'রে বুঝ্‌বে? তার মুখে 'আহা উঃ হুঃ' ছিল না; প্রত্যক্ষ দেখেছি প্রাণে-প্রাণে অনুভব ক'র্‌তো। কত কষ্টের পর আমেরিকা হ'তে ফিরে এসে মঠ ক'ল্লে। মঠ হবার কিছুদিন পরেই কোথায় (রাজপুতানায়) দুর্ভিক্ষ হ'ল, আর স্বামিজী 'রিলিফ কর্‌বার জন্য টাকা চাইলে, কিন্তু টাকা আর আসে না। তখন ব'ল্লে "আর এতদিনে' যদি টাকা না আসে তা হ'লে মঠ বিক্রি করে দিব। আমরা সাধু—গাছ-তলাই হ'চ্ছে আমাদের স্থান; চলো ফের গাছতলা!" দেখ ব্যাপার! এই এত কষ্ট ক'রে মঠ হ'ল, কিন্তু জীবের দুঃখ দেখে থাক্‌তে পাল্লে না—তাদের দুঃখ যদি একটু দূর হয় সে জন্য মঠ বিক্রি ক'র্‌তে চল্লো। সে যে কি চিন্তা, কি ভাবনা এই সব দুঃখীদের জন্য, তা তোমাদের কল্পনাতেও আস্‌বে না।

৪৪। যত অবতার আর সাধু হ'য়েছেন, তাঁরা সকলেই শুকদেবকে মেনেছেন। শুকদেব হ'চ্ছেন পরমহংসদের প্রধান।

অমন জীবন আর দেখা যায় না। তিনি সর্ব্বজীবকে 'অভয়' দিয়েছিলেন। (শুকদেব)

৪৫। মানুষকে যদি (অর্থাদি) খুব দিতে পার, তা হ'লে তোমায় খুব ভাল ব'লবে। ব'লবে—'দয়া যেন মূর্ত্তি ধরে এসেছে', 'অমন লোক জন্মায় না', 'মানুষ নয়—দেবতা' এই রকম সব অনেক কথা। আর যদি তুমি ঐ দেয়া-দেয়ী বন্ধ ক'রে দাও তা হ'লেই তুমি 'খারাপ লোক' হ'য়ে যাবে। এ হ'চ্ছে মানুষের প্রকৃতি—স্বভাব। এই জন্য সৎলোক যাঁরা, তাঁরা লোকের নিন্দা-স্তুতির দিকে একেবারেই 'খেয়াল্' দেন না। তাঁরা সত্যকে কখন ত্যাগ করেন না; তাতে কেউ মন্দ বলুক্ বা ভালই বলুক; সে দিকে খেয়াল দেন না। লোকের মন-যোগান কায ক'র্‌তে গিয়ে সত্যকে ত্যাগ করেন না। তাঁরা লোকের প্রশংসা চান্ না, কেবল দেখেন 'যাতে আত্মার কাছে, ভগবানের কাছে' দোষী না হন।

৪৬। মহর্ষি দেবেন্দ্রঠাকুর, কেশব সেন, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর—এদের জীবন দেখ। দেবেন্দ্রঠাকুর রাজা লোক, কিন্তু ভগবান লাভের জন্য পাহাড়ে গিয়ে সাধনা ক'রেছিলেন। এ কম কথা নয়। ঠাকুর তাঁকে ব'লেছিলেন—'তুমি কলির জনক।'

ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের মত দাতা আজকাল বড় দেখা যায় না। কলিতে দানের চে' আর ধর্ম্ম নেই—বিদ্যাসাগর মশায় সেই ধর্ম্ম পালন ক'রেছেন।

কেশব সেন ইংলণ্ড পর্য্যন্ত মাতিয়ে দিয়ে এলেন। ভগবানের কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে বিভোর হ'য়ে যেতেন। খুব 'ধর্ম্মশক্তি' নিয়ে জন্মেছিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী 'ঈশ্বর ঈশ্বর' ক'রে জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। এঁরা সব আদর্শ পুরুষ। এক এক দিকে এক এক জনের বিকাশ; কার একটু কম, কার একটু বেশী—এই তফাৎ।

৪৭। শ—তোকে ব্রহ্মচর্য্য দিয়েছে, এ মহাভাগ্যের কথা। * * * * ব্রহ্মচারীর স্বপাক খাওয়া উচিত। আমাদের হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ব্রহ্মচারী অবস্থায় বার (দ্বাদশ) বৎসর স্বপাক খেয়েছিলেন। তারপর সন্ন্যাসী হ'য়েছিলেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে খেতাম। আমাদের মধ্যে তাঁর মত কঠোর তপস্যা কেহই করেন্ নি। * * খুব ভগবান্‌কে ডাক্‌বি। পবিত্র ভাবে জীবন কাটাবি। সাধুর পোষাক পরে যেন লোক ঠকাস্‌নি। **পবিত্র থাক্‌লে একদিন না একদিন তাঁর কৃপা হবেই।**

(জনৈক সাধুর প্রতি)

সাধন-ইঙ্গিত।

১। 'অভ্যাস-যোগ' দ্বারা কু-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়। এত দিনের কু-অভ্যাস—মনে ক'ল্লে আর চলে গেল! সেরূপ মনের জোর তোমাদের নেই। তাই, তোমাদের 'অভ্যাস-যোগ' দ্বারা তা' ক'র্‌তে হবে;—বিচার ক'র্‌তে ক'র্‌তে তবে কু-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হবে। যে কোন কায করবার পূর্ব্বে বিচার ক'র্‌বে, বিচার খুব প্রয়োজন। **বিচার না ক'ল্লে বিবেক-শক্তির উৎপত্তি হয় না। বিবেক-শূন্য মানুষ পশুর মত।** বিবেকদ্বারাই ত সদসৎ জান্‌তে

পারা যায়, মায়ার খেলা ধর্‌তে পারা যায়। বিবেক হ'লে তবে ত মায়ার হাতে নিস্তার পায়! যার বিবেক নেই, মায়া তাকে ভুলিয়ে রেখে দেয়। তাই 'অভ্যাস-যোগ' শিক্ষা দরকার।

২। গঙ্গার ধারে বসে ধ্যান জপ কর। বেশ জায়গা, শীঘ্র মন ইষ্টে বসে। সাধুরা তাই গঙ্গার ধার খুব ভালবাসে। গঙ্গার ধারে বসে ধ্যান জপ ক'র্‌লে—দেহ মন পবিত্র হয়, তাঁকে খুব শীঘ্র বুঝ্‌তে পারা যায়। গঙ্গায় স্নান, গঙ্গাজল পান, গঙ্গার ধারে বাস—এ তাঁর দয়া না হ'লে হয় না। যার তা হয়, জান্‌বে নিশ্চয় তার কিছু সুকৃতি ছিল।

৩। কর্ম্ম ক'রবে না, কেবল ধ্যান্-ধ্যান্ করে। * * সকাল ও সন্ধ্যা ধ্যান-জপের বেশ প্রশস্ত সময়। 'যার যে নামে রুচি ও যে মূর্ত্তিতে ধ্যান বসে, শ্রদ্ধা হয়, সে সেই নাম জপ ক'র্‌বে—সেই মূর্ত্তি ধ্যান ক'র্‌বে।

কর্ম্ম (সাধন) কর। জপ-ধ্যান ক'র্‌তে ক'র্‌তে রিপু দমন হয়,—কাম, ক্রোধ, লোভ দমন হয়। শুধু কি হয়? কর্ম্ম ক'র্‌তে হয়। চিত্ত স্থির হ'লো না ব'লে, অত হাঁপাহাঁপি করিস্ কেন? অভ্যাস-যোগ দ্বারা চিত্ত স্থির হয়। কর্ম্ম না ক'রেই তোরা সব চাস্। আরে তা কি হয়? সব অবতার মহাপুরুষরা কর্ম্ম ক'রে দেখিয়ে দিলেন—সবাইকে কর্ম্ম (সাধন) ক'রতে হবে, তবে হবে। * * * * *

শ্রীদুর্গামূর্ত্তি ধ্যান ক'র্‌তে হ'লে প্রতিমায় যেরূপ মূর্ত্তি আছে ঐ মূর্ত্তি একমনে চিন্তা-ধ্যান ক'রবে। (অনৈক ভক্তের প্রতি)

৪। মনকে যদি কেউ আয়ত্ব ক'র্‌তে পারে, তা হ'লে সে ভগবান হ'য়ে গেল। মন ক্রমাগত ছুট্‌ছে—সদাই চঞ্চল। মনের মত পাজি আর নেই। অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব'লে,—'সখা, মন যে মানে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের কাছে স্বীকার ক'ল্লেন যে, মন বড় পাজি। আর ব'ল্লেন 'হে অর্জ্জুন, অভ্যাস ক'র্‌তে ক'র্‌তে মন স্থির হবে। যত মন বিষয়ের দিকে দৌড়ে যাবে, তত তাকে ধরে ধরে এনে ভগবানের দিকে লাগাতে হবে। এ রকম অভ্যাস ক'রতে ক'রতে মন স্থির হবে। এক ভগবান ছাড়া আর কিছু ভাব্‌বে না, তা হ'লেই কাম ক্রোধাদি যত রিপু আছে সব দমন হয়ে যাবে। আর এরা দমন হ'লেই—মন স্থির হ'লেই, সেই সৎস্বরূপ ভগবানের প্রকাশ হবে। মন স্থির না হ'লে তিনি প্রকাশিত হন না।

৫। সব বাসনা ত্যাগ হ'লে, তবে ব্রহ্মে মন যায়। ব্রহ্মে মন গেলে আর অহং-বুদ্ধি থাকে না। ত্যাগ অভ্যাস ক'র্‌তে ক'র্‌তে তবে বাসনা যায়।

৬। ব্রহ্মচর্য্য মানে—ব্রহ্মাশক্তি। ব্রহ্মাচর্য্য না থাক্‌লে ভগবান্‌কে জান্‌তে পারা যায় না। কি দিয়ে জান্‌বে?—ধারণাশক্তি নেই। যারা ঠিক্ ঠিক্ ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তাদের ধারণা-শক্তি জন্মায়। ধারণা-শক্তি হ'লে তবে ভগবানকে জান্‌তে-বুঝ্‌তে পারা যায়।

৭। যারা ঠিক্ ঠিক্ সাধন-ভজন করে, তাদের চোখ, মুখ দেখ্‌লে,—কথাবার্ত্তা শুন্‌লে, বুঝ্‌তে পারি। এই জন্ত তাদের

আবার আস্‌তে বলি। তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কথা ব'লে আনন্দ হয়, তাদের খাওয়ালে আনন্দ হয়। * * খুব চুটিয়ে সাধন ভজন ক'রে যা। রাত্রে কম খাওয়া ভাল, আর দুপুর বেলার খাওয়াটা পেট-ভরা হওয়া চাই। শরীরের উপর মায়া না আসে। ভগবান লাভ কর্‌বার জন্য শরীর রক্ষা ক'র্‌তে হয়।

(অনৈক ভক্তের প্রতি)

৮। জপে সিদ্ধি হয়—এ ঠিক কথা! যখন জপ ঠিক্ ঠিক্ জমে যায়, তখন ধ্যান-ধারণা আপনিই হয়। মনে তেলের ধারার মত নিয়ত জপ চল্‌তে থাকে। তখন বাহিরে জপ ফুরায়—অন্তরে হ'তে থাকে। জপান্তে ধ্যান-ধারণার চেষ্টা ক'র্‌তে হয়, এতে ধ্যান স্থায়ী হয়, ধারণা বাড়ে।

৯। 'আমি আছি, আর আমার ইষ্ট আছেন ; এ জগতে আর কেউ নেই'—একেই বলে ধ্যান। অভ্যাস ক'র্‌তে ক'র্‌তে চিত্ত শুদ্ধ হ'লে, এই ভাব দৃঢ় হয় ; তখনই ঠিক্ ঠিক্ ধ্যান হয়।

১০। মন্ত্র নিয়েছে ত কি হ'য়েছে—বাকি সাধন করা চাই। মন্ত্র নিলেই সব কিছু হ'য়ে যায় না, সাধন ক'র্‌তে হয় ;—কঠোর সাধন। গুরু যেমন উপদেশ দেন, সেরূপ ঠিক্ ঠিক্ ক'রতে হয়—নিষ্ঠাপূর্ব্বক। কিছু হ'চ্ছে না ব'লে ছেড়ে দিতে নাই—লেগে থাক্‌তে হয়। এক নিষ্ঠ হ'য়ে লেগে থাক্‌লে হবেই।

১১। তুমি কাঁদ তা আমি জানি। পবিত্র হও, তা হ'লে সব বুঝ্‌তে পারবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর,—পবিত্র হবার শক্তি চাও, তাঁর দয়া হ'লে সব হয়ে যাবে। তিনি পবিত্র হবার

শক্তি না দিলে, কেউ হ'তে পারে না। * * পবিত্রতা, পবিত্রতা, পবিত্রতা—জপ কর।

১২। জপে সিদ্ধি হয়, একথা ঠিক্। চৈতন্যদেব ঐ কথা ব'লে গেছেন। * * জপ ঠিক্ ঠিক্ হ'লে ধ্যান আপনা-আপনিই হবে। তারপর ধ্যান যখন তৈলধারার মত চল্‌বে, তখন বাহ্যিক জপ ফুরিয়ে যাবে, ধারণা হবে। তাই, জপান্তে একটু বেশী সময় ধ্যানাদি অভ্যাস ক'র্‌তে হয়—তবে ধ্যান স্থায়ী হয়।

১৩। মৃত্যু স্থান, কাল বিচার করে না। তার সময় হ'লেই হাজির হয়,—কোন বাধা মানে না। তখন তোমার "এখন ভগবান্‌কে ডাক্‌বো না, বুড়ো বয়সে ডাক্‌বো"—এ কি ক'রে বলা সাজ্‌তে পারে? যদি তুমি বুড়ো হবার আগেই মরে যাও, তা হ'লে এ জন্ম তোমার বৃথা গেল। আর দেখ, ভগবানের উপাসনার স্থান কাল নেই, শুচি-অশুচি নেই, সব সময়, সব স্থানে, সব অবস্থাতেই করা যায়। তাতে কোন দোষ হয় না। যখন মৃত্যুর কিছুই ঠিক্ নেই, তখন তাঁর উপাসনারও কোন ঠিক্ থাক্‌তে পারে না। মনে কর—যখন আমি অশুচি অবস্থায় রয়েছি, তখন যদি মৃত্যু হয়? তা হ'লে তো আমার ভগবানকে ডাকা হবে না!! তবে শুচি-অশুচি বিচার ক'রতে কেন বলেছে?—সেটা মনের একাগ্রতা আন্‌বার জন্য। চঞ্চল মনকে একটা শুদ্ধ-সঙ্কল্প দিয়ে স্থির রাখ্‌বার জন্য। * * * সাধন পথে শুচি-অশুচি বিচার খুব দরকার। কিন্তু সেটাই প্রধান নয়,—তাঁকে ডাকাটাই হ'চ্ছে প্রধান।

১৪। ধর্ম্ম-সাধন গোপনে ক'র্‌তে হয়। যত গোপন

হয়, ততই ভাল। লোক-সাক্ষাতে ধর্ম্ম সাধন করা ঠিক্ নয়,—অহঙ্কার আস্‌তে পারে। যারা রাজসিক তারা লোক-সাক্ষাতে ধর্ম্ম-সাধন করে—মান পাবার জন্য। ঠাকুর ব'ল্‌তেন—ধর্ম্মসাধন ক'রবে মনে, বনে আর কোনে।

১৫। উদ্ধব সংবাদ খুব ভাল। ভাগবতের যেখানে বৈরাগ্যের কথা আছে, সেই সব যারা পড়্‌বে, তাদের কল্যাণ হবেই। * * সকল সময় ধ্যান-জপ করা যায় না। তাই সে সময় সৎ-পুস্তক পড়া উচিত, অথবা ধর্ম্ম-চর্চ্চা করা কর্ত্তব্য। মনকে কখন বাজে চিন্তা ক'র্‌তে দেবে না। তা ক'র্‌তে দিলেই সে তোমায় বিগ্‌ড়ে দেবার চেষ্টা ক'র্‌বে। তাই তাকে একটা না-একটা সৎ-অবলম্বন দিতে হয়। সৎ-চিন্তা, সৎ-পুস্তক পাঠ, সৎ-চর্চ্চা, সৎ-কর্ম্ম—এই সব দিয়ে সর্ব্বক্ষণ মনকে ব্যস্ত রাখ্‌তে হয়; তবে তো কালে সৎ-স্বরূপের প্রকাশ হয়।

১৬। এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মানুষের মন কত রকম বদলাচ্ছে, তার ঠিকানা নেই। এই বেশ ভাল আছে, কখন যে বিগ্‌ড়েছে জান্‌তেই পারা যায়-নি। মনের এম্নি চঞ্চল গতি যে, কখন কোথা যায় ধরাই মুস্কিল।

ধ্যান ক'র্‌তে ক'র্‌তে মনের উপর অধিকার আসে। তখন মনের চঞ্চল গতি সাধককে আর ঠকাতে পারে না। মন 'ধ্যান' ছেড়ে পালালেই সাধক বুঝ্‌তে পারে, আর ফের ফিরিয়ে এনে ধ্যানে লাগিয়ে দেয়। এম্নি ক'র্‌তে ক'র্‌তে মন স্থির হ'য়ে যায়, তখন আর বেশী

দৌড়াদৌড়ি করে না; যে বিষয়ে লাগিয়ে দেয়, 'সেইখানেই থাকে, অন্য চিন্তা আর করে না।

১৭। যে নামে অথবা যেরূপে তোমার ভগবানকে ডাক্‌তে ভাল লাগে, সেই নামে আর সেই রূপেই তাঁকে ডাক। কিন্তু কেউ যদি তোমার ইষ্টদেবের বিষয় 'পুছে' (জিজ্ঞাসা করে) তাহ'লে তখনই তার সঙ্গে কথা কওয়া বন্ধ করে দিবে। এ সব ধর্ম্ম-জগতের 'গোপন' (গুহ্য) বিষয় প্রকাশ পেলে সাধকের অনিষ্টের সম্ভাবনা (আছে)।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

ইষ্ট-নিষ্ঠা।

১। কেবল নিষ্ঠা, নিষ্ঠা—খুব নিষ্ঠা চাই, বুঝেছ? সব ভুলে যাও, কেবল তিনিই ভিতরে বাহিরে থাকুন। তাঁকেই রাখ—আর সব ছাড়।

২। মুসলমানদের দেখ, কেমন জলন্ত নিষ্ঠা! সমস্ত কায ফেলে তারা নেমাজ পড়্‌তে (উপাসনা ক'রতে) লেগে যায়,—রোজ। আবার তাদের কেমন সুন্দর একতা, সবাই এক সঙ্গে নেমাজ পড়ে। আর তোমরা কি ক'রছ?—কেবল তাঁর নামে ভেদাভেদ ক'রছ। বড় ছোট নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ; তাঁকে ডাক্‌বে কখন? আরে, এ যে তিনিই নানা রূপ ধারণ ক'রেছেন, তার মধ্যে আবার ছোট বড় কি রে! সবই তিনি। ভেদ-বুদ্ধি—ওসব হীন-বুদ্ধি। ছি! * * * ইষ্টে

নিষ্ঠাই হ'ল প্রধান ; ভেদ-বুদ্ধির দরকার কি ! যার ঠিক্ ঠিক্ ইষ্ট-নিষ্ঠা হয়, তার সব ভেদ-বুদ্ধি চলে যায়।

৩। তুমি ভগবানকে ডাক, কিন্তু তোমার এত ভেদ-বুদ্ধি কেন ? মুসলমানের ভগবান, খৃষ্টানের ভগবান কি আলাদা ? ভগবান ত অনেক নয়—এক ; তার মধ্যে আবার ছোট বড়, এর ভগবান, তার ভগবান—এ সব কি বুদ্ধি ? ও রকম হীন-বুদ্ধি থাক্‌লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

তোমার ইষ্ট, তোমার কাছে বড় ; তাদের ইষ্ট, তাদের কাছে বড় ; ইষ্ট কিন্তু এক, কেবল নামের তফাৎ—ভাব নিয়ে কথা। যে ভগবান তোমার ইষ্ট, সেই ভগবানই তাদের ইষ্ট ; তারা এক নামে ডাক্‌ছে, তুমি আর এক নামে ডাক্‌ছ—এই তফাৎ। তবে ভেদ-বুদ্ধি কেন ? * * যে ভগবানকে চায়, সে ভেদ-বুদ্ধি ত্যাগ ক'র্‌বে।

৪। তুলসীদাস, রামপ্রসাদ—এঁরা সব ইষ্টলাভ ক'রেছিলেন। রামপ্রসাদের কত বৈরাগ্য, কেমন প্রেম—মা কালীকে ঠিক্ ঠিক্ মায়ের মত ভেবে গালি দিচ্ছে, আব্দার ক'চ্ছে। লোকে মানুষের কাছেই আব্দার-জুলুম্ করে, কিন্তু তিনি মানুষ নন, অশরীরি, তবুও তাঁর কাছে আব্দার-জুলুম্ ক'চ্ছে। কতখানি ভক্তি বিশ্বাস হ'লে এমন করে। ইষ্টকে আপন হ'তে আপন ভাব্‌তে হয়, তিনি আত্মা—আত্মীয়ের চে' বড়' আরো কত আপন।

৫। কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) স্বামিজীর আদেশে

বিলেতে গেল। যখন স্বামিজী লেকচার দিতে ব'ল্লে, তখন ভয় পেয়ে ব'ল্লে—আমি, পা্রবো না; কি ক'রে বল্‌বো?' স্বামিজী ব'ল্লে—আমি যাঁর মুখ দেখে ব'লেছিলাম, তুমিও তাঁর মুখ দেখে বল। তখন আর ভয় রইল না—খুব ভাল ব'ল্লে।

৬। সত্যভামার মহিষী হবার ইচ্ছা হয়; মনে মনে রুক্মিণীর হিংসা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তা জান্‌তে পাল্লেন। একদিন সত্যভামার সঙ্গে বসে আছেন, এমন সময় দেখ্‌লেন—হনুমান আস্‌ছেন। তখন সত্যভামাকে ব'ল্লেন—'তুমি শীঘ্র সীতা রূপ ধর, আর আমি রামরূপ ধরি—হনুমান অন্যরূপ দেখ্‌বে না।' সত্যভামা সীতারূপ ধর্‌তে পাল্লেন না। এমন সময় স্বয়ং লক্ষ্মী রুক্মিণী এসে—সীতারূপ ধল্লেন। হনুমান রামরূপ ছাড়া অন্যরূপ দেখতে ভালবাস্‌তেন না। ব'ল্‌তেন—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥

৭। গুরু-'বাক্য' ছাড়্‌তে নেই। লোকে যাই বলুক না কেন, কখনও সংশয় ক'রবে না। স্বচক্ষে না দেখে কোন কথা বিশ্বাস করা ঠিক্ নয়, আর কারো উপর সংশয় করা ভুল। সাধু মহাপুরুষরা সকলেই ব'লেছেন—গুরুর হুকুম নিষ্ঠার সহিত পালন ক'ল্লে কল্যাণ হবে। গুরুবাক্যে নিষ্ঠা হ'লে তবে ইষ্টে নিষ্ঠা হয়। যার গুরুতে নিষ্ঠা নেই, তার ইষ্টে কোন কালেই নিষ্ঠা হবার আশা নেই, আর তাই কল্যাণেরও আশা নেই। এজগতে একমাত্র গুরুই ভরসা। 'গুরু-বাক্য মূলাধার, গুরু-পদ ভরসা।' গুরুর ছবি পূজা করা যেতে পারে, তাতে শিষ্যের কল্যাণই হয়।

৮। সময় মত পূজা না ক'রলে অকল্যাণ হয়। অসময়ে পূজো করার চেয়ে না করাই ভাল। আমার তো খুব ইচ্ছা—পূজো করি;—কিন্তু শরীর সুস্থ নয়, পারি না। তোর এটা মনে রাখা উচিত যে, ঠাকুর এখনও জল পর্য্যন্ত খান নাই। * * এত বেলায় কি পূজো হয় রে? তুই ভোগ দিবি, তবে ঠাকুর খাবেন। তোর যেমন ক্ষুধা পায়, তারও তেম্নি (ক্ষুধা) পায়। প্রত্যক্ষ তিনি রয়েছেন;—অন্ন গ্রহণ করেন দেখ্‌ছি। তাঁকে কষ্ট দিলে ভুগ্‌তে হবে। (জনৈক ভক্তের প্রতি)

৯। উপলক্ষ্য না মান্‌লে ভগবানও সন্তুষ্ট হন না। দেখ না, দ্রৌপদীকে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) সখী ব'লে কতই ভালবাস্‌তেন। তাঁরই বিপদের সময়—সেই বস্ত্রহরণের সময় কতই তিনি অনাথ-নাথ, দীন-বন্ধু, বিপদ-বারণ, লজ্জা-নিবারণ বলে ডাক্‌লেন, কিন্তু এলেন না। কিন্তু যেই দ্রৌপদী পাণ্ডব-নাথ, পাণ্ডব-সখা ব'লে ডাক্‌লেন, তখনই তিনি এলেন। দ্রৌপদী যতক্ষণ 'উপলক্ষ্য পাণ্ডবগণের নাম না ক'রলেন, ততক্ষণ এলেন না। যেই পাণ্ডব-গণের নাম করা, অম্নি হাজির।

কাম কাঞ্চন।

১। কাম দাবিয়ে রাখ্‌বে, বাড়্‌তে দেবে না। যাতে কাম না জাগে, সব সময় সেই দিকে নজর রাখ্‌বে। কাম হ'চ্ছে—শত্রু, সাধন পথে বিঘ্ন ডালে। যে কাম জয় ক'রেছে তার সব হ'য়ে গেছে।

২। * * কি রকম বুদ্ধি দেখ! সংসারের যত ময়লায়

মধ্যে জীবন কাটাবে, তবুও একটু জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে ভগবানের দিকে যাবে না। একপাল ছেলে-পুলে নিয়ে গুয়ে-মুতে দিনরাত থাক্‌বে, তবুও সংযম ক'রে যে ভগবানকে ডাক্‌বে—তা ডাক্‌বে না। ঈশ্বরের পথে গেলে ইহকাল আর পরকালে সুখ ও আনন্দ পাবে, কিন্তু এম্‌নি নোংরা-বুদ্ধি যে কিছুতেই তা যাবে না। একেই বলে—অবিদ্যা মায়া। তবে অনেক ভগবতীও আছেন। তাঁরাই মেয়েদের আদর্শ; তাঁদের হ'চ্ছে—দেবী-ভাব। আজকাল এমন খুব কম।

৩। সৎভাবে জীবনের কটা দিন কাটিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। কারো সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি না ক'রে যাতে শান্তিতে জীবনটা কেটে যায়, তারই চেষ্টা ক'র্‌তে হয়। এক ছটাক জমীর জন্য, দুটা টাকার জন্য—তোরা ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠী করিস্, মোকদ্দমা করিস্; আরে, এ কথা ভাবিস্ না যে, তুই সংসারে কদিন বা এসেছিস্ আর কদিন বা থাক্‌বি? যারা সৎ, তারা ভাবে—কদিন বা বাঁচ্‌বো, ঐ সব সামান্য জিনিষের জন্য কেন অশান্তি বাড়াই? আমি সংসারে যখন এসেছিলাম, তখন কিছুই নিয়ে আসি-নি; আর যখন যাব, তখনও কিছু নিয়ে যেতে পার্‌বো না। কেন মিছামিছি অশান্তি কিনি,—দুঃখ পাই? তাই, যারা বুদ্ধিমান তারা ঐ একটুক্ মাটির জন্য, বা, দুটা টাকার জন্য, ঝগড়া ক'রতে যায় না; তারা ঐ গুলোর চেয়ে শান্তিটা বড় দেখে।

৪। 'মদ' যে সংসারে ঢুকেছে, সে সংসার নিশ্চয় শীঘ্রই উচ্ছন্নে যায়, তার আর সন্দেহ নাই। স্বাস্থ্য ও অর্থ—দুই নষ্ট। এদিকে পেট ভরে খেতে পায় না, ছেলে মেয়েদের একটা জামা

কাপড় দিতে পারে না; কত কষ্টে দুপয়সা উপার্জ্জন করে—কিন্তু মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দিচ্ছে। কি আহাম্মুক দেখ! মদ খেয়ে মাতলামি করে, কত দুঃখ পায় তবুও ছাড়ে না। কি বেকুবী দেখ! আবার মাগীগুলো (বেশ্যারা) তার উপর মায়া-চেলে দেয়, সব কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দেয়, তবুও তাদের কাছে যাবে; তাদের কথায় ভুলে যায়—বুঝে না ওসব ফাঁকা কথা। কি মায়া দেখ! ওরে, ওরা মায়াবী, ওদের কথায় ভুলিস্‌নি, ভুলিস্‌নি!

৫। 'হে ভগবান! তোমার মায়া থেকে রক্ষা কর!'

ছেলে-বেলার বুদ্ধি ফেলে দে; ওদের মুগ্ধ কর্‌বার বড় শক্তি আছে। একবার মুগ্ধ হ'লে আর ছাড়তে পারবি না, মারা যাবি। ওরা (বেশ্যারা) মায়া-জাল ফেলে মুগ্ধ ক'রে রাখে; তখন বুঝ্‌তে পারা যায় না যে মুগ্ধ করেছে। তাই ওদের কাছ থেকে সাবধান, দূরে থাক্‌বি। (জনৈক ভক্তের প্রতি)

৬। ভোগ যতই বাড়াবে ততই বাড়বে, আর যতই কমাবে ততই কম্‌বে। আর ভোগ যত ক'রবে, ততই অশান্তি বাড়বে। ভোগ-প্রবৃত্তি কখনই শান্তি দিতে পারে না, সুখ দিতে পারে না। ভোগ হ'তে যত মন নিবৃত্ত হবে, ততই সুখ পাবে। আর এ ছাড়া শান্তির উপায় নেই।

৭। ইঞ্জিনিয়ার বাবুর শরীর গেছে—বড়ই দুঃখের বিষয়। আমি ত আগেই তোমাকে ব'লেছিলাম যে এ শরীরের কিছুই ঠিক নেই; কখন থাকে, কখন যায়। * * তাই ব'লেছিলাম যে টাকা জমাক্। কতকগুলি না-বালক ছেলে-মেয়ে আছে, বুড়ো মা আছে, আবার একটি মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।

তুমি ব'ল্‌ছ কিছু টাকা আছে, যা হউক এক রকম চলে যাবে; তা যাই হউক তাঁর জামাই তু—যেন দেখা শুনা করে। তুমি আমার নাম ক'রে লিখে দিও। * * *

ইঞ্জিনিয়ার বাবু সৎলোক ছিলেন; কাঁচা পয়সার মায়া ত্যাগ ক'র্‌তে পেরেছিলেন। যে কাঁচা-পয়সার মায়া ত্যাগ ক'রতে পারে, সে কি কম লোক। পয়সার জন্ত লোকে কি না ক'চ্ছে? সে যা হউক' সৎ-লোকের কোনকালেই কষ্ট হবে না, এ ঠিক্।

৮। তুমি বড়লোকের ছেলে—মহাজন। টাকার কোন অভাব নেই। খবরদার মদ-মাগী যেন না ঢোকে, তা হ'লেই একেবারে সর্ব্বনাশ। যদি সৎভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পার, তা হ'লে তোমা' দ্বারা অনেক গরীব-দুঃখীর কল্যাণ হ'তে পার্‌বে, ভাল ভাল কায ক'রতে পার্‌বে। কিন্তু, একবার বদ-খেয়াল হ'লে আর বাঁচোয়া নেই, তোমা' দ্বারা অপরের কল্যাণ ত হবেই না, বরং অকল্যাণ হবে। তাই ব'ল্‌ছি 'ধনী সাবধান'।

৯। ঠাকুর একজনকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, 'তোর কি সাধ হয়?' সে ব'ল্লে, 'একটি ছেলে হয়'। তখন ঠাকুর ব'ল্লেন, "দূর শালা! এত সন্দেশ, রসগোল্লা খাওয়ালাম, সব বাজে হ'য়ে গেল।"

দেখ একবার মায়ার খেলা! অত ধর্ম্ম কথা শুনেও তার চৈতন্ত হ'ল না।

১০। বিয়ের বিষয়ে বাপ-মার ছেলেকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এই ত সংসার দেখ্‌ছো, এই আমাদের আয়, যদি তোমার ইচ্ছা হয় বিয়ে

ক'রতে পার' ; এই ভাবে ছেলেকে সংসারের সব অবস্থা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। ছেলে রোজগারী না হ'লে বিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কুড়ি-পঁচিশ টাকা রোজগার করাকে—রোজগার বলা চলে না। ওতে তার নিজেরই পেট ভরবে না, তা অপরকে কি খাওয়াবে? দু-চার জনকে অনায়াসে খাওয়াতে-পরাতে পারে যখন এমন অবস্থা হবে, তখন বিয়ে দেওয়া ভাল। আর বাপ মার অগাধ সম্পত্তি থাকে, তা হ'লে বিয়ে দিতে পারে; কারণ সেখানে অন্ন-বস্ত্রের অভাব নেই। যেখানে তার অভাব, সেখানে দু-চার হাজার টাকার লোভে কখনই বিয়ে দেওয়া ঠিক্ নয়।

যার সংসারে কষ্ট আছে, সে উপযুক্ত ছেলেকে তা বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেবে। তা'তেও যদি সে বিয়ে করে, তবে বাপ্ মার পক্ষে বাঁচোয়া, ছেলে আর তাদের দোষ দিতে পারবে না। দেখ না, এদিকে নিশ্চিন্ত মনে দু'বেলা দুটো খেতে পায় না, কিছু টাকার লোভে ছেলের বিয়ে দিয়ে আরো দুঃখ কিনে নিয়ে আসে। মনে ভাবে ঐ টাকাটা পেলে সংসারের কিছু কষ্ট দূর হবে; কিন্তু হিতে বিপরীত হ'য়ে যায়, তার আবার বছর বছর ছেলে হ'তে থাকে, তখন আরো কষ্ট বেড়ে যায়। নিজের বুদ্ধির দোষেই এই দুঃখ। চোখের সামনে অমন হাজার হাজার ঘটনা নিত্যি দেখ্‌ছে, কিন্তু বিবেক-বুদ্ধি নেই—তাই নিজে আবার তাই ক'র্‌ছে, আর দুঃখ ভুগ্‌ছে।

১১। "শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কোন-কালে গতি নাই"—মহাপ্রভু (চৈতন্যদেব) ব'ল্‌তেন। এ কথা

বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনিও (ঠাকুর) ব'লতেন—'খুব সাবধানে ওদের (ঘোর সংসারীদের) সঙ্গে মিশতে হয়—কথাবার্ত্তা ব'লতে হয়।' ওরা সোজা সরল কথা ব'লতে জানে না। দিনরাত কপটতা, প্রবঞ্চনা নিয়ে থাকে,—সে স্বভাব কি আর ইচ্ছামত ত্যাগ ক'রতে পারে? তাই স্থান কাল বিচার ক'রে বল্? —তাও পারে না। আর পারবেই বা কি ক'রে—সে বিচার-বুদ্ধি নেই। তবে সব সংসারীই কি অগ্নি?—তা নয়। এমন সব সৎ-সংসারী আছে, যাদের দেখলেও পুণ্য হয়।

১২। ছেলে হ'লেই ত হয় না—বাঁচাই হ'ল প্রধান। এই তো মাইনে পাও, তা'তে যদি বছর বছর ছেলে হয়—খেতে দেবে কি? তিনি (ঠাকুর) ব'লতেন—'দু-একটা ছেলে হবার পর ভাই বোনের মত থাকবি। অল্প ছেলে হ'লে তবুও দুমুটো পেট ভরে খেতে পাবে, ভাল-মন্দ পরতে পাবে; কিন্তু অনেকগুলি হ'লে তা আর হ'য়ে উঠে না। * * যার অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে অথচ কম মাহিনা—সে ত ভেবে ভেবে মারা যায়, আর ছেলে-মেয়ে গুলো অযত্নে না খেতে পেয়ে মরে যায়। এই তো অসংযত ভোগের (কু) ফল।—সদাই চিন্তা 'কি ক'রে খাওয়াব, কি ক'রে মেয়ে গুলোর বিয়ে দেব।' কিন্তু, এদিকে ইন্দ্রিয়-সংযমের দিকে আদৌ লক্ষ্য নেই। এত অসংযমী হ'লে দুঃখ পাবে না তো কি হবে? যদি এই সব দুঃখের হাত থেকে বাঁচতে চাও—সংযমী হও। সংযমী হ'লে খেয়ে প'রে আনন্দ ক'রে যেতে পারবে; আর নিত্য-অভাব লেগে থাকবে না। ছেলে-মেয়ে গুলো যদি শিক্ষা না পেল, মানুষের মত না হ'লো—

ভাল ক'রে খেতে পর্‌তে না পেল তো হ'ল কি? তাদের মানুষ করাটাই হ'ল আসল।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

১৩। রোজ রোজ থিয়েটার দেখা ভারী খারাপ। ওতে আসক্ত হ'য়ে অনেকে উৎসন্ন যায়। যত সব বেশ্যা মাগীরা নেচে নেচে ছোঁড়াদের উপর মায়া চেলে দেয়, আর তাদের সর্ব্বনাশ করে। এখন তোমাদের যুবা বয়স; এই সময়টা বড়ই খারাপ। যে ঠিক্ থাক্‌তে পারে সে তো বেঁচে গেল। * * * থিয়েটারে যে কিছু ভাল নেই, তা ব'লছি না। ভালও অনেক আছে—শিখ্‌বার জিনিষ। কিন্তু ভাল, মন্দ বেছে নেবার শক্তি ক'জনের আছে? অত প্রলোভনের জিনিষ সাম্‌নে—মন বেটা পাজি, যতই বুঝাও না কেন, সে সেই-দিকে দৌড়াবেই। তাকে রোখ্‌বার শক্তি ক'জনার হয়? তাই প্রলোভনের কাছ হ'তে দূরে থাকাই ভাল।—তোমাদের আপনার মনে করি বলেই বলি; রাস্তার লোক্‌কে কি ব'ল্‌তে যাই?

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

১৪। তুমি যে গরীব তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু আমি তার কি ক'রতে পারি? ব'ল্‌ছ—তিন-চারিটি ছেলে হ'য়েছে, অর্থ-অভাবে সংসার চলে না; তা আমি কি কর্‌বো? * * * আমি সাধু, আমার কাছে সোণা-করা বিদ্যে শিখ্‌তে এসেছ?—তা বাপু আমার ও সব জানা নেই। কোথায় সাধুর কাছে এসে দুটা সৎকথা শুন্‌বে, অবিদ্যা-মায়া হ'তে রক্ষা পাবার উপায়

জান্‌বে, তা নয়—সোণা-করা বিদ্যে শিখ্‌তে এসেছে? দেখ ব্যাপার! মায়ায় ডুবে রয়েছে—তা ও আর কি ক'র্‌বে? তিনি কৃপা না ক'র্‌লে জীবের সাধ্য কি যে মায়ার হাত থেকে নিস্তার পায়!

১৫। অর্থ যেমন উপকার করে, তেম্নি অপকারও করে। কামিনী আর কাঞ্চন—এই হ'চ্ছে সব অনর্থের মূল। কামিনী না হ'লেও একজনের চল্‌তে পারে, কিন্তু অর্থ না হ'লে চলা বড়ই কঠিন। এই অর্থের দ্বারা অনেক ভাল কায হয়। (যেমন) গরীব-দুঃখী, অনাথ এদের সাহায্য—প্রতিপালন করা যায়। এই রকম অনেক সৎ-কায করা যায়। কিন্তু যদি একবার দুষ্টামি বুদ্ধি ঢোকে, তা হ'লে আর গতি (নিস্তার) নেই। টাকার জোরে অনেক রকম বদ্‌মায়েসী, অন্যায়-অত্যাচার করা যায়। অর্থ থাক্‌লে সৎ-বুদ্ধি প্রায়ই হয় না। শালা টাকার এম্নি গুণ যে দুষ্টামির দিকে টেনে নিয়ে যাবেই; ভাল লোক্‌কেও খারাপ ক'রে দেয়! যার অর্থ আছে অথচ সৎ—জান্‌তে হবে তার প্রতি ভগবানের খুব দয়া। বুঝ ব্যাপার! একই জিনিষ কিন্তু তার দু'রকম গুণ। তাঁর দয়া ছাড়া এর খারাপ গুণ থেকে নিস্তার (পাবার যো) নেই।

ধর্ম্ম-কর্ম্ম।

১। পঞ্চ-পাণ্ডবেরা—ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি। যুধিষ্ঠির—মহা-ধার্ম্মিক; মহা দুঃখ কষ্টেও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন্‌নি। ধর্ম্মই

মনুষ্য-জীবনে চিরদিন যথার্থ সুখ দিতে সমর্থ। ধর্ম্ম-ত্যাগ ক'ল্লেই দুঃখ পাবে। তাই ধর্ম্ম কখন ছাড়্‌বে না।

২। জিনিষপত্র সব দুর্মূল্য। লোকে হা অন্ন! হা অন্ন! ক'র্‌বে, না ধর্ম্ম ক'র্‌বে? এখন অন্ন চিন্তাই হ'ল প্রধান। পূর্ব্বে অন্ন-চিন্তা ছিল না, তাই সকলে অল্প বেশী ধর্ম্মে মন দিতে পার্‌তো। স্বামিজী (বিবেকানন্দ) তাই ব'ল্‌তো, 'আগে দুমুঠা পেট ভরে খা, তারপর ধর্ম্ম-কর্ম্ম ক'রবি।' পেটে অন্ন নেই, ধর্ম্ম ক'র্‌বে কি ক'রে? আগে অন্নের সংস্থান কর, দুমুটা খাবার যোগাড় কর,—নিজে পেট ভরে খা আর দশজনকে খাওয়া —প্রতিপালন কর, তবে ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম হবে?

৩। কর্ম্মকে সবাই মানে। কর্ম্ম প্রকাশ হ'লে লোকে আপনিই মান্‌বে। সকলেরই ভিতর ভগবান্ আছেন,—তাঁর প্রকাশ আছে; কিন্তু যার ভিতর তাঁর বেশী প্রকাশ তাকে মান্‌তেই হবে। কর্ম্মের মধ্যে দিয়েই তিনি প্রকাশিত হন। কর্ম্মই হ'ল শ্রেষ্ঠ। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে ব'ল্‌ছেন—'হে অর্জ্জুন, কর্ম্ম কর।' করম্ সে করম কাটে।

৪। যে যেমন কর্ম্ম ক'র্‌বে, তার মন ঠিক্ তেম্নি হবে। যে নীচ-কর্ম্ম করে, তার মন নীচ হয়, আর যে উচ্চ-কর্ম্ম—সাধু-কর্ম্ম করে, তার মন উচু হয়—উদার, সাধু হয়। আর যে যা কর্ম্ম করে—তার মন সেইখানে যায়—সেই কথা ভাবে। মেথর পায়খানার কায করে, তার মন পায়খানায় যাবেই। তেম্নি, যে যা কর্ম্ম ক'র্‌বে, তার মন সেখানে যাবেই।

৫। লোকে ধর্ম্ম ক'র্‌বে কি? গর্ভধারিনীকে টাকা দিতে কষ্ট হয়—যার দয়ায় জগৎ দেখ্‌ছে। মা কত কষ্ট ক'রে ছোটবেলা থেকে লালন-পালন ক'রে এত বড় ক'রেছে, এখন কত টাকা উপায় করে, নিজের স্ত্রী-ছেলে-মেয়ের জন্য কত খরচ করে, কিন্তু মা—গর্ভধারিণী তাকে দেখে না। একি কম দুঃখের কথা! একেই বলে—কলি যুগ।

যে সংসারে গর্ভধারিণী কষ্টে থাকে, সে সংসারে শান্তি থাকে না। সে সংসার মহা অপবিত্র; শীঘ্র নষ্ট হ'য়ে যায়।

৬। বিধবার যে কি দুঃখ—তা তোরা কি বুঝ্‌বি? ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায় বুঝেছিলেন।

যে বিধাবার বিষয় ফাঁকি দেয়—তার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। * * সকলেরই বিধবাকে (যার সামর্থ নেই তাকে) সাহায্য করা উচিত। বিধবার চোখে জল পড়লে আর রক্ষা নেই—যে দুঃখ দেবে তার সর্ব্বনাশ হবে।

৭। তোমার বিমাতার শরীর গেছে। * * হাজার হউক তোমার মা ত!—অশৌচ পালন করা উচিত। তবে পূজা ক'র্‌তে যেতে পার। তার শ্রাদ্ধের পর—তিলভাণ্ডেশ্বরের ভোগ দিও। আর সাধু সেবা করিও। তা হ'লে ওর আত্মার কল্যাণ করা হবে। * * এই হ'লো ছেলের কায—ধর্ম্ম।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

৮। কর্ম্মের জন্যই মানুষ পূজা পায়—আর কর্ম্ম দ্বারাই মানুষ বড় হয়; এই তো যা প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই সাহেবরা কি সাধে বড় হ'য়েছে। ওরা চুপ ক'রে ব'সে থাকতে

চায় না, কিছু না কিছু ক'র্‌ছেই। ওরা কর্ম্মবীর। ভগবান ওদের কর্ম্ম দেখে বড় ক'রেছেন। তোমরা ওদের হিংসা ক'রে কি ক'র্‌বে বল? ওদের হিংসা ক'ল্লেই কি তোমরা বড় হ'য়ে যাবে? তা হবার যো নাই। বড় হ'তে চাও—হিংসা ছাড়, ওদের মত কর্ম্ম কর তা হ'লে তাঁর দয়া হবে। তিনি বড় না ক'ল্লে কেউ বড় হ'তে পারে না। তিনি কর্ম্ম দেখেন আর কর্ম্ম মত দিয়ে দেন। হিংসুক কখন উন্নতি ক'র্‌তে পারে না। হিংসা ছাড় —যদি উন্নতি ক'র্‌তে চাও—কর্ম্ম কর।

৯। কেউ একটু ভাল মন্দ খাচ্ছে দেখে লোক হিংসা করে। কি নীচ স্বভাব দেখ! বোঝে না তার কর্ম্ম আছে ব'লে খাচ্ছে; কর্ম্মই তাকে সুখ দিচ্ছে। হিংসুকেরা কর্ম্ম করে না, অথচ সুখ চায়। আরে ফাঁকি দিয়ে কি আর সুখ পাওয়া যায়?

১০। এত দিন ত সংসার দেখ্‌লে, এখন বয়স হ'য়েছে, আর কেন? একটু জপ তপ কর। যদি শান্তি পেতে চাও, তাঁর চরণে সব সঁপে দাও, তোমার ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য সব তাঁকে অর্পণ কর। তাঁকে বকলমা দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভজনা কর, মনে কপটবুদ্ধি রেখ না। যদি তাঁর সঙ্গে পাটোয়ারি না কর, তা হ'লে তিনি তোমার ভার নেবেন।

১১। ব্যাস ভগবান ধীবর কন্যা সত্যবতীর গর্ভে হ'য়েছিলেন; নারদ ঋষি—দাসী পুত্র, ঋষি সত্যকাম—বেশ্যাপুত্র, এ রকম কত ঋষি-মহাপুরুষ আছেন, যাঁরা নীচ ঘরে জন্ম নিয়েছেন, কিন্তু লোক পূজ্য হ'য়ে আছেন। এর দ্বারা এই বুঝা গেল

যে—ভগবানের রাজ্যে উচ্চ-নীচ নেই ; আর তিনি 'জন্ম' দেখেন না, 'কর্ম্ম' দেখেন। এই সব যে জন্ম-ভেদ, জাতি-ভেদ এ মানুষের মন গড়া ; এর কোন মূল্য নেই। ধর্ম্মক্ষেত্রে ও' সব চলে না ; সবাই সমান।

১২। কর্ম্মফল ভুগ্‌তেই হবে, তা' তুমি জান, আর নাই জান। যেমন আগুনে হাত দিলে পুড়্‌বেই পুড়্‌বে, তা তুমি জেনেই দাও আর না-জেনেই দাও, ঠিক্ তেম্নি। যে বুদ্ধিমান, সে এ তত্ত্ব জেনে এমন কর্ম্ম করে না যাতে শেষে দুঃখ পেতে হবে। গীতায় আছে—'কর্ম্মের গতি বড় জটিল।' এ কথা খুব সত্য। দেখ না—যে কর্ম্মটা এখন তুমি ভাল ব'লে মনে ক'র্‌ছ, সেটায় হয়তো কালে কু-ফল হবে। সে জন্য খুব বিচার ক'রে কায ক'র্‌তে হয় ; বিচার ক'রে ক'ল্লে যে ভুল হয় না, এমন নয়—ভুল হয়, তবে কম ভুল হয়। যারা 'বিচার' ক'রে কায করে না, তাদের বেশী ভুল হয়, আর সেজন্য দুঃখও বেশী ভুগে।

১৩। পতিত—পাপী কেউ নেই, কর্ম্মই হ'চ্ছে দোষী। মন্দ কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে ভাল কর্ম্ম ক'ল্লেই মানুষ 'সৎ' হ'য়ে যায়। রত্নাকর দস্যু ছিল ; সে ভাব ত্যাগ ক'রে সাধন ক'ল্লে—ঋষি হ'য়ে গেল। তাই, মানুষকে ঘৃণা করা অন্যায়, তার কর্ম্মকে ঘৃণা ক'র্‌তে পার।

১৪। 'ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়।' দু'-চারটা ভক্তির কথা ব'ল্লেই বা দু-ফোটা চোখের জল ফেল্লেই—ভক্ত হ'য়ে যায়

না। ভক্ত সেই—যার মধ্যে তাঁর প্রতি ঠিক্ ঠিক্ 'ভক্তি' হ'য়েছে। মানুষের যখন ভক্তি হয়, তখন সে দেবতা হ'য়ে যায়; হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার—এ সব তার কিছুই থাকে না। * * * বেশীর ভাগ দেখি—মুখে 'ভক্ত-গিরী' জানায়,এ দিকে অন্তরে 'গরল'—দ্বেষ, হিংসা, অভিমান ভর্ত্তি। আবার দেখ্‌বে—খুব নম্র স্বভাব, 'বানিয়ে বানিয়ে' (বিনিয়ে বিনিয়ে) কথা বলে। ব্রাহ্মণদের দান ক'রছে, সাধু খাওয়াচ্ছে—কিন্তু ওদিকে বিধবাকে ফাঁকি দেয়, আপন ভায়ের সর্ব্বনাশ করে—সামান্য টাকার জন্যে লোকের মহা-হানী পৌছায় (করে)। দেখ মায়ার খেলা! যে ভক্ত, সে কখন এমন কায ক'র্‌তে পারে না। তোমরা সব 'ভক্ত, ভক্ত' বল্‌; আরে, ভক্ত কি গাছে ফলে? এই যত সব ভক্ত সাজে, এদের মধ্যে খুব কমেরই ভক্তি আছে। * * বেশী দিলেই কি বড় ভক্ত হয় রে?—তোমাদের সেই ভাবই দেখ্‌ছি? তোমাদেরই বা দোষ কি! অন্তরটা ত দেখ্‌তে পাওনা যে, জান্‌তে পার্‌বে!

১৫। নিষ্কাম দানে—দাতা কোন 'আশা' না রেখে দান করে। যীশুখৃষ্ট ব'লেছেন,—তোমার ডান-হাত যে দান ক'র্‌বে, তার কথা যেন তোমার বাঁ-হাত জান্‌তে না পারে।—এত অপ্রকাশ রাখ্‌তে ব'লেছেন। কিন্তু তা ক'টা লোক করে? এক পয়সা দিলে 'সাতগাঁও' জানিয়ে দেয়; খবরে কাগজে ছাপিয়ে দেয়—'এত দান ক'রেছে।' দেখ অহঙ্কারের ব্যাপার!

১৬। "ভালর সময় আমি, আর মন্দর সময় তুমি"—এই ত

দেখ্‌ছি জীবের ধর্ম্ম। হাজার ভাল কর, যদি একটু মন্দ হ'য়েছে, আর তোমার নিস্তার নেই—তুমি মন্দ হ'য়ে যাবে। যাঁরা বিবেকী পুরুষ, তাঁরা জীবের এ 'ধর্ম্ম' জানেন, আর তাই তাদের কথায় কান না দিয়ে কর্ত্তব্য ক'রে যান।

১৭। যার বাপ্‌-মা খেতে পায় না, সে আবার ধর্ম্ম ক'রবে কি? সাধু হ'তে এসেছে—এদিকে বাপ্‌-মা খেতে পায় না। যেখানে 'উপযুক্ত' ছেলে থাক্‌তে বাপ মার খাবার কষ্ট হয়, সেখানে ধর্ম্ম হ'তে পারে না। সেখানে 'ধর্ম্ম' হবে কি ক'রে? —যাঁকে ডাক্‌তে যাচ্ছে, তাঁরই হুকুম হ'চ্ছে যে—'বাপ্‌ মার সেবা ক'র্‌বে, খাওয়া—পরার কখন কষ্ট দেবে না, বাপ্‌-মাকে খাওয়া-পরার কষ্ট দিলে বা মনে কষ্ট দিয়ে কথা ব'ল্লে—তিনি রুষ্ট হন। তিনি 'অবতার' নিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন—বাপ্‌-মার সেবা ক'র্‌তে হয়, তাঁদের কষ্ট দিতে নেই। * * কত দুঃখ স্বীকার ক'রে তবে এত বড় ক'রেছেন—আর এখন নিমক-হারামি ক'র্‌ছে। দেখ হীনবুদ্ধি! যাঁদের দয়ায় জগৎ দেখ্‌লে মানুষের মত হ'ল, তাঁদেরই দুঃখ দিচ্ছে? আবার ধর্ম্ম ক'র্‌তে এসেছে! এমন লোকের ধর্ম্ম কোন কালেই হবে না।

১৮। এ সংসারে ভাই, বোন, বাপ, ছেলে—এদের কারো সম্বন্ধ নেই। যে যার কর্ম্ম নিয়ে জন্মায়—আর তার 'ভোগ' মিট্‌লে চ'লে যায়! কারো কর্ম্মের জন্য কেউ দায়ী নয়। যদি কেউ মনে করে—'আমি স্ত্রী পুত্রের জন্য জাল-জুয়াচুরি ক'র্‌ছি, আর তাই ক'রে তাদের প্রতিপালন ক'র্‌ছি, তারা আমার পাপের ভাগী কেন হবে না? তা সে

ভুল ক'র্‌বে। দেখ না, রত্নাকর দস্যু-বৃত্তি ক'রে সংসার চালাতো। যখন নারদ ঋষি তাকে ব'ল্লে—'তোমার পাপের ভাগী কেউ হবে না, সে তখন ব'ল্লে, 'কেন, আমার বাপ্ মা, এরা সবাই হবে। তারা আমার অন্ন খায়'। নারদ ঋষি ব'ল্লে—'যাও 'পুছে' (জিজ্ঞেস ক'রে) এস।' যখন সে সবাইকে 'পুছ্‌লে,' কেউ স্বীকার পেলে না। সকলেই ব'ল্লে—'তা আমরা কি জানি—তুমি কি ক'রে প্রতিপালন কর! আর আমরা তো তোমায় ও কায ক'র্‌তে বলিনি! আমরা তোমার পাপের ভাগী কেন হ'তে যাব?' বুঝ ব্যাপার! তখন রত্নাকরের জ্ঞান হ'য়ে গেল—এ সংসারে কেউ কারো নয়; যে যার (নিজেরই) কর্ম্ম ভোগ করে।' আর, সব ত্যাগ ক'রে কঠোর তপস্যা ক'র্‌তে লাগ্‌লো—রামনামে সমাধি হ'য়ে গেল। সব মলিন-ভাব চ'লে গিয়ে তাঁর (ভগবানের) দর্শন পেল, ধন্য হ'য়ে গেল। সেই রত্নাকরই—বাল্মিকী ঋষি। এখন সবাই তাকে মানে—পূজা করে। এমন রামায়ণ লিখ্‌লে যে—অতুলনীয়; অমনটি আর দেখা যায় না।

১৯। তুমি বড় লোক হ'য়েছ তো—'দিয়ে যাও।' আবার পরের শরীরে পাবে। দুঃখীর (অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তির) দুঃখ দূর করাই হ'চ্ছে—অর্থের সদ্ব্যয় করা। * * আর যথার্থ ধর্ম্ম ক'র্‌তে চাও তো—ও অর্থ-কড়ির সম্বন্ধ সব ছাড়্‌তে হবে!

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

শ্রীশ্রীমহাবীর

(৺কাশীধামে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে "অদ্ভুতানন্দ স্মৃতি-মন্দিরে" প্রতিষ্ঠিত)।

শ্রদ্ধা-বিশ্বাস।

১। রাম সভার মধ্যে হনুমান্‌কে মুক্তার-মালা উপহার দিলেন। হনুমান মালাটা নেড়ে-চড়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক একটা দানা দাঁত দিয়ে কাটতে লাগ্‌লো আবার তার ভিতরটা দেখে—ফেলে দিতে লাগ্‌লো। লক্ষ্মণ তাই দেখে রেগে গিয়ে ব'ল্লে—'বাঁদর কিনা, মুক্তার মর্ম্ম কি জানে? অমন ভাল মুক্তার মালা দাঁত দিয়ে কেটে নষ্ট ক'ল্লে।' রাম ব'ল্লেন—' ওকে জিজ্ঞেস্ কর, কেন অমন ক'ল্লে।' হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করায় ব'ল্লে—'দেখ্‌ছিলাম এর মধ্যে রাম আছেন কিনা!' তখন লক্ষ্মণ চ'টে গিয়ে ব'ল্লে—'তুমি যে ব'লছ ওর মধ্যে রাম আছেন কিনা দেখ্‌ছি, তোমার মধ্যে কি রাম আছেন? রাম তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে উপহার দিলেন, তুমি বাঁদর কিনা, তাই সেটা বুঝ্‌লে না—দাঁত দিয়ে কেটে ফেল্লে। এই কথা শুনে হনুমান্ নখ দিয়ে বুক চিরে দেখিয়ে দিলেন—রাম সীতা র'য়েছেন। লক্ষ্মণের মহাশিক্ষা—যাতে রাম-সীতা নেই তা বৃথা।

২। ভগবান বিদুরের ভক্তিতে বাধ্য হ'য়ে রাজ-অন্ন ত্যাগ ক'রে শাকান্ন গ্রহণ ক'ল্লেন,—রাজভোগের দিকে একবার দৃষ্টিও ক'ল্লেন না। ভগবান শুধু ভক্তি চান—আর কিছুই চান না। তাঁকে কায়মনোবাক্যে ডাক্‌লেই তিনি প্রসন্ন হন—দর্শন দেন।

৩। ঠিক্ ঠিক্ ডাক্‌লে ভগবান্ বুঝিয়ে দেন,—সংশয় রাখেন

না। পরমহংসদেব শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে ব'সেছিলেন। ভগবানদাস বাবাজীর সংশয় হ'ল। একদিন পরমহংসদেব হৃদেকে সঙ্গে নিয়ে ভগবানদাস বাবাজীর কাছে উপস্থিত। হৃদে কথা কইতে লাগ্‌লো আর উনি বেড়াতে লাগ্‌লেন। বাবাজী জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন—উনি কে? হৃদে ব'ল্লে 'পরমহংসদেব —দক্ষিণেশ্বরে থাকেন, যিনি চৈতন্যদেবের আসনে ব'সেছিলেন। বাবাজী দেখে ব'ল্লেন,— হাঁ ওঁরি ত আসন; ওঁর বস্‌বার অধিকার আছে।

৪। কোন গুরু-ভায়ের বাপ একদিন দক্ষিণেশ্বর এসে তার (গুরু-ভায়ের) কাছে ঠাকুরের নিন্দা ক'চ্ছিল। সে তা সহ্য ক'র্‌তে না পেরে ব'ল্লে—'তবে রে, এখান থেকে এখনই চ'লে যা।' তার বাবা তখনই চ'লে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে তাকে ব'ল্লে—'তোর গুরুভক্তি দেখে ধন্য হলাম।' এই ব'লে ছেলেকে খুব আশীর্ব্বাদ ক'ল্লে। প্রত্যক্ষ তোমরা দেখ্‌তে পাচ্ছ তার কি গুরু ভক্তি!

ঠাকুর ব'ল্‌তেন—'গুরু-নিন্দা না শুনিবে কানে'—যদি সামর্থ থাকে তা হ'লে আচ্ছা ক'রে শিক্ষা দিয়ে দেবে, আর তা না পাল্লে সেখান হ'তে উঠে যাবে। গুরু-নিন্দা শ্রবণ নিষেধ, আর গুরু-নিন্দা করাও নিষেধ।

৫। ঠাকুর যে সব কথা ব'লেছিলেন,—তা' সবই ঠিক ঠিক ফলে যাচ্ছে। একদিন ঠাকুরকে তাঁর একখানা ফটো দেখাচ্ছিল। ঠাকুর সেই ফটোটা দেখিয়ে ব'ল্লেন—'এ একদিন ঘরে

ঘরে পূজো হবে।' তা' ঠিক্ তাই-ই হ'লো—দেখতেই ত পাচ্ছো। আর স্বামিজীকে ব'লেছিলেন—'তোকে আমার অনেক কায ক'রতে হ'বে।' আবার ব'লেছিলেন—'আমার সব এমন ভক্ত আছে, যাদের ভাষা আমি জানিনে।' তা এসব ঠিক, একটাও ভুল না। এই দেখেও যদি তাঁর প্রতি বিশ্বাস না হয়—তার নাম কর্ম্ম ফল।

৬। সধবা স্ত্রীলোকের আর অন্য কর্ম্ম কি? তার কল্যাণের জন্য স্বামীর সেবা ক'র্বে। স্বামীকে না মান্‌লে দুঃখ পাবে।—স্বামীই স্ত্রীলোকের দেবতা। তাকে ভগবান জ্ঞানে সেবা ক'র্লে—কল্যাণ হবেই হবে। এমন কি জ্ঞান পর্য্যন্ত হ'য়ে যায়। মহাভারতে আছে—কোন ব্রাহ্মণী একান্ত মনে স্বামী-সেবা ক'রেই জ্ঞান লাভ ক'রেছিল। সে তার স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজো ক'র্তো,—স্বামী ছাড়া আর কাউকে জান্‌তো না। স্বামী জ্ঞান, স্বামী ধ্যান,—স্বামী সেবাতে দিনরাত বিভোর থাক্‌তো। আর একনিষ্ঠ হ'য়ে স্বামী সেবা ক'রতে ক'র্তেই তার জ্ঞান হ'য়েছিল।

৭। যে ভগবানের নামে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, সে ভাগ্যবান্। তাঁর প্রতি বিশ্বাস হওয়া কঠিন, কারণ তিনি 'অপ্রত্যক্ষ'। সাধন ক'র্তে ক'র্তে তিনি 'প্রত্যক্ষ' হন। সে সব তাঁর দয়া। যে অপ্রত্যক্ষ তিনি—সেই তাঁর আশায় সারা-জীবন কাটান, একি কম কথা? কতখানি নিঃসংশয় হ'লে তবে এ সম্ভব হয়।

৮। গিরিশ বাবু ব'ল্‌তেন—"ভগবানকে ভয় করি না, কিন্তু 'ছেঁচ্‌ড়া ভক্তদের' ভয় করি। ওরা কিছু বুঝ্‌বে না, অথচ 'হাঙ্গামা' ক'র্‌বে? ভগবান্ আমার বিষয় সব জানেন,—তাঁর অগোচর কিছুই নাই। তাঁর আশ্রয়ে আছি, তাঁকে ভয় ক'ল্লে কি চলে?" এ খুব ঠিক্ কথা। ভগবানকে ভয় ক'ল্লে তাঁকে ভালবাসা যায় না। যেখানে ভয়, সেখানে ভালবাসা (প্রেম) নেই।

ভগবদিচ্ছা ও কৃপা।

১। ধর্ম্ম তাঁর নিকট খুব সোজা, যাকে ভগবান কৃপা ক'রেছেন। কিন্তু যে তাঁর কৃপা হ'তে বঞ্চিত, তার নিকট আবার সেই ধর্ম্মই বড় কঠিন। ভগবানের কৃপা চাই, তাঁর কৃপা ভিন্ন কিছুই হয় না।

২। ত্যাগ, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা—এসব হ'ল তপস্যার অঙ্গ। ধর্ম্মলাভ ক'র্‌তে হ'লে এ সব সাধন ক'র্‌তে হয়। মনকে বিষয়-শূন্য ক'র্‌তে হ'লে, ত্যাগ, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা—এসব থাকা চাই! তো না হ'লে হয় না। মন বিষয়-শূন্য না হ'লে ধর্ম্ম-লাভ হয় না। তাঁকে প্রাণ-ভরে ডাক, তাঁর কছে প্রার্থণা কর—তা হ'লে তাঁর দয়ায় সব হ'য়ে যাবে। তিনিই মনকে ঠিক্ ক'রে দেবেন আর নিজেও প্রকাশিত হবেন।

৩। মৃত্যু না হ'লে বিশ্বাস নাই। কারণ, এ মায়ার রাজ্য। কখন কি মায়া চেলে 'দেবে তা' কে জানে! তুমি হয় তো ভাবৃছ—সৎভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেবে, কিন্তু মধ্যে থেকে

হয়তো মায়া এম্নি ভেল্কি লাগিয়ে দেবে যে, তুমি বুঝ্‌তেই পারবে না—কখন অসৎ-ভাব এল! মায়ার শক্তির পার নাই—অসৎকে সৎ ক'র্‌ছে, আর সৎকে 'অসৎ' ক'র্‌ছে। তাই, কেউ জোর ক'রে ব'ল্‌তে পারে না—আমি সৎ-ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেবই। তাই, ভগবান্ গীতায় ব'লেছেন—"যে আমার শরণ নেবে, তাকে আমি এই মায়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দেব।" তিনি সর্ব্বশক্তিমান্—তাঁর মায়া, তিনি ইচ্ছা ক'র্লে সব পারেন। যে তাঁর দয়ায় মৃত্যু পর্য্যন্ত ঠিক্ ঠিক্ সৎ-ভাবে থাক্‌তে পার্লে, সে তরে গেল। তাঁর দয়া চাই-ই, তা' না হ'লে হয় না। * * মৃত্যুর পর প্রকৃতিতে অবস্থান—হিন্দু, মুসলমান্, খৃষ্টান সবাই বিশ্বাস করে।

৪। ভগবান্ যাকে ভালবাসেন, জীব ত তাকে ভালবাস্‌বেই। তিনি যার প্রতি বিরূপ হন, তার প্রতি সকলেই বিরূপ হয়। সব সংসার তাঁর ইচ্ছার অধীন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চল্‌বার কারো শক্তি নেই।

৫। তুমি সাধু—ভগবানের নাম কর, তাঁর জন্য সব ঐহিক সুখ ত্যাগ ক'রেছ, তাই লোকে তোমায় খেতে দেয়,—অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। আর তুমি যদি ভগবানের নাম না কর, সাচ্চা সাধু না হও, তা হ'লে তোমায় ভুগ্‌তে হবে। সাধু হ'য়ে যে ঠকায়—তার ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

দেখ, এম্নি মহামায়ার খেলা যে, উদ্দেশ্য সব ভুল হ'য়ে যায়! সাধু হ'ল—কোথায় সে সাধন-ভজন ক'রবে, ভগবানের নামে ডুবে যাবে—না, ঠকান-বুদ্ধি সুরু ক'রে দিলে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে

বেরুল, তা সব ভুলে গেল। এম্নি মায়ার প্রভাব। তাঁর কাছে তাই প্রার্থনা ক'র্‌তে হয়, "হে ভগবান, যেন তোমার মায়া আমায় মুগ্ধ না করে।" তিনি গীতায় ব'লেছেন, 'আমার মায়ার হাতে কারো নিস্তার নেই, তবে যে আমার শরণ নেবে, সে বেঁচে যাবে; আমি তাকে আমার মায়া হ'তে মুক্ত ক'রে দেব।' তবে তাঁর কৃপা ভিন্ন গতি নাই—গতি নাই।

৬। মৃত্যু না হ'লে বিশ্বাস নাই। মৃত্যু পর্য্যন্ত ঠিক্ থাক্‌তে পাল্লে তবেই বাঁচোয়া। মানুষ মনে করে—'আমি ঠিক্ থাক্‌ব, পবিত্র থাক্‌ব' কিন্তু মহামায়ার এম্নি মায়া যে, হয়তো সব গুলিয়ে দিলে। কখন যে বদ্-মায়া চেলে দিয়েছে—জান্‌তেই পারে-নি। তাঁর দয়া ছাড়া এ মায়ার হাত হ'তে নিস্তার নেই। তিনি যাকে বাঁচিয়ে রাখেন—পবিত্র রাখেন, সেই থাক্‌তে পারে।

৭। যার সংসারে কেউ নেই—কিছু নেই, সে ত ভগবানকে ডাক্‌বেই। তা ছাড়া আর কি ক'র্‌বে? কিন্তু যার সবই আছে ধন, জন, সুখ ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই, সে যদি ভগবানের জন্য ব্যস্ত হয়—তার বাহাদুরী ব'ল্‌তে হবে।

ঠাকুর ব'ল্‌তেন, 'যার কেউ নেই সে একটা বেরাল পুষবে আর তাকে নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত।' দেখ, একবার মায়ার খেলা! ইচ্ছা ক'ল্লেই ত ভগবানকে ডাক্‌তে পারে, কিন্তু তার সে ইচ্ছাই হয় না। এম্নি মায়ার প্রভাব। তাঁর কৃপা না হ'লে, এ মায়ার হাত হ'তে নিস্তার পাবার উপায় নেই। তাঁর মায়া—তিনি ইচ্ছা ক'ল্লেই সরিয়ে দিতে পারেন। এর হাত হ'তে

নিস্তার পাবার জন্ত (তাঁর কাছে,) প্রার্থনা ক'র্‌তে হয়, তা ছাড়া আর উপায় নেই।

৮। শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের বাড়ীতে গেলেন। বিদুর খুব স্তব-স্তুতি ক'র্‌তে লাগ্‌লো। শ্রীকৃষ্ণ ব'ল্লেন, স্তব-স্তুতি ক'রো এখন, উপস্থিত কিছু খাওয়াও। তিনি দুর্য্যোধনের রাজ-ভোগ ত্যাগ ক'রে, বিদুরের 'খুদ' সেবা ক'ল্লেন। তাঁর অপার দয়া।

বিদুর ভিক্ষে ক'রে এনে তাই তাঁকে নিবেদন ক'রে খেত। কথায় বলে—বিদুরের খুদ-গুঁড়ো। শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের সংশয় দূর ক'রে ব'লেছিলেন—'আমি ভগবান।' তিনি জীবের শিক্ষার জন্য রাজ-অন্ন না খেয়ে—ভিক্ষার অন্ন খেলেন। দেখিয়ে দিলেন,—ভক্তি ক'রে যে যা দেয় ভগবান তা গ্রহণ করেন। বিদুরের মত ভক্ত পাওয়া কঠিন।

৯। ঠিক্ ঠিক্ ডাক্‌লে ভগবান্ নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দেন। তিনি বুঝাতে বাধ্য। তিনি যদি জীবকে না বুঝিয়ে দেন ত জীবের সাধ্য কি যে তাঁকে বুঝে। তিনি মানব-বুদ্ধির অগম্য। তাঁকে ডাক্‌লে—তিনি দয়া ক'রে নিজেকে প্রকাশিত করেন। সে তাঁর দয়া বৈ ত নয়?

১০। ভগবান ভক্তের প্রার্থনা শুনেন। সরল-ভাবে ডাক্‌লেই তিনি শুনেন। মনে গোল থাক্‌লে শুনেন না। মানুষের কাছে কপটতা ক'রে পার পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তিনি হ'চ্ছেন—অন্তর্য্যামী; তাঁর কাছে ও সব গোপন করা যায় না। 'কপট-ভাব' ত্যাগ ক'রে সরলভাবে তাঁর শরণ নিলে, তিনি দয়া করেন।

১১। কি ধর্ম্মের ঢেউই উঠেছিল। এখানে (Salvation army) মুক্তি ফৌজের দল লেক্‌চার দিচ্ছে, ওখানে ব্রাহ্ম সমাজের দল বক্তৃতা ক'রছে, সেখানে চৈতন্যের দল কীর্ত্তন লাগিয়েছে, আর এদিকে পরম হংসদেবের দল জমে উঠ্‌ছে। আজ কেশব সেনের বক্তৃতা—লোকে লোকারণ্য। কাল বিডন গার্ডেনে কালী খৃষ্টানের লেক্‌চার, পরশু কৃষ্ণানন্দ পরিব্রাজকের বক্তৃতা—লোক আর ধরে না। আবার শশধর চূড়ামণির শাস্ত্র ব্যাখ্যা ; যুথ্‌ সাহেব, অল্‌কট্‌ সাহেব—এরকম কত যে সে সময় এসে-ছিলেন, কত যে সভা, বক্তৃতা হ'তো তার আর 'ইতি' নাই। ছেলে, বুড়ো, যুবা—সকলের মধ্যেই 'ধর্ম্ম' নিয়ে কথাবার্ত্তা, তর্ক ঝগ্‌ড়া, বাড়ীতে, অফিসে রাস্তায়—সে এক ব্যাপার চ'লেছিল। সে ধর্ম্মের বন্যায় সব দিক ভাসিয়ে দিলে। সে যে কি ব্যাপার তা তোমাদের কি ক'রে বুঝাব। ... ... কিন্তু দেখ ভগবানের চক্র ? সে সব দল্‌টল্‌ কোথায় সব মিলিয়ে যাচ্ছে ; আর তাদের তেমন জোর দেখা যাচ্ছে না। আর পরমহংস-দেবের দল—যে তাদের তখন কেউ জান্‌তই না, এখন একেবারে পৃথিবী ছেয়ে ফেল্‌ছে। স্বামিজীর এক লেক্‌চারে (চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায়) পরমহংসদেবের কথা জগতের সব লোক জান্‌তে পেরে গেল। দেখ ব্যাপার! ভগবানের ধর্ম্ম চক্র কোনদিকে ঘুরে গেল। যা কেউ কখন ভাবেওনি তাই হ'য়ে গেল।

১২। অবতার হ'য়ে জগতে আসা—জীবের উপর ভগবানের বিশেষ দয়া বৈ কি? অবতার হ'য়ে এ জগতে এসে নিজের ধর্ম্মরূপ প্রকাশ করেন,—একি তাঁর কম দয়ার কথা? লোকে

'ঈশ্বর, ঈশ্বর' ক'রে খুঁজে বেড়ায় কিন্তু পায় না। কত কষ্ট করে তাঁকে পাবার জন্য ঃ আর সেই ঈশ্বর মানুষরূপে আসেন, আর লোকে তাঁকে ভক্তি, পূজা কর্‌বার্‌ অবসর পায়। একি তাঁর কম দায়!

১৩। একদিন গিরিশ বাবুর কাছে গেছি,—তিনি তখন বসে ছিলেন। আমি যেতেই ব'লে উঠ্‌লেন—"লোটু ভাই, প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্ছি ঐ—ঐ যেন ঐ গাছ তলায় বসে রয়েছেন। ঠাকুর ঐ যে বসে রয়েছেন।"

শেষ জীবনটি গিরিশ বাবু ঠাকুরময় (রামকৃষ্ণময়) হ'য়ে গেছ্‌লেন। বুঝ ব্যাপার! অমন জীবন, তাঁর দয়ায় কি পরিবর্ত্তন হ'ল।

(গিরিশ ঘোষ)

সদ্‌গুরু-কৃপা।

১। সদ্‌গুরুর কথা অমান্য ক'র্‌তে নেই, অমান্য ক'র্‌লে—মহা অকল্যাণ হয়। সদ্‌গুরু কে?—যিনি ভগবান্‌ লাভ ক'রেছেন। হয়ে, পেলা নয়।

সদ্‌গুরুর কৃপায়—পিতৃশক্তি পায়, চন্দ্রশক্তি পায়, শেষে সূর্য্যশক্তি পায়। যেমন ভীষ্মদেব সূর্য্যশক্তি পেয়েছিলেন।

২। গুরু কি যে-সে হ'তে পারে? যিনি ভগবান্‌ লাভ ক'রেছেন তিনিই গুরু হ'তে পারেন।

গুরু শিষ্যের ভাব দেখে শিক্ষা দেন,—ভাব ভঙ্গ করেন না।

গুরু শিষ্যের ভাব আরো বাড়িয়ে দেন ; যাতে শিষ্যের উন্নতি হবে তাই করেন। 'এমন কোন কথা বলেন না, যাতে শিষ্যের ভাবের হানি হয়—সংশয় হয়।

(শিষ্যের) ভাবের হানি ক'র্‌লে, তার ক্ষতি হয়,—উন্নতি ক'র্‌তে পারে না। * * এমন গুরু দুর্লভ।

৩। রাম বাবুকে ঠাকুর ব'ল্‌তেন—"রাম এ সংসার (অর্থাৎ রাম বাবুর সংসার) আমার, তোমার নয়।" রাম বাবুর প্রতি তাঁর অহেতুক দয়া।

৪। গুরু যা ইচ্ছা তাই শিষ্যকে ব'ল্‌তে পারেন। তিনি জানেন শিষ্যের কিসে কল্যাণ হবে। শিষ্য তাঁর আদেশ পালন ক'র্‌তে যথা সাধ্য চেষ্টা ক'র্‌বে। শিষ্য গুরুর উপর কখনও সংশয় আন্‌বে না। গুরুতে সংশয় হ'লে কখনও উন্নতি হয় না। এই জন্যে যাকে-তাকে গুরু করা চলে না—খুব বিচার ক'রে তবে গুরু ক'র্‌তে হয়। যে গুরুর নিজেরই 'কল্যাণ' হয়নি, সে শিষ্যের কল্যাণ কি ক'রে ক'রবে ? গুরুও অন্ধ, শিষ্যও অন্ধ—এ স্থলে দুজনারই মনে ঘোর সংশয়, দুজনারই পতন হয়—উন্নতি ক'র্‌তে পারে না। তাই ঠাকুর ব'ল্‌তেন—'গুরু যাচাই করে নিবি', 'বাজিয়ে নিবি'। আবার ব'ল্‌তেন—গুরু যেমন শিষ্যকে দিনে রাতে দেখ্‌বে, শিষ্যও তেম্নি গুরুকে দিনে রাতে দেখ্‌বে।'

৫। হিংসা, দ্বেষ লেগেই আছে। এক সঙ্গে থাক্‌লেই হিংসা দ্বেষ ক'রবে—এম্নি মানুষের বদ্‌-স্বভাব। গুরু-কৃপায় সে

স্বভাব দূর হ'লে, তবে ধর্ম্ম পথে মানুষ এগোতে পারে। গুরুর দয়া ভিন্ন গতি নাই। গুরো কৃপাহি কেবলম্, গুরো কৃপাহি কেবলম্।

৬। দীক্ষাগুরু আর শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু একজন (হয়), কিন্তু শিক্ষাগুরু অনেক হ'তে পারে। সদ্‌গুরু 'প্রাণে' মন্ত্র দেন, আর অন্য গুরু 'কানে' মন্ত্র দেন। সদ্‌গুরু লাভ মহা-ভাগ্যবানেরই হয়। সদ্‌গুরুর কৃপায় ইষ্টলাভ হয়—প্রেম, ভক্তি, বৈরাগ্য এ সব তো হয়ই।

অবধূতের চব্বিশ গুরু ছিল—সে সব শিক্ষাগুরু। বক, ব্যাধ, ভ্রমর—এই সব। বক যেমন স্থির—নিস্পন্দ হ'য়ে বসে থাকে, নজর আছে মাছের দিকে। মাছ যেম্নি কাছে আসে অম্নি ধরে ফেলে—ঠিক্ তেম্নি, সাধক ভগবানের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখ্‌বে, অন্য মনা হবে না। এই রকম ব্যাধের বিষয়েও শিক্ষা আছে। আর, ভ্রমর যেমন ফুল ছাড়া আর কোথাও বসে না, ফুলের মধু ছাড়া খায় না? সাধক ঠিক্ তেম্নি—ভগবান্ ছাড়া আর কিছু চিন্তা ক'র্‌বে না। তাঁর আলোচনা ক'র্‌বে, তাঁর কায ক'র্‌বে—তা ছাড়া আর সব ত্যাগ ক'র্‌বে। এই রকম যে বিবেকী পুরুষ, সে এই সব জীব-জন্তু থেকেও শিক্ষা লাভ করে। সকলের কাছেই কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ আমরা ক'র্‌তে পারি।

অহঙ্কার—সংশয়।

১। ধর্ম্ম-টর্ম্ম আর ত কিছু নয়—'হিংসা' (অহং) যাবার জন্য।

হিংসের (অহঙ্কারের) জন্য বুঝ্‌তে পারে না—ভগবান কি জিনিষ। অর্জ্জুন অত বড় ভক্ত—বীর, শ্রীকৃষ্ণের কাছে থেকেও তাঁর উপর সংশয় হ'য়েছিল। তা জীবের কা কথা। শ্রীকৃষ্ণ 'কর্ম্ম' করিয়ে সংশয় দূর ক'রেছিলেন।

২। পরশুরাম ব'ল্‌তেন,—'আমি ভগবান্‌। আমার উপর কেউ নেই'। ভগবান্‌ রামচন্দ্র শরীর ধারণ ক'রে দেখিয়ে দিলেন যে, তাঁর উপরও ভগবান আছেন। * * * অহঙ্কার ক'রো না, তাঁর কাছে ওসব টিক্‌বে না। তিনি কারো দর্প সহ্য করেন না, তাই তাঁর নাম—দর্পহারী মধুসূদন।

৩। কত সংশয় যে ধর্ম্ম-পথে আসে, তার 'ইতি' করা মুস্কিল। কত কষ্টে একটু বিশ্বাস হ'য়েছে, হয়তো এমন একটা কিছু ঘটে গেল যে বিশ্বাস টলে গেল। দেখ ব্যাপার! এমন সব 'ধর্ম্মী' আছে, যাদের কাছে গেলে 'বিশ্বাস' টলিয়ে দেয়। তোমার কত মেহনৎ ক'রে একটু বিশ্বাস হ'য়েছে, 'সৎ-ধর্ম্মী' ভেবে তাদের কাছে যদি যাও,—এম্নি 'বাৎ ঝাড়্‌বে' যে তোমার সংশয় আনিয়ে দেবে। দেখ আপৎ! যারা 'সাচ্চা' তারা কখনও এমন কায করে না। তারা তোমার যাতে আরো বিশ্বাস হয়, এমন কথা ব'ল্‌বে।

৪। ঝট্‌ ক'রে একজনকে দোষী মনে করা ভুল। কারণ, সে দোষী নাও হ'তে পারে। যদি দোষী হয় তো 'বাঁচোয়া,' কিন্তু নির্দ্দোষী হ'লে 'বাঁচোয়া' নেই। তার নির্দ্দোষ-মনে দুঃখ দিলে ভুগ্‌তে হবেই। বিশেষ প্রমাণ না পাওয়া তক্ কারো উপর সংশয় ক'র্‌তে নেই। সংশয়

(সন্দেহ) বড় খারাপ, ওতে 'বিচ্ছেদ' আনে। তাই বলি—আগে দেখ কার দোষ, তারপর দোষী ঠিক্ ক'রো।

৫। তোদের মনের ভাব হ'চ্ছে—'লোকে আমায় দেখুক্'। একটু ভক্তি ক'রেছিস্,—অমি মনে হ'য়েছে, 'লোকে আমায় দেখুক্'। তোদের কি দেখ্‌বে। তোরা কি বিবেকানন্দ স্বামী হ'য়েছিস্? সেই অগাধ ভক্তি, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হ'য়েছিস্, যে তোদের দেখ্‌বে? একটু ভক্তি, একটু ধ্যান ক'রেই—তোদের 'অহং' এসে পড়ে।

সৎ-সঙ্গ।

১। সাধু-সঙ্গ ক'র্‌তে ক'র্‌তে—পরে বাসনা যায়, মন শুদ্ধ হয়। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা আর সাধু-সঙ্গ করা একই কথা, সমান ফল হয়—যদি ধারণার ক্ষমতা থাকে। যার ধারণা-শক্তি নাই, সে সাধু সঙ্গই করুক, আর সদ্‌গ্রন্থ-ই পড়ুক্—কিছুই হয় না। তবে সাধু-সঙ্গ কখন বৃথা যাবার নয়, কালে তার কল্যাণ হবেই। * * ধারণা কেন হয় না?—হীন-বীর্য্য ব'লে। মহা অসংযমী—ধারণা ক'র্‌বে কি ক'রে? ব্রহ্মচর্য্য চাই। যার ব্রহ্মচর্য্য নাই, যে সংযমী নয়—তার ধারণা-শক্তি হয় না।

২। সাধু-সঙ্গ করার ফল অনেক। সাধু-সঙ্গ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মনের উন্নতি হয়—তাঁকে বুঝ্‌তে পারা যায়; সকল কায সোজা হ'য়ে যায়। * * * *

যুধিষ্ঠির মহারাজ সৎ-সঙ্গ পেয়েছিলেন। তাই, ইহকালে পরকালে জয়যুক্ত হ'য়েছিলেন।

৩। সাধু-সঙ্গ ছাড়া অন্য উপায় নাই। সংসারের ঝঞ্ঝাটে রাতদিন পড়ে আছে, মনে কেবল বদ্-মতলব—ফন্দি, জাল জুয়াচুরি, এ মন দিয়ে কি ক'রে তাঁর প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস ক'র্‌বে? সংশয় ত আস্‌বেই। সাধুবাক্যে, শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস—এ মনের ধর্ম্ম। সাধু-সঙ্গ কর, তাঁদের উপদেশ পালন ক'র্‌তে চেষ্টা কর—ক্রমে মন শুদ্ধ হবে, সংশয় শূন্য হবে। 'কর্ম্ম' ক'র্‌তে হয়; কর্ম্ম না ক'ল্লে কি হয়? তোমরা কর্ম্ম ক'র্‌বে না, ফাঁকি দিয়ে ধর্ম্ম লাভ ক'র্‌তে চাও! আরে তা কি হয় রে? সাধু-সঙ্গ ক'র্‌তে ক'র্‌তে তবে ধর্ম্মে বিশ্বাস হয়; ধর্ম্মে বিশ্বাস না হ'লে—ধর্ম্ম বুঝা যায় না।

(অনৈক ভক্তের প্রতি)

৪। যাবৎ বাঁচো—তাবৎ সাধুসঙ্গ কর। * * যে সৎ হ'তে চায়, তার সাধুসঙ্গ করা উচিত। সাধু কে? চিন্‌বে কি ক'রে?—যার মনে হিংসা (অহঙ্কার) নাই, যে তাঁর চিন্তায় ডুবে আছে—আর কিছুই জানে না, রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষী ভাব যার নাই—শান্ত সমদর্শী, সেই সাধু। আর যার ভগবান লাভ হ'য়েছে,—তিনিই সাধু শ্রেষ্ঠ।

৫। 'ভেক' কেন ধারণ করে জান?—মনে পবিত্রভাব আনে ব'লে। যারা শুদ্ধ, বৈরাগ্যবান্—তাদের এই ভেক্ (গেরুয়া) প'র্‌লে মনে ত্যাগের বিকাশ হয়। কোন কু-কর্ম্ম ক'র্‌তে গেলে ভেক্ অনেক সময় বাঁচিয়ে দেয়; মনে হ'য়ে যায়, আমি যে সাধু'

—একি ক'চ্ছি? যে সৎ পবিত্র তার মনে ভেক্ সাধুভাব জাগিয়ে রেখে দেয়—তার দ্বারা কোন অন্যায় কায বা চিন্তা হ'তে পারে না। এরূপ কোন অসৎভাব মনে এলেই, খেয়াল হ'য়ে যায় 'এই আমি যে সাধু'। তবে কি জান—মনের সঙ্গে ভেকের কোন সম্বন্ধ নেই। মনেই সাধু, অসাধু সব। যে মনেতে ঠিক্ ঠিক্ সাধু আছে, সে যদি ভেক্ ধারণ না করে, তা'তে কিছু ক্ষতি হবে না। মনে যে সাধু নয়, বাহিরে সাধুর ভেক্ তার বৃথা। যে মনে অসাধু বাহিরে সাধু ভেক প'রেছে—সে চোর, তার কোন কালে কল্যাণ হবে না।

৬। সাধুর কাছে, গুরুর কাছে সরল ভাব দেখাবে, 'কপট' ক'র্‌বেনা। সেখানে কপটতা ক'ল্লে মহা অকল্যাণ হয়। সরল লোক্‌কে তাঁরা ভালবাসেন, আশীর্ব্বাদ করেন।

৭। সৎ-সঙ্গের প্রভাব এম্নি যে—মানুষকে মুক্ত ক'রে দেয়। এতে আর কোন ভুল নেই। সৎ-সঙ্গ করা খুব দরকার। এক মুহূর্ত্ত মাত্র সৎ-সঙ্গ ক'ল্লে ভব-সমুদ্র পার হবার উপায় হ'য়ে যায়। বুঝ ব্যাপার! সংসারের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ও সময় ক'রে নিয়ে সৎ-সঙ্গ করা উচিত; তা'তে কল্যাণই হ'য়ে থাকে। কিন্তু এমনি মায়া মুগ্ধ তোরা—সংসার কীট, সব কাযের সময় পাস্, কেবল ঐ সৎ-কাযের বেলায় সময় হ'য়ে উঠে না। থিয়েটার দেখে স্ফূর্ত্তি ক'রে সময় কাটাচ্ছে, তার বেলা বেশ সময় পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু একটু সৎ-সঙ্গ ক'র্‌বে, বা একটু সদ্বিষয় নিয়ে স্ফূর্ত্তি ক'র্‌বে—

তার আর সময় হয় না। যেমন তোমাদের বুদ্ধি—মতি গতি, তেম্নি লাভ হবে, পরে দুঃখ ভোগ ক'র্‌তে হবে।

৮। সাধু-সঙ্গ না ক'ল্লে ধর্ম্ম যে কি জিনিষ তা বুঝা যায়না। হাজার বই পড়, কিছুতেই হবে না। ভগবান ব'লেছেন—"বেদ পাঠ না ক'ল্লেও, ব্রত তপস্যা না ক'ল্লেও—কেবল সাধু-সঙ্গ ক'ল্লেই ভগবান্ লাভ হবে।" সাধু সঙ্গের ব্যবস্থা সব শাস্ত্রেই আছে।

৯। সাধু কি কেবল রোজ রোজ তোমার মনের ময়লা সাফ্ (পরিষ্কার) ক'র্‌বে? সাধু কি মেস্থর (মেথর) আছে? একবার ক'রে দিল, তারপর তুমি চেষ্টা ক'রে সাফ্ (পরিষ্কার) রাখ। তোমার যদি নিজের চেষ্টা না থাকে, তা হ'লে সাধু কি ক'র্‌তে পারে?

১০। বৈষ্ণবদের বড় ভেদ-বুদ্ধি। তুলসী-গাছকে পূজা করে—প্রণাম করে, কিন্তু বেল গাছকে পূজা করে না। আরে তোদের ঠাকুর কি কেবল তুলসী গাছেই আছে, আর বেল গাছে নাই! তোদের ঠাকুরকে তোরা বড় ক'র্‌তে গিয়ে ছোট ক'রে ফেলেছিস্; তোদের মন্দ-বুদ্ধির দোষে ভগবানের এই দশা হ'য়েছে। যে ঠাকুর তুলসী গাছে আছে আর বেল গাছে নেই—সে ঠাকুর আমি মানি না। আমার ঠাকুর সর্ব্বত্র আছে—তুলসী গাছেও আছে, আর বেল গাছেও আছে। সৎ-সঙ্গ না করার দরুন এমন হীনবুদ্ধি হ'য়েছে—উদার ভাব নাই।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান।

১। সংসারী লোক গীতা বুঝ্‌তে পারে না; কারণ ত্যাগ ন'

থাক্‌লে গীতার মর্ম্ম বুঝা যায় না। তিনি (ঠাকুর) ব'ল্‌তেন,—দশবার গীতা, গীতা ব'ল্লে যা হয়, গীতা পড়্‌লেও তাই ফল হয়। সাধন না থাক্‌লে গীতার মর্ম্ম ঠিক্ ঠিক্ বুঝা যায় না। আর সাধন না ক'ল্লে ত্যাগের ভাব মনে ঠিক্ ঠিক্ ব'স্‌বে কেন? গীতা কি ব'ল্‌ছে—ত্যাগ, ত্যাগ; অন্তর-বাহির ত্যাগ। ব্রহ্মচর্য্য পালন না ক'ল্লে, সাধন না ক'ল্লে—এ ভাব ধারণা হয় না। গীতা, গীতা—ত্যাগী, ত্যাগী এই চিন্তা কর, তা হ'লেই গীতার মর্ম্ম তোমার কাছে প্রকাশিত হবে।

২। যেখান থেকে সব সাপ্লাই (Supply—সরবরাহ) হ'চ্ছে, সেই খানে ধর। সহরময় গ্যাসের আলো, কিন্তু সাপ্লাই হ'চ্ছে এক জায়গা থেকে। যেখান থেকে সব শক্তি সাপ্লাই হ'চ্ছে, সেইখানে ধর—তোমার সব হ'য়ে যাবে।

৩। আমার 'দৃষ্টিতে' মায়ার 'সৃষ্টি'। এই মায়াতে লোক মুগ্ধ হয়,—আমার মায়া এত মিষ্টি। আমি যে আরো কত মিষ্টি তা' জীব বুঝ্‌তে পারে না। হে অর্জ্জুন, "আমায় ভুল না; না ভুল্লে মায়া তোমায় কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে না!"

মায়ার ধর্ম্ম দেখ—কত প্রকাণ্ড সরোবর সৃষ্টি ক'ল্লে—পাখী-পক্ষী নানারকম। দেখে মনে হ'ল সব সত্য কিন্তু কিছুই নয়। জীবের মায়ার হাতে নিস্তার নেই। তবে, যে তাঁর শরণ নেয়, তাকে তিনি (ভগবান) বাঁচিয়ে দেন। তিনি যাকে দয়া করেন, সেই কেবল মায়ার হাতে নিস্তার পায়।

৪। মুক্ত-পুরুষদের স্থূল শরীর যায়—নষ্ট হয় বটে, কিন্তু

শরীর গেলেও তাঁদের শক্তি থাকে, যায় না। এই শক্তি—তাঁদের শরীর যাবার পরও, জীবের কল্যাণ-সাধন করে।

৫। জলের কি কোন দোষ আছে রে? জল সঙ্গ-গুণে খারাপ হয়। সঙ্গ-গুণে জল খারাপ হ'লে, তাকে 'রিফাইন' (পরিষ্কার) ক'রতে কষ্ট হয়। কিন্তু একবার 'রিফাইন' হ'লে তখন আবার যে জল—সেই জল। তেম্নি মানুষ সঙ্গ-গুণে খারাপ হয়। একবার খারাপ হ'লে তাকে ভাল ক'রতে কষ্ট হয়। ঐ সঙ্গ-দোষ 'ছুটে' গেলেই—সে আবার ভাল মানুষ হ'য়ে যায়। মানুষ ত ভালই আছে—কেবল সঙ্গ-গুণে খারাপ হয়।

৬। যতক্ষণ ভেদ-বুদ্ধি, ততক্ষণ দলাদলি। ভেদবুদ্ধি গেলে, 'উপাধি' নাশ হয়। 'উপাধি' নাশে চৈতন্য হয়,—তখন জগৎ চৈতন্যময় বোধ হয়; সব নাম-রূপ, মত-পথ সত্য ব'লে বোধ হয়। এক পরব্রহ্মই সব (হ'য়েছেন), এ বোধ হ'লে—মত-পথে ভেদাভেদ বুদ্ধি, দ্বেষা-দ্বেষী ভাব চ'লে যায়। পূর্ণ জ্ঞান হ'লে 'জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মসত্য' এ ভাব থাকে না—তখন সব সত্য ব্রহ্মময় দেখে।

৭। ভগবান যেখানে জন্ম লন, সেখানে কেউ জান্তে পারে না। অপর জায়গায় লোক জান্তে পারে যে, তিনি ভগবান্। ঠাকুর ব'লতেন—'লণ্ঠনের নীচেই অন্ধকার—দূরে আলো'। ঠিক্ তেম্নি, যে ঘরে তিনি (ভগবান) জন্ম লন—যাদের কাছে সদাসর্ব্বদা থাকেন, তারা জান্তে পারে না যে, তিনি ভগবান্—মানুষরূপ ধরে তাদের কাছে রয়েছেন। তিনি যাকে জানিয়ে দেন, সেই জান্তে পারে। অপরের সংশয় হয়—

'ভগবান্ যে মানুষরূপ ধরে এসেছেন, আর তিনিই যে সেই' একথা বিশ্বাস ক'র্ত্তে পারে না। ভগবানের মায়া দেখ!

৮। "আমিই বিষ্ণু,' 'বিষ্ণুর সন্তান'—পবিত্র জীবন আমার, 'আমি খেলি (লীলাকরি)—আমার শক্তি খেলে," এ সব পবিত্র হ'লে বুঝ্তে পার্‌বে। * * * ভগবান্ পবিত্রতা চান্। হনুমান, শুকদেব—এঁরা সব মহাপবিত্র। এঁরা ভগবান্ কি জিনিষ তা জান্‌তেন; তাই ত পৃথিবীর সব সুখ-ভোগ ত্যাগ ক'রেছিলেন। ভগবানকে জেনে এমন সুখ-শান্তি পেয়েছিলেন যে,—দুনিয়ার সুখ তুচ্ছ হ'য়ে গেল, কিছুতেই ভুলাতে পাল্লে না।

৯। ঈশ্বর খুব কাছে আছেন, কিন্তু তাঁর মায়ার বশ—জীব মনে করে, অনেক দূরে আছেন। জীবের মায়া তাঁর দয়ায় দূর হ'লেই দেখ্তে পায় তিনি অতি নিকট—অন্তরাত্মা।

১০। মানুষ যখন ভগবান্‌কে পায়, তখন সে সদাই আনন্দে থাকে—সুখ-দুঃখে চঞ্চল হয় না। হিংসা, দ্বেষ—এসব থাকেই না, তা আর ক'র্‌বে কি ক'রে। যে তাঁকে পেয়েছে, তাকে ভক্তি কর্‌বার জন্য লোক্‌কে ব'ল্‌তে হয় না; তাদের আপনা হ'তেই তাঁর প্রতি ভক্তি আসে।

১১। তিনি দ্বন্দ্বের অতীত—ত্রিগুণাতীত। তাঁকে দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে পাওয়া যায় না। তাঁকে পেতে হ'লে মন্‌কে (সুখ-দুঃখ) দ্বন্দ্বে স্থির রাখ্তে হয়; তা না হ'লে তাঁকে দেখ্তে পাওয়া যায় না। তিনি ত্রিগুণাতীত, আবার অসংখ্যগুণে বিভূষিত;—তাঁকে ভজনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে চিত্ত শুদ্ধ হ'লে, তাঁকে আর তাঁর অপার মহিমা জান্‌তে পারা যায়।

১২। সাধু-সজ্জন, মহাপুরুষ—এঁরা প্রাতঃস্মরণীয়। এঁদের স্মরণ ক'ল্লে মানুষ পবিত্র হয়, সৎ হয়। যে যাকে স্মরণ করে, সে তার গুণটা পায়। বদ্‌ লোক্‌কে স্মরণ ক'ল্লে বদ্‌-মতলব আস্‌বে; আর সৎলোক্‌কে স্মরণ ক'ল্লে সৎবুদ্ধি আসবে; এই হ'চ্ছে নিয়ম।

১৩। সন্ন্যাস নেয়নি তা' কি হ'য়েছে,—কর্ম্মই হ'ল প্রধান। যে সন্ন্যাসীর ন্যায় আচরণ করে—সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী। যার মন সন্ন্যাসীর মত—সেই ঠিক্‌ সন্ন্যাসী। বাইরে কেবল ভেক ধারণ ক'ল্লেই কি সব হ'য়ে গেল?

গেরুয়া—ত্যাগের চিহ্ন। যার ভিতর বাহির গেরুয়া রঙ্গে রঙ্গেছে,—সেই ঠিক্‌ ঠিক্‌ ত্যাগী, সন্ন্যাসী।

যার অন্তরে ঠিক্‌ ঠিক্‌ ত্যাগ হ'য়েছে,—বাহিরে কোন ভেক-ধারণ না কল্লেও কোন ক্ষতি নাই।

ভেক—ত্যাগের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'আমি যে ত্যাগী-সন্ন্যাসী, আমি এমন অসৎ-কায ক'র্‌তে যাচ্ছি।' এরূপ ভাব এসে আর অসৎ-কায, শঠতা, প্রবঞ্চনা ক'র্‌তে দেয় না। এইটুক্‌ হ'ল ভেকের উপকার। কিন্তু যার মনে ত্যাগ নেই—সাধুতা নেই, কেবল ভেক-ধারণে তার কিছুই হয় না—সৎ হ'তে পারে না।

১৪। ঠাকুরের মনে সন্দেহ হ'লো—শ্রীচৈতন্য অবতার হ'লে তাঁর নাম জগৎ-জুড়ে ছড়িয়ে পড়্‌বে; কিন্তু তাঁর নাম মাত্র বাংলা আর উড়িষ্যায়! তারপর তিনি (ঠাকুর) দেব-দৃষ্টিতে

দেখ্‌তে পেলেন—যেখান থেকে অবতারের উৎপত্তি, সেই 'ঘর' থেকে চৈতন্যদেব বেরিয়ে আস্‌ছেন। তখন তাঁর সন্দেহ গেল,—শ্রীচৈতন্য যে অবতার এ নিশ্চয় হ'লো।

(চৈতন্যদেব)

১৫। বিদুর ভিক্ষার অন্নও ভগবান্‌কে না দিয়ে (অর্পণ না ক'রে) খেতেন না। তাঁর জিনিষ, তাঁকে না দিয়ে যে খায়—সে চোর। আর ঐরূপ (অনর্পিত) অন্ন—অশুদ্ধ। * * যা খাবে ভগবানকে অর্পণ ক'রে খাবে। তাঁকে অর্পণ ক'ল্লে, অন্নের দোষ (জাতি-দোষ, আশ্রয়-দোষ আর নিমিত্ত দোষ) নষ্ট হ'য়ে যায়—অন্ন পবিত্র হয়।

১৬। পুরীতে চৈতন্যদেব মন্দিরে দর্শন ক'র্‌তে ঢুক্‌লেন, আর বেরুলেন না—মিশিয়ে গেলেন। তাই, ঠাকুর সেখানে যান নাই—পাছে দেহ না থাকে। ব'ল্‌তেন—'গয়া আর পুরীতে কেন যাই না জানিস্‌? গেলে আর আস্‌তে পার্‌বো না—দেহ থাক্‌বে না।'

১৭। ঠাকুর ব'ল্‌তেন, "ভাবতুম—রাসমণি কৈবর্তোর মেয়ে, এমন বুদ্ধি হ'ল কোথেকে? তারপর দেব দৃষ্টিতে দেখ্‌লুম—রাসমণি মা দুর্গার দাসী। তাই তো বলি, এমন বুদ্ধি তা না হ'লে কোথায় পাবে?

১৮। ঈশ্বর দর্শন হ'লে—নিঃসংশয় হয়, নিরহঙ্কার হয় আর খুব প্রীতি—প্রেম হয়। তাঁর অনন্ত প্রেম, অনন্ত জ্ঞান। তাই মানুষ তাঁকে পেলে—তাই-ই হ'য়ে যায়।

১৯। জীব-শক্তি আর অবতারের দৈবী শক্তি—সম্পূর্ণ

আলাদা। জীব-শক্তি—ক্ষুদ্র শক্তি, নিজ কল্যাণ-সাধনেই অসমর্থ। আর অবতার শক্তি—দৈবী-শক্তি, জগতের কল্যাণ সাধনে সমর্থ।

২০। 'যে ঠাকুর একটু মাংস পেলে খুসী হন, একটু মদ পেলে গ'লে যান,—তিনি আবার মুক্তি কি দিবেন? স্বামিজী ব'ল্‌তেন—আমি অমন ঈশ্বরকে মানি না। মদ-মাংস পেলে খুসী হবে, আর তা না হ'লে চ'টে যাবে—তাকে আমি ঈশ্বর বলি না।

২১। প্রকাশানন্দ দণ্ডী স্বামী; খুব নাম। একরূপ কাশীর রাজা ছিলেন। চৈতন্যদেব এলেন। প্রকাশানন্দ ব'ল্লেন—'নাম গান আবার কি? বেদে আছে, সমুদ্রের মত গম্ভীর হবে। নাম গান তোমার মাথার ভুল।' চৈতন্যদেব মণিকর্ণিকা থেকে চান্ ক'রে আস্‌ছেন প্রকাশানন্দের সঙ্গে দেখা। দেখিয়ে দিলেন, 'তুমি যে জ্যোতিঃ ধ্যান কর, সেই জ্যোতিঃই আমি।' আর যাবে কোথা? প্রকাশানন্দ পায়ে প'ড়ে গেলেন। ব্যস্।

প্রকাশানন্দ স্বামীকে টেনে নেবার জন্যেই তিনি কাশীতে এসেছিলেন। ঠিক্ ঠিক্ যারা সাধু, তাদের উদ্ধার কর্‌বার জন্য ভগবান্‌কে আস্‌তেই হবে। গীতায় এ কথা আছে।

(চৈতন্যদেব)

২২। ভগবান্‌কে ডাক্‌লে শক্তি আস্‌বেই আস্‌বে। তিনি সর্ব্বশক্তির আধার। ভগবান্ জানেন কার দ্বারা কি কায হ'তে পারে; তাকে সেই কায কর্‌বার শক্তি তিনিই দিয়ে দেন। মানুষ মায়া মুগ্ধ—ভাবে তারই শক্তিতে সে এ সব ক'চ্ছে। আরে তা নয়, তিনি অন্তরে অধিষ্ঠান্ হ'য়ে কর্ম্ম-শক্তি যোগাচ্ছেন।

এই যে দেখ্ছ বিশ্ব-জগৎ—এ সব তাঁর ইচ্ছা শক্তিতে চ'ল্‌ছে। মায়া-মুগ্ধ সব কেউ বুঝ্‌তে পার্‌ছেনা, যে তিনিই এ সবের পেছনে আছেন, আর অনন্ত কর্ম্ম-শক্তি যোগাচ্ছেন। তিনি স্বয়ং যাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিচ্ছেন, সেই—কেবল সেই তাঁর এই অনন্ত খেলা ধ'র্‌তে পাচ্ছে। অপরে তাঁর বিশাল মায়ায় মুগ্ধ—অচৈতন্য। কি ক'রে বুঝ্‌বে তাঁর এ খেলা ?

২৩। কর্ম্মফলে কেউ গুরু হয়, আর কেউ শিষ্য হয়। কর্ম্ম-ফলই মানুষকে জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে অমন ঘটায়। কারো সাধ্য নেই যে, এ শক্তিকে বাধা দিতে পারে। এই কর্ম্ম-গতিই একজনকে একজনের অধীন ক'রেছে ? আবার কাউকে স্বাধীন ক'রে দিচ্ছে। গীতায় তাই ব'লেছেন—'কর্ম্মের গতি জটিল', বুঝা যায় না। তবে, যিনি এই বিশ্ব-সংসারের মালিক, তিনি ইচ্ছা ক'ল্লে উল্‌টেও দিতে পারেন। তিনি কর্ত্তা—তাঁর ইচ্ছা মত কর্ম্ম হবে। একি আর মিছে কথা ; সত্যি ব'ল্‌ছি রে !

২৪। সাধন পথে মাছ, মাংস এ সব রজোগুণী আহার না করাই ভাল, রিপু প্রবল হয়। সাধক হিংসা ত্যাগ ক'র্‌বে। যার অদ্বৈত-ভাব, হিংসা চ'লে গেছে, রিপু সব দমন হ'য়েছে—এমন জ্ঞানীর আহার-বিহার সম্বন্ধে কোন বিধি নেই। তিনি যদি মাছ, মাংস খান্, তাতে তাঁর কোন দোষ হয় না—কোনও অনিষ্ট হয় না। * * দুধ, ঘি, ফল এ সব সাত্ত্বিক আহার, খেলে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়। সাধকদের এই সব আহারই ভাল।

২৫। এত কঠোর কর্‌বার কি দরকার? আমাদের গুরুর অমন্ হুকুম নেই। ভাল খাবে, ভাল পর্‌বে; যা হজম হয় তাই খাবে, আর ভগবান্‌কে ডাক্‌বে। যাঁকে ডাক্‌ছো তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি সব জানেন। এই যে সব ত্যাগ ক'রেছ, তাঁর জন্য স্বেচ্ছায় কষ্ট বরণ ক'রে নিয়েছ, তিনি কি এ সব বুঝেন না! তিনি সব জানেন। তিনি অন্তরটা দেখেন, উপরটা দেখেন না;—তিনি অন্তর্যামী।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

২৬। যে পাগল নয়, তোরা তাকে 'পাগল, পাগল' ব'লে পাগল ক'রে তুলিস্। তোদের এ বড় মন্দ বুদ্ধি। স্বামিজী ব'লতেন, মানুষকে 'নীচ, নীচ' ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সে 'নীচ' হ'য়ে যায়। 'শক্তিহীন, শক্তিহীন' ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে 'শক্তিহীন' হ'য়ে যায়। বুঝ ব্যাপার! আরও ব'ল্‌তেন, যে দুর্ব্বল তাকে 'শক্তিমান্, শক্তিমান্' বল, দেখ্‌বি, সে অচিরাৎ 'শক্তিমান' হ'য়ে উঠ্‌বে। এই রকম, যে 'অসৎ' তাকে 'সৎ, সৎ' বল, দেখ্‌বি সে 'সৎ' হ'য়ে যাবে। এ সব ঠিক্। স্বামিজী কি আর মিথ্যা ব'লেছেন? স্বামিজী কোন বিষয় ঠিক্ ঠিক্ সত্য ব'লে না বুঝা তক্ মেনে নিতেন না; এটা তাঁর স্বভাব ছিল।

২৭। সকলেই যদি 'মুক্ত' হবে, তা হ'লে 'বদ্ধ' থাক্‌বে কে? চিরদিন 'মুক্ত' আর 'বদ্ধ' এ দুইই জগতে থাক্‌বে। যদি সব

'মুক্ত' হ'য়ে যায়, তা হ'লে জগৎটা তো প্রলয় হ'য়ে যাবে; সব 'বদ্ধ' হ'লেও তাই হবে। গীতায় আছে—'দ্বন্দ্ব নিয়েই জগৎ। সাম্য অবস্থায় প্রলয় হ'য়ে যায়। সেখানে সৃষ্টি নেই—স্থির।'

২৮। এমন এক এক জন জন্মায়—কত শক্তিমান্, কত লোক্‌কে 'চালিয়ে' নিয়ে যায়! এরা সব 'জন্ম নেতা'। আবার এমন সব মানুষ আছে, যারা নিজেরাই চল্‌তে পারে না, অন্যের সাহায্য চায়। যারা নেতা হবে, ছোটকাল থেকেই তাদের মধ্যে সে চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। এটা হ'চ্ছে প্রকৃতির নিয়ম—যে যা হবে, তাকে ছোটকাল থেকেই সেইরকম কর্ম্ম-প্রবৃত্তি দেয়। বড় বড় লোকদের জীবন দেখ্‌লে এই কথাই বুঝা যায়।

২৯। তাঁতে মিশে গেলে সব দুঃখের অবসান হয়;—সব সংশয় নাশ হয়। কিন্তু সেটা বড় সহজ ব্যাপার নয়। সাধন ক'র্‌তে ক'র্‌তে তাঁর দয়ায় সমাধি হ'লে, সেই 'সমাধি-যোগে' তাঁ'তে মিশা যায়। তাঁ'তে 'অভেদ-স্থিতি' না হওয়া তক্ এ দুঃখ—এ সংশয় যাবার নয়।

৩০। খোলা (উন্মুক্ত) জায়গায় ধ্যান ক'র্লে মনটা উদার হয়, সঙ্কোচ-ভাব (সঙ্কীর্ণ-ভাব) থাকে না। সঙ্কোচ ভাব ধর্ম্ম পথে বিঘ্ন 'ডালে' (বিঘ্ন করে)। যেখানে 'সঙ্কোচ' (সঙ্কীর্ণতা) সেখানে তাঁর বিকাশ হয় না। তিনি উদার অনন্ত—তাঁর সেখানে 'সঙ্কোচ' নেই। তাঁর (ঠাকুরের) উপদেশ—"সঙ্কোচ-ভাব (সঙ্কীর্ণ-ভাব) ত্যাগ কর"।

৩১। "সন্ন্যাসীর ফুল শুঁক্‌তে নেই"—একথা কেন বলে

জান ?—ফুল শুঁক্‌লে পাছে 'ভোগ-প্রবৃত্তি' হয়। তেম্নি রাত্রে ফুট-ফুটে জ্যোৎস্না উঠ্‌লে ব্রহ্মচারীর দেখ্‌তে নেই বলে। ওর মানে আছে,—'ভোগ-প্রবৃত্তি' জেগে উঠে মন চঞ্চল ক'রে দেয় তাই। এতদূর কঠোরতা কোন কোন গুরু অবলম্বন ক'রেছিলেন। অবশ্য সকলেরই ও মত নয়। * * সৃষ্টির সৌন্দর্য্য। দেখ্‌লে স্রষ্টাকে মনে পড়ে—আরো কত সুন্দর তিনি। তাঁকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণে 'ব্যাকুলতা' প্রবল হয়। আসল কথা—যে যা ভাল বুঝে আর সবাইকে তাই ক'র্‌তে বলে ; এ হ'চ্ছে—মানুষের স্বভাব। আর, 'যার যেমন ভাব, তার তেম্নি লাভ হয়।'

৩২। যতক্ষণ ভেদ-বুদ্ধি, ততক্ষণ দলাদলি। ভেদ-বুদ্ধি নাশ না হওয়া তক্ (পর্য্যন্ত) ও যায় না। জ্ঞান না হ'লে ভেদ-বুদ্ধি যায় না ;—পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞান হওয়া চাই। ঐ ভেদ-বুদ্ধিই হ'চ্ছে সব্‌সে সেরা উপাধি। যখন এ 'উপাধি' নাশ হয়, তখন মানুষের 'চৈতন্য' হয়। চৈতন্য হ'লে জীব, জগৎ—সব চৈতন্যময় বোধ হয়। সব নাম, রূপ এক চৈতন্যে লয় হ'য়ে যায়। তখন আর মত, পথ নিয়ে কে বিবাদ ক'রবে ? দেখে—সব সত্য ; **জীব, জগৎ—যা কিছু সব সেই এক পরম ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ। সব সত্য।** তবে যে বলে 'জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য ?' সেটা সাধনের সুবিধার জন্য। তা ধারণা না হ'লে মন বিষয় আসক্তি ত্যাগ ক'র্‌বে না—ব্রহ্মে ব'স্‌বে না। তবে ও কথাটা কি মিথ্যা ? তা নয়। এই জগৎ-সংসারের চে' ব্রহ্ম সত্য। সে সত্যের তুলনায় জগৎটা মিথ্যা বৈকি !

৩৩। ভগবান্ লাভ হ'লে কেবল আনন্দ। সে যে কি আনন্দ তা আর মুখে বলা যায় না। সে উপলব্ধির জিনিষ। সে আনন্দ—সাগর; তার সন্ধান যে পেয়েছে, সেও আনন্দময় হ'য়ে গেছে। সে আর কি ব'ল্‌বো! কর্ম্ম (সাধন) না ক'রে বুঝা যায় না।

৩৪। 'ভোগ-সুখ' চাইলে 'ধর্ম্ম' হয় না। ও দুটা এক সঙ্গে থাক্‌তে পারে না। 'মনে ত্যাগ' বাহিরে 'ভোগ'—মুখে ব'ল্লেই হয় না। কাযে করা খুব কঠিন। অমন জীবন খুব কম দেখা যায়। তবে যে তা পারে সে করুক; অন্যে কেন বাধা দেবে? তেম্নি যারা তা পারে না, তাদেব সে আদর্শ দিয়ে 'চঞ্চল' করা ঠিক্ নয়। তোমার প্রকৃতির সঙ্গে সকলেরই কি মেলে? **নিজ নিজ প্রকৃতি-মত চল্‌তে দাও, কেউ কারেও বাধা দিও না।**

৩৫। ব্রহ্ম-নেশা আর ক'জনের ভাগ্যে জোটে।—গাঁজা, মদ খেয়ে নেশা করে, আর যতক্ষণ নেশা থাকে, ততক্ষণ একটু আনন্দ পায় এই যা। কিন্তু ব্রহ্ম-নেশা যার ভাগ্যে একবার জোটে, তার নেশা আর ছোটে না,—তার আনন্দ আর টুটে না। যার ব্রহ্মনেশা জুটেছে, তার আর অন্য নেশার দরকার হয় না।

৩৬। ঈশ্বর খুব কাছে—নিকট হ'তেও নিকটে আছেন। কিন্তু তাঁর মায়া এম্নি যে, মনে হয়—তিনি বহুদূরে আছেন। যেম্নি তাঁর মায়া তিনি দয়া করে সরিয়ে নেবেন, অম্নি তাঁর প্রকাশ তোমার চারিদিকে—অন্তরে, বাহিরে দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু সে তাঁর দয়ার উপর নির্ভর করে।

৩৭। যেখানে রাম, সেখানে আরাম—শান্তি। যেখানে রাম নেই, সেখানে আরামও নেই। "যাঁহা রাম তাঁহা কাম নেহি, যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম। কভি দুঁহুঁ এক সাথ্ মিলত নেহি (জৈসী) রব্ রজনী এক ঠাম।"—কাম হ'চ্ছে—'বাসনা'। যেখানে বাসনা, সেখানে শান্তি—আরাম নেই; তাই সেখানে রামও নেই। যদি রাম চাও তো 'কাম' ছাড়, 'কাম' ছাড়লেই রাম মিল্‌বে।

৩৮। ভগবান্ রাবণ, বিভীষণ—দু'জনকেই শক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু রাবণ 'বদ্' দিকে শক্তি চালিয়ে দিলে, তাই নাশ হ'য়ে গেল; আর বিভীষণ সৎ-দিকে শক্তি চালালে—তাই ভগবানের আশ্রয় পেলে—বেঁচে গেলে।

বিবিধ।

১। ভাই ভাইয়ে খুব মিল্ রাখ্‌বে। কেউ রোজগার ক'ল্লে, আর কেউ ঈশ্বর চিন্তা ক'ল্লে,—এই রকমে দিন কাটাবে। তোমাদের দু'টী ভাইকে কেন ভালবাসি? তোমাদের ঐ ভাবটি আছে; আর তাঁর নামে—তোমরা কেউ বিয়ে কর নাই, ঠিক্ ঠিক্ জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে আছ। এই ত চাই! তাইত তোমাদের ভালবাসি;—তোমাদের টাকার জন্য তোমাদের ভালবাসি না।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

২। আজকাল তোমরা সব পৈতা নেবার জন্য গোলমাল লাগিয়েছ। কেশব সেন পৈতা ফেলে দিলেন; তিনি (ঠাকুর) পৈতা ফেলে দিলেন। তাঁরা যা ফেলে দিলেন—তোমরা সেই

সবের জন্ত হট্টগোল ক'র্‌ছ। পৈতা নিলে কি চারটা হাত-পা বেরুবে? কর্ম্মই হ'চ্ছে—প্রধান। কর্ম্ম—নেই, পৈতা নিলে কি হবে। ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম, বৈশ্য—বৈশ্যের কর্ম্ম করুক্। তা' হ'লেই ত হ'ল। কর্ম্ম নেই—পৈতা নেবার জন্য হট্টগোল ক'র্‌ছে। কোথা উপাধি ত্যাগ ক'র্‌বে, না উপাধি বাড়াচ্ছে। উপাধি যত কমে যায়, ততই ঈশ্বর লাভের সুবিধা হয়। উপাধি শূন্য না হ'লে তাঁকে পাওয়া যায় না।

৩। শঙ্করাচার্য্য ও বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম ও মত—একই। তবে বুদ্ধের সময় কর্ম্ম (বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম) ছিল না। শঙ্করাচার্য্য 'কর্ম্মের' সৃষ্টি (পুনঃ প্রতিষ্ঠা) ও বৃদ্ধি ক'ল্লেন। তিনি চারিধাম প্রকাশ ক'ল্লেন—দ্বারকা, বদরিকাশ্রম, রামেশ্বর ও জগন্নাথ।

৪। রাগ আর অহঙ্কার ভারী খারাপ। দুটাই মানুষের শত্রু। রাগ আর অহঙ্কারের বশ হ'লে মানুষ নিজেকে চিন্‌তে পারে না।

আর, হিংসা করা পাপ। বুদ্ধদেব তাই ব'লে গেছেন—অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। যুধিষ্ঠিরের মনে একটুও হিংসা-পাপ ছিল না। মানুষ যত হিংসা ছাড়্‌বে তত পবিত্র হবে, মনে শান্তি পাবে। হিংসুকের মন অপবিত্র, অশান্তিপূর্ণ। যদি শান্তি চাও—হিংসা ছাড়।

৫। গুরুর কৃপায়—ভগবানের কৃপায় ব্রহ্ম-নেশা লেগে যায় তো ব্যস্, সব হ'য়ে গেল। অপর নেশা করা ভাল না,

তা'তে অমন মজা নেই। সুরাপান করি নারে, সুধা খাই জয় কালী ব'লে—এই হ'ল ঠিক্ ভাব। ঠাকুরের এম্‌নি ব্রহ্ম-নেশা লেগে থাক্‌তো, সে আনন্দে ভরপুর অবস্থা। পা পর্য্যন্ত ট'ল্‌তো, আর লোকে ভাবতো যে, মদ খেয়েছে। কিন্তু ব্রহ্ম-নেশায় অমন হ'তো।

৬। পরীক্ষিতের ভাগবত শুনার ফল ঠিক্ ঠিক্ হ'য়েছিল। ভাগবত শুনে—সব দেখে নিঃসংশয় হ'য়ে ব'ল্লে—আমার আর শরীর ছাড়তে ভয় হ'চ্ছে না। ভাগবত শুন্‌লেই হ'ল না, ধারণা কর্‌বার শক্তি চাই।

৭। ঠাকুরের ভক্তদের খেতে-পর্‌তে কিছু মানা নেই, কিন্তু স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান। খুব খাও, পর—কিন্তু বজ্জাতি ক'রো না; তা হ'লেই হ'ল।

৮। উপদেশ লিখ্‌লে—মুখস্থ ক'ল্লে কি হবে? অন্তরে প্রবেশ করা চাই। কর্ম্ম নেই—ভুলে যায়। নিজের প্রবৃত্তি মত কর্ম্ম করে—লোক্‌কে ঠকাতে যায়। এদের উপদেশ দেওয়া বৃথা। আরে, উপদেশ লিখলেই কি সব হ'য়ে যায়? মনে ধারণা ক'র্‌তে হয়, উপদেশ মত কর্ম্ম ক'র্‌তে হয়, তবেই না তার ফল পাওয়া যায়।

কতকগুলো কথা মুখস্থ ক'রে একে-তাকে উপদেশ দিতে যায়। ব্যাপার দেখ?—আগে নিজের জীবনে অনুভব কর্ তবে ত উপদেশ দিবার ক্ষমতা হবে! যখন নিজেরই কিছু হয়নি, তখন অপরকে দিবি কোত্থেকে?

তাই, ঋষিরা যাকে-তাকে উপদেশ দিতেন না। উপদেশ

দিবার আগে খুব তপস্যা করিয়ে নিতেন। হয়তো ব'লেন—'যাও তীর্থ পর্য্যটন ক'রে এস, তারপর উপদেশ দিব।'

৯। সাধু যদি মান-সম্ভ্রমের বশীভূত হ'ল, ত সে গেল। ঐ হ'লো দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতা চেপে ধ'রে রোগ হয়; তখন সারা মুস্কিল।

সাধু ঐ সব মান-সম্ভ্রমে তুচ্ছ-বুদ্ধি আন্‌বে। যে তা আন্‌বে না, তার পতন হবেই হবে।

১০। ছেলে-মেয়ে হবার আগে সাধুর কাছে আস্‌তে পার নি? এখন অনেকগুলি ছেলে মেয়ে হ'য়েছে, সংসারে কষ্ট হ'য়েছে,—তাই সাধুর কাছে এসেছ! সাধু তার কি ক'র্‌বে? সুখ পেয়েছ কিন্তু দুঃখ ভোগ ক'র্‌তে চাও না। জান না - সুখের পর দুঃখ আসে? * * আমরা ধূলোকে সোণা করা সাধু নই; আমরা তাঁকে জেনে শান্তি পেয়েছি। এখানে যারা আসে তাদের ভগবান্‌কে ডাক্‌তে বলি। তোমাকেও ব'ল্‌ছি—ভগবানের শরণাগত হও, তাঁকে প্রাণভরে ডাক; তাঁকে ডাক্‌লে দুঃখ কষ্টের ভিতরও শান্তি পাবে। আমরা আর কিছু জানি না।

(অনৈক ভক্তের প্রতি)

১১। অমুক খারাপ—তা তোমার কি? তুমি খারাপ, ভালর কি বুঝ? তাঁর সন্তান তিনি জানেন—কে ভাল, কে খারাপ! তুমি যাকে ভাল ব'লে মনে ক'রছ, হয়তো সে তাঁর চোখে—খারাপ, আবার তুমি যাকে খারাপ ভাবছ, হয়তো তাঁর চোখে—সেই ভাল!

আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়েই তো ভাল-মন্দ বিচার করি,—সেটা যে ঠিক্ ঠিক্ ক'র্‌তে পারি, তার প্রমাণ কি ! আজ যাকে ভাল ব'ল্‌ছি, কাল হয় তো তাকেই খারাপ ব'ল্‌ছি। আমাদের—খারাপ ব'ল্‌তেও যতক্ষণ, ভাল ব'ল্‌তেও ততক্ষণ। যে তাঁকে (ভগবান্‌কে) জেনেছে, সেই ঠিক্ ঠিক্ ব'ল্‌তে পারে—কোন্‌টা ভাল, আর কোন্‌টা খারাপ ; সেই ঠিক ঠিক জানে—ভাল, মন্দের তফাৎ কি ?

১২। সাধুরা—তাঁদের মন যেদিকেই যায়, সেখান থেকেই উপদেশ সংগ্রহ করেন—ভগবানের পথে যাবার। মহাত্মা তুলসী দাস গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে; কবীর জোলার ছেলে;—এঁরা ঐরকম সব উপদেশ-পূর্ণ কত তত্ত্ব সংগ্রহ ক'রেছেন। কবীরের এ দুটী দোঁহা বেশ—

(১) চল্‌তি চক্কী দেখ্‌কর মিঞা কবীর রোঁয়।
দোপাটন্‌কী বীচ্ আঁ সাবুত গয়া না কোয়॥

(২) চল্‌তি চক্কী সব্ কোই দেখে, কীল্ দেখেনা কোই।
যো কীল্‌কো পকড় রহে সাবুত রহে হৈঁ ঐ॥

[(১) মিঞা কবীর—জাঁতা ঘুর্‌তে দেখে কাঁদ্‌ছেন ; (কারণ) জাঁতার দুই-পাটের মধ্যে এসে কেউ (কোন শস্যই) আস্ত বেরুতে পাচ্ছে না।

(২) জাঁতা ঘুর্‌ছে তাই সবাই দেখে, কিন্তু কীলক্‌টা (খোঁটা) কেউ দেখে না (যাতে চাকা দুটা বসান আছে)। যে এই খোঁটার আশ্রয় নিয়ে থাকে (বা খোঁটাকে ধ'রে থাকে) সেই আস্ত থাকে—(জাঁতার পেষণে চূর্ণ হ'য়ে যায় না)।]

তেম্নি লোকে এই জগৎটা দেখে, আর সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বের পেষণে

প'ড়ে মারা যায়; কিন্তু যে এই জগৎ-সংসারের কর্ত্তাকে আশ্রয় করে—সেই কেবল সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বের হাত থেকে বেঁচে যায়।

১৩। একদিন ঠাকুর কথায় কথায় ব'ল্লেন,—ত্যাগ না হ'লে কিছুই হবে না। তাই শুনে, রামবাবু, সুরেশ মিত্র ঠাকুরের কাছে—দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির। রামবাবু ব'ল্লেন—আমরাও এখানে (ঠাকুরের কাছে) থাক্‌ব। ঠাকুর শুনে ব'ল্লেন,—তোমরা ভিক্ষের অন্ন কেন খেতে যাবে? তোমরা পাঁচজনকে অন্ন দিয়ে খাবে। তোমাদের সংসারে থেকেই হবে; আমি তোমাদের ভার নিলুম। তারপর তাঁর কথায় তাঁরা বাড়ী ফিরে গেলেন। ঠাকুর—অন্তর্য্যামী, 'অধিকারী' ভেদে উপদেশ দিতেন। তিনি জান্‌তেন ওঁদের এ পথ নয়। রামবাবু, সুরেশ মিত্র—তাঁর উপদেশ মেনে শান্তি পেয়েছেন,—কত কল্যাণ ক'রেছেন। শেষে দেখলি না, রামবাবু ঘর ছেড়ে কাঁকুড়-গাছিতে রইলেন।

১৪। কোন কোন বদ্ধ জীব বলে—'বিয়ে না ক'ল্লে সৃষ্টি লোপ পাবে। অপনি বিয়ে ক'র্‌তে বারণ করেন কেন? যদি সবাই বিয়ে না করে—মেয়েদের উপায় কি হবে?' দেখ একবার! আমি বলি—যাঁর জগৎ তিনি কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন? তোমার এত মাথা-ব্যাথার দরকার কি? তিনি যাকে যা বলাচ্ছেন, আমি তাই ব'লছি। যদি সৃষ্টি লোপ করা তাঁর ইচ্ছা হয়, তা হ'লে তুমি কি তা রাখ্‌তে পার্‌বে? তোমার মনে ভোগ-বাসনা আছে, তাই তুমি ঐ সব কথা বলছো। সৃষ্টিটা কি তুমি রেখেছ? তোমার খেয়াল মত অপরে চল্‌তে পারে না। মেয়েদের কি হবে, না হবে—তা নিয়ে তোমার মাথা-

থামাবার দরকার কি? তাঁর ইচ্ছা যা তাই হবে। তুমি যা ক'র্‌বে—করে যাও, এ সব জুয়াচুরী (কপট-বুদ্ধি) ভাল নয়।

১৫। আমরা এমন স্বার্থপর হ'য়ে পড়েছি যে, বিপদে-আপদে কাউকে দেখি না—সাহায্য করবার ভয়ে লুকিয়ে পড়ি। এ কথা ভাবি না যে, একদিন আমারও বিপদ হ'তে পারে, আর লোকের সাহায্যের দরকার হ'তে পারে! আমি যখন অপরের দুঃখের সময় দেখি না, তখন অপরে আমার দুঃখের সময় দেখ্‌বে কেন?

রাতদিন পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা নিয়েই ব্যস্ত; কারো উন্নতি দেখ্‌তে পারি না—কাতর হই! স্বামিজী তাই ব'ল্‌তেন—জুতো খেকো গোলামের জাত।

১৬। শরীরের সঙ্গে মনের খুব নিকট সম্বন্ধ। রোগ হ'লে মেজাজ্ খিট্‌খিটে হ'য়ে যায়; কিছু ভাল লাগে না। শরীর খারাপ হ'লে মনও খারাপ হ'য়ে যায়। তেম্নি মন খারাপ হ'লে শরীরও খারাপ হয়। অভ্যাস ক'র্‌লে এমন হ'তে পারে যে—শরীর খারাপ হ'লেও মন খারাপ হয় না। সাধন ক'ল্লে এই অবস্থা লাভ হয়। সাধুরা তাই খুব কষ্ট হ'চ্ছে, তবুও শান্ত থাক্‌তে পারেন।

১৭। মহাপুরুষরা কারো অপরাধ লন না; কারণ তাঁরা দেখেন—বিষ্ণুময় জগৎ। তাঁরা অপরাধ নিলে ভগবান স্বয়ং শাস্তি দেন, পুরাণে এ কথা আছে।

১৮। একদিন জনৈক গুরুভাই হঠাৎ আপিস থেকে ঠাকুরের কাছে এসে হাজির। ঠাকুর ব'ল্লেন, কি এখন যে এলে? সে ব'ল্লে, বুঝ্‌তেই ত পাচ্ছেন। তাই শুনে ঠাকুর ব'ল্লেন,

তোমার পরিবারের নামে কিছু টাকা জমা দিয়ে দাও। তার কিছুদিন পরে তার পরিবার মারা গেল। তার বাপ খুব নিষ্ঠাবান ছিলেন। যেমন বাপ, তার তেম্নি ছেলে। সে তাঁর হুকুম প্রতিপালন ক'র্ছে।

১৯। আমি সাধু, আমার সঙ্গে কোন ছল-চাতুরী—পাটোয়ারী ক'রিস্ না। ব্যবসা ক'র্তে হ'লে হয়তো অনেক সময় ঐ সব না ক'ল্লে চলে না, কিন্তু তা ক'র্তেই যে হবে, এমন কোন কথা নাই। তা যা হউক, আমার সঙ্গে ও সব ক'রিস্ না। কাশীতে আছি, থিয়েটারও ক'চ্ছি না, মাগীও নাচাচ্ছি না। তাঁর নাম করি আর দুটি খাই—(বেফজুল্ বাজে) খরচ কিছুই করি না। তা আমার সঙ্গে ও অব পাটোয়ারী চাল্ কেন?

(অনৈক ভক্তের প্রতি)

২০। তোকে পুনঃ পুনঃ ব'ল্ছি—নেশা ছাড়্, তা তুই কিছুতেই শুন্‌বি না! নেশা তোকে পেয়ে ব'সেছে। ওরে আমি যতদিন আছি, ততদিন চ'ল্‌বে; তারপর কি ক'র্‌বি? শেষে তুই-ই আমাকে গালি দিবি আর ব'ল্‌বি যে,—তাঁর কাছে থেকেও আমার এই দুঃখ হ'লো। যদি সাঁচ্চা (সৎ) থাক্‌তে পারিস্, তা হ'লে যেখানে থাক্‌বি সুখে থাক্‌বি কোনও অভাব হবে না। বজ্জাতি ক'ল্লে দুঃখ পাবি।

(অনৈক ভক্তের প্রতি)

২১। কে—বাবা, আর চা—বাবু কাশী সেবাশ্রমের জন্য প্রাণ দিয়ে খেটেছে। যা খেটেছে তা' মুখে বল্‌বার নয়। ওরা

স্বামিজীর হুকুম মেনেছে ;—প্রত্যক্ষ তোমরা দেখ্‌তে পাচ্ছ। কে—বাবা কলিকাতায় টাকা তুল্‌তে গেছ্‌লো—সেবাশ্রমের জন্য। আমি ব'ল্লাম—কায না দেখালে লোকে টাকা দেবে কেন? তখন কিন্তু সে আমার একথা বুঝ্‌তে পারেনি—চ'টে গিছ্‌লো। এখন কায বেশ হ'চ্ছে, যে দেখ্‌ছে—সেই খুসী হ'চ্ছে ;—তাই লোকে টাকাও দিচ্ছে : তোমরা প্রত্যক্ষই দেখ্‌ছো।

২২। লক্ষ্মী দিদির বিবাহের কিছুদিন পরেই ঠাকুর ব'লে-ছিলেন,—'দেখ্‌তে পাচ্ছি, লক্ষ্মী আর শশুর বাড়ী যাবে না।' ঐ কথা শুনে সকলেই ব'ল্‌তে লাগ্‌লো—'বল কি, বল কি? অমন অকল্যাণের কথা ব'ল্‌তে নেই।' কিন্তু ঠাকুর যা ব'লেছিলেন, তাই হ'লো—তার পরই লক্ষ্মীদি' বিধবা হ'লেন।

২৩। মায়ের পেটের ভাই—ইহকালের, আর গুরু-ভাই—ইহকাল, পরকালের। এ যে কি সম্বন্ধ তা' মুখে বলা যায় না। তিনি (ঠাকুর) ব'ল্‌তেন, রক্তের টানের চে' ভক্তের টান্ বেশী।

২৪। সংসার কোন কালেই খারাপ নয়। যে সংসারে সব অবতার মহাপুরুষরা জন্ম লন, তা' কি কখন খারাপ হ'তে পারে রে? তা'তে আসক্তিই হ'চ্ছে খারাপ, বন্ধনের কারণ—জন্ম মৃত্যুর মধ্যে বারবার নিয়ে যায়। আর হিংসা, দ্বেষ, কলহ এই সব অশান্তি-দোষ, এই সবই খারাপ। ভগবানের সংসার মনে ক'রে সংসার ক'র্‌লে আর কোন গোল থাকে না। তবে, 'ভালটির বেলা আমার আর মন্দটির বেলা

ভগবানের'—এরূপ পাটোয়ারী-বুদ্ধি যেন না থাকে, তা হ'লেই দুঃখ পাবে।

২৫। বাপের বিষয়ে সকল ছেলেরই অধিকার আছে। তবে, বাপ ইচ্ছা ক'রে যদি কাউকে বেশী, কাউকে কম দেয়; অথবা অসৎ কোন ছেলেকে যদি কিছুই না দেয়—সে বাপের খুশী। কিন্তু তেমন কিছু না ক'রে গেলে—সব ভাইয়ের সমান বখ্‌রা হওয়া উচিত। যে ভাই—ভাইকে ফাঁকি দেয়, তার ইহকাল পরকাল দু'ই নেই।

২৬। এরা সাধু,—যার আশ্রয় পেয়েছে; তুই এদের মনে দুঃখ দিয়ে কথা ব'লিস্ কেন? এরা যদি চোখের জল ফেলে, আর তাঁর কাছে দুঃখ জানায়, তা হ'লে তোর যে কি গতি হবে তা ভগবানই জানেন।

প্রাণে দুঃখ দিয়ে কাহাকেও কখন কড়া কথা ব'ল্‌তে নেই; তা'তে অকল্যাণ হয়। * * * আবার দেখ—দু'টা কড়া কথা ব'ল্লে চোখের জলে ভেসে যাবে, কিন্তু ভগবানের নামে চোখে জল আসে না। এও এক মায়ার খেলা দেখ্‌ছি।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

২৭। গভীর রাত্রে দুর্গাচরণ ডাক্তার হাজির। হৃদয়কে গাল্‌ পাড়্‌ছেন—'শালা, কোথায় সাধু আছে নিয়ে চ'। হৃদে ঠাকুরের কাছে নিয়ে এল: দু'খানা চৌকি পেতে দিলে,—এক খানায় ঠাকুর, আর একখানায় দুর্গাচরণ ডাক্তার বস্‌লেন। অনেকক্ষণ দুর্গাচরণ নির্ব্বাক নিস্পন্দ হ'য়ে ঠাকুরের দিকে

চেয়ে রইলেন; একটিও কথা ব'ল্লেন না। তারপর হুদেকে যেতে ব'লে চলে গেলেন। এ রকম প্রায়ই আস্তেন। তিনিই জানেন—ঠাকুরকে কি চোকে দেখেছিলেন।

(ডাক্তার দুর্গাচরণ)

২৮। বলরাম বাবু—ঠাকুরকে অন্দর-মহলে নিয়ে যেতেন। হরিবল্লভ বাবু তা' পছন্দ ক'র্‌তেন না। একদিন ঠাকুর বাগ-বাজার এসেছেন—হরিবল্লভ বাবুর কথা উঠ্‌লো। গিরিশ বাবু (গিরিশ ঘোষ) বল্লেন 'আমি ডেকে আনি।'—হরিবল্লভ বাবুকে ডেকে আন্‌লেন। তিনি এসে ঠাকুরের সামনে ব'স্‌লেন। দু'জনেই ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন; আর কোনও কথা হ'ল না। হরিবল্লভ বাবু কি বুঝে কাঁদলেন তা কখন প্রকাশ করেন নাই, আর ঠাকুরই বা কেন কাঁদলেন—কিছুই বুঝা গেল না। হরিবল্লভ বাবু কি বুঝে কেঁদেছিলেন, ঠাকুর তাঁকে কি বুঝালেন—জান্‌বার জন্য আমি পুরী গিছ্‌লাম, কিন্তু জান্‌তে পারিনি; তিনি প্রকাশ কল্লেন না। * * * *

হরিবল্লভ বাবু এত বড় লোক—কিন্তু আমাদের সঙ্গে নিয়ে খেতেন, কোনও 'অভিমান' ছিল না।

(হরিবল্লভ বসু)

২৯। বলরাম বাবুর খুড়ো বৃন্দাবনে থাক্‌তেন; বৈষ্ণব সেবা ক'র্‌তেন। আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম;—খুব যত্ন ক'র্‌তেন। আমি কিন্তু তাঁরসঙ্গে মিশ্‌তাম না; মনে হ'তো—বড় লোকের সঙ্গে কি মিশ্‌বো? কখন্ কি ভাবে থাকে, তার কিছুই ঠিক্ নেই। তিনি ব'ল্‌তেন,—তোমরা সাধু তাই আমা-

দের সঙ্গ ভাল লাগে না। * * তিনি সব ঠাকুরদের প্রসাদ আনিয়ে খাওয়াতেন।

(আত্ম-চরিত)

৩০। বলরাম বাবু একদিন ঠাকুরকে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে নিয়ে গেছ্‌লেন, আমি সঙ্গে ছিলাম। ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে ব'ল্লেন,—'এতদিনে সাগরে এসে মিশলুম।' বিদ্যাসাগরে হেঁসে ব'ল্লেন, 'তবে কিছু নোনা জল নিয়ে যান'। ঠাকুর হেঁসে ব'ল্লেন,—"না গো, তা হবে কেন? তুমি যে অমৃতের সাগর।"

৩১। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কাছে জল খেতে চাইলেন। সেখানে কোন জলাশয় ছিল না। তাই, লক্ষ্মণ ভূমিতে তীর মা'ল্লেন। তীর মার্‌তেই কিন্তু রক্ত উঠ্‌লো। রাম ব'ল্লেন—খুঁড়ো (অর্থাৎ খুঁড়ে দেখ)। খুঁড়তে দেখা গেল—একটা ব্যাঙ্গ র'য়েছে। রাম ব্যাঙ্গকে ব'ল্লেন—তুমি বল নাই কেন? ব্যাঙ্গ ব'ল্লে—'রাম, অপরে মা'ল্লে তোমায় ডাকি, তুমি মা'ল্লে আর কা'কে ডাক্‌ব বল?

৩২। সুরেশ মিত্র মঠ-বাড়ীর ভাড়া দিতো। একদিন সুরেশ মিত্রকে আস্‌তে দেখে স্বামিজী ব'ল্লে—"যা সব ছাদে চলে যা; কে এখন ওর সঙ্গে ব'সে 'খোস্ গল্প' করে।" সব উপরে চ'লে গেল। সুরেশ মিত্র এসে দেখে কেউ নেই; তখন কেঁদে ব'ল্লে—দু'দণ্ড তোদের কাছে জুড়োতে আসি, তা তোরা যদি এ রকম করিস্ তো কোথায় যা'ব?

সুরেশ মিত্র ঠাকুরের 'রসদ্দারদের' মধ্যে একজন। তখন সে সাহায্য না ক'ল্লে মঠ-ফট কিছুই থাকতো না।

৩৩। ঠাকুর চ'লে গেলে—কেউ ব'লে, 'ঠাকুর আমায় বেশী ভালবাস্তেন'; অন্য কেউ—'আমায় বেশী'? এই রকম মাঝে মাঝে ঝগড়া হ'তো। ঠাকুর সকলকে এমন ভালবাস্তেন যে, প্রত্যেকেই মনে ক'র্তো তাকেই সব চে' বেশী ভাল-বাসেন। একদিন আমি অমনি ঝগ্‌ড়া দেখে ব'ল্লাম—তিনি (ঠাকুর) কিছু রেখে যান্ নি, তা'তেও তোরা সব ঝগ্‌ড়া কচ্ছিস্, আর যদি কিছু রেখে যেতেন, তা হ'লে তোরা নিশ্চয়ই মকর্দ্দমা লড়্‌তিস্।'

(আত্ম চরিত)

৩৪। গয়াতে যত অবতারের উৎপত্তি-স্থান। ঐখানে চৈতন্য দেবের উৎপত্তি—দীক্ষা গ্রহণ, ভগবৎ-প্রেমের বিকাশ; ঐখানেই ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) উৎপত্তি,—পিতাকে স্বপ্নদান; আবার ঐখানেই বুদ্ধদেবের উৎপত্তি—সিদ্ধি লাভ, প্রেম-প্রচার (হ'য়েছিল)।

৩৫। রাসমণির বাপের বাড়ী হালিসহরে। তাঁকে বিয়ে কর্‌বার পর হ'তেই তার স্বামীর অবস্থা ফিরে যায়। তার স্বামী এক্‌সচেঞ্জে (Exchange) জিনিষ কিন্‌তেন। অল্পদামে জিনিষ কিনে খুব বেশী দামে বিক্রি ক'র্‌তেন। এই রকম ক্রমে অনেক টাকার কারবার রোজ ক'র্‌তেন। রাসমণির ভাগ্যে খুব অল্প দিনে ধনী হ'য়ে গেলেন।

৩৬। মথুর বাবু—রাসমণির জামাই; খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। রাসমণির ষ্টেটের আয় অনেক বাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। সেই

বাড়্তি টাকা হ'তে অনেক সদ্ব্যয় ক'র্‌তেন। কোন সময় ঠাকুর মথুর বাবুকে ব'লেছিলেন—'আমার সব ভক্ত আস্‌বে।' মথুর বাবু ব'ল্লে—'বাবা আমি তা দেখে যেতে পাল্লেম না।' ঠাকুর ব'ল্লেন—'মথুর, তারা সব আস্‌বে—আস্‌বে!' মথুর ব'ল্লেন—'বাবা, যদু মল্লিকের বাগানটা কিনে রেখে যাই, তোমার ভক্তরা এসে থাক্‌বে।' ঠাকুর ব'ল্লেন, 'না মথুর, মা তাদের যোগাড় ক'রে দেবে, তোমায় কিছু ক'র্‌তে হবে না।'

৩৭। একজন ঠাকুরকে ব'ল্লে—'মশায়, একটি ন্যাংটা সাধু এসেছেন; লোকে বলে, খুব ভাল সাধু।—দেখ্‌তে যাবেন?' ঠাকুর ব'ল্লেন—'হাঁ, আমি শুনে দেখ্‌তে গিছলাম; দেখলাম—'ন্যাংটো বটে কিন্তু আনন্দ পায়নি।'

ন্যাংটো হ'লেই কি আর ত্রৈলঙ্গ স্বামী হয় রে? ন্যাংটো হ'লেই আনন্দ লাভ হয় না। ওটা অভ্যাস ক'ল্লেও হ'তে পারে।

৩৮। যার কাশীতে মৃত্যু হয়, সে মহা ভাগ্যবান্। স্বয়ং শিব তার কানে মন্ত্র দেন। ঠাকুর ব'ল্‌তেন—'কাশীতে মনি-কর্ণিকার ঘাট নৌকা ক'রে দেখ্‌তে গিছলাম। দেখি—স্বয়ং বিশ্বনাথ দেহান্তে তারকব্রহ্ম নাম দিচ্ছেন, আর মা বন্ধন কেটে দিচ্ছেন।'

৩৯। আমি ঠাকুরের পা টিপ্‌চি। মনে হ'চ্ছে—তীর্থ ভ্রমণে যাই। কারণ, শুনেছিলাম—তীর্থে গেলে ধর্ম্ম হয়। ঠাকুর মনের কথা জান্‌তে পেরে ব'ল্লেন—'এখান হ'তে যাসনি, এখানেই সব আছে; কোথায় ঘুরা-ঘুরি ক'র্‌বি। আর এখানে

দু'টি খাওয়া মিল্‌ছে ; এ ছেড়ে যাস্‌নে।' ঠাকুরের অহেতুক দয়া। আমি আর গেলাম না।

(আত্ম-চরিত)

৪০। এক দিন কালীবাড়ীর একজন চাকর তামাক খেয়ে যেমন হুকাটি রেখেছে, আর ঠাকুর দৌড়ে গিয়ে সেই হুকায় টান্‌ দিলেন। অম্নি কালী-বাড়ীর বামুনরা ব'লে উঠলো—'ছোট ভট্‌চাজ্জীর জাত গিয়াছে, আর আমরা ওর সঙ্গে খাব না।' ঠাকুর ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন—'আঃ বাঁচ্‌লুম। শালাদের সঙ্গে না খেতে হ'লে বাঁচি।'

(ঠাকুর)

৪১। ত্রৈলঙ্গ স্বামী—কা'কেও শিষ্য করেন-নি। * * সংসারী লোককে বরং একটু-আধ্‌টু সাহায্য করা চলে, কিন্তু সন্ন্যাসী শিষ্য করা বড় কঠিন।

৪২। কাশী বাস ক'রে লাভ কি ?—দেহ কাশীতে রয়েছে, কিন্তু মন কলকাতায় ছেলে-পিলের উপর পড়ে র'য়েছে। একজন ব'ল্লে, তার মাকে কাশীতে রাখ্‌বে। তিনি (ঠাকুর) ব'ল্লেন —ওটা ঠিক্‌ নয়। যাদের সংসারে বনে না, গোলযোগ—তারাই মাকে কাশীতে পাঠাতে চায়।' ঠাকুর জান্‌তেন—তার সংসারে গোলযোগ, মার সঙ্গে বনে না, তাই ব'ল্লেন।

৪৩। অ—স্বামিজীর কথা প্রমদামিত্রকে ব'লেছিল। তারপর স্বামিজী তাঁর সঙ্গে দেখা করে। * * তিনি স্বামিজীকে খুব যত্ন ক'রতেন। ব'ল্‌তেন—'শাস্ত্রের সঙ্গে সব মিল্‌ছে—তুমি ঠিক্‌ ঠিক্‌ সাধু।

খুব একটা রব উঠ্‌লো—ভারি এক সাধু প্রমদামিত্রের বাড়ীতে এসেছে। অনেক লোক দেখ্‌তে আস্‌তো, পণ্ডিতরা তর্ক ক'র্‌তে আস্‌তো।

একদিন স্বামিজী স্নান ক'র্‌তে যাচ্ছে, আর এক পণ্ডিত এসে ব'ল্লে—আমার সঙ্গে তর্ক করুন। স্বামিজী বিরক্ত হ'য়ে ব'ল্লে, 'আমি লিখে দিচ্ছি—আপনার কাছে হেরে গেছি। তা হ'লে তো হবে?

প্রমদামিত্র বেঁচে থাক্‌লে আজ ভারি খুসী হ'তো—স্বামিজীর এত নাম (দেখে)। (প্রমদামিত্র)

৪৪। গিরিশবাবুর ব্যাপার সাধারণ লোকে বুঝ্‌তে পারে না। লোকের দৃষ্টিতে পবিত্র জীবন নয়—গোলমেলে জীবন। ওঁকে যে follow (অনুকরণ) ক'র্‌বে তার অনিষ্ট হবে। তিনি (ঠাকুর) ব'ল্‌তেন—'গিরিশের পাঁচশিকা পাঁচ-আনা বিশ্বাস।' * * * * আমার মাঝে মাঝে চার-পাঁচ দিন একেবারেই ঘুম্ হ'তো না। গিরিশবাবু আমার চোখ দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌তেন। তিনি আমায় ডেকে—কাছে বসিয়ে অনেক গল্প ক'র্‌তেন, আর আমি শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে প'ড়্‌তাম। বেশ আরামে চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুম হ'য়ে যেত। আমাকে তিনি 'সাধু' ব'লে ডাক্‌তেন।

গিরিশ বাবুর বই প'ড়ে অনেকেই তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তো, 'মশায় এ জায়গাটা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, কি রকম ভাব ব'লে দিন?' গিরিশবাবু ব'ল্‌তেন—'আমিও বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, লিখে গেছি মাত্র;—এ সব মিথ্যা, কল্পনা।' (গিরিশ ঘোষ)

৪৫। ব্যবসা বড় কঠিন। যে বেশী খাট্‌তে পারে না, সে আবার ব্যবসা ক'রবে কি? ব্যবসা ক'ল্লেই হ'ল? ব্যবসা জানা চাই। কত খবর রাখ্‌তে হয়;—দর নাম্‌চে, চড়্‌চে, কোথায় সস্তা মেলে (পাওয়া যায়), কোথায় ভাল পাওয়া যায়—এই সব খবর রাখ্‌তে হয়, আর খুব খাট্‌তে হয়। মান-অপমান-বোধ থাক্‌লে কি ব্যবসা করা যায়? ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। ব্যবসায় খুব ধৈর্য্য, বুদ্ধি চাই; লোক চেনবার শক্তি চাই। বিশ্বাসী লোক সব রাখ্‌তে হয়। কারণ কাঁচা পয়সার ব্যাপার—ওর মায়া ছাড়া বড় কঠিন।

৪৬। রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) বাড়ী হ'তে এলে ঠাকুর ব'লতেন—"যা আগে গঙ্গার জল তিন গণ্ডূষ খেয়ে আয়, তারপর আমার কাছে আসিস্। অনেক দিন বিষয়ীর অন্ন খেয়েছিস্ কিনা?"

৪৭। মিছরির পানা যে খেয়েছে, সে কি আর গুড়ের পানা খেতে চায়? যারা তাঁর সঙ্গ ক'রেছে, তাঁর পবিত্র জীবন দেখেছে—তারা কি আর এ সবে ভুলে? যারা পবিত্র জীবন দেখেনি,—কখন তেমন্ লোকের সঙ্গ কর্‌বার সুযোগ পায়নি, তারা এ সব ঢং দেখে ভুল্‌বে।

আর দেখ, 'আরোপ করা' ভাব বেশী দিন রাখা যায় না। তেমন তেমন লোকের পাল্লায় পড়্‌লে ও সব ধরা পড়ে যায়। একটা গল্প শোন:—একটা বাঘ ভেড়ার ছাল প'রে ভেঁড়ার দলে ঢু'কেছিল। উদ্দেশ্য—ভেঁড়িওয়ালার চোখ এড়ান; যাতে সে জান্‌তে না পারে যে একটা বাঘ ভেঁড়ার দলে এসেছে।

ভেঁড়ার দলে গিয়ে সে অনেকক্ষণ ভেঁড়ার মত নিরীহ থাকতে চেষ্টা ক'ল্লে, কিন্তু কিছুতেই আর তার হিংস্র স্বভাব চেপে রাখতে পারে না। যেই ভেড়িওয়ালা একটু আনমনা হ'য়েছে, অম্নি ভেঁড়ার সাম্র ফেলে একটা ভেঁড়া নিয়ে পালিয়ে গেল। এই রকম ক'রে বাঘটা প্রায়ই ভেঁড়াচুরি ক'রে খেত। একদিন একটা চতুর ভেঁড়িওয়ালার 'পালে' ঐ রকম সেজে ঢুকেছে। হাজার হউক বাঘ—তার চাল্-চলনই আলাদা। ভেতরে চেষ্টা চ'ল্ছে—'কখন সুবিধা হবে, আর ভেঁড়া মারবো'। বাহিরে নিরীহ ভেঁড়াটি হ'তে চেষ্টা ক'ল্লে কি হবে? হিংস্র-ভাব কি চেপে রাখতে পারে? হাব-ভাব দেখলেই বুঝা যায় যে, এ ভেঁড়া নয়। চতুর ভেঁড়িওয়ালা ওকে দেখেই বুঝেছে—ভেঁড়া নয়। তখন সে চেঁচা-মেচি ক'রে উঠ্লো—আর বাঘটা ছুটে পালিয়ে গেল। ঠিক্ তেম্নি—যে সাধু নয়, পবিত্র আত্মা নয় সে 'ভান্' ক'রে বেশী দিন থাকতে পারে না; তার আসল স্বভাব একদিন-না-একদিন বেরিয়ে প'ড়বেই। তাই ব'লি, জোচ্চুরি ক'রো না, তুমি যা তাই দেখাও—ভিতর বাহির সমান কর।

৪৮। রোগ, শোক, অশান্তি হ'লে সংসারীরা 'দমন' ক'র্তে পারে না, হতাশ হ'য়ে পড়ে। তার কারণ—এই সব নশ্বর বস্তুতে তাদের খুব 'আস্থা।' কিন্তু সাধুরা 'দমন' ক'র্তে পারে, তার কারণ—তাদের এ সবে কোনই 'আস্থা' নেই; আর জানে এ সব তাঁরই খেলা—তাই কাতর হ'য়ে পড়ে না। সাধু আর গৃহস্থে এই তফাৎ।

৪৯। রাজ-শক্তি মান্‌তে হবে বৈ কি! ভগবান যাঁকে রাজা ক'রেছেন,—অত শক্তি দিয়েছেন, তাঁকে অমান্য ক'র্লে ভুগ্‌তে হবে। সেখানে তাঁর বিশেষ শক্তির প্রকাশ; আর সব প্রকাশ তার অধীন। এ কথা খুব সত্য। তাই বলি, রাজ-শক্তির অমান্য ক'রো না;—না মান দুঃখ ভুগ্‌বে।

৫০। মানুষের মধ্যে নানারকম লোক আছে—ভাল, মন্দ আবার মাঝারি রকম। সকলের সঙ্গ করা চলে না। তাই মানুষ চিনে সঙ্গ ক'রতে হয়। এ শাস্ত্রের কথা। মানুষ চেনবার শক্তি নেই ব'লেই তো জীবনে এত ঠক্‌তে হয়। যতদূর সম্ভব বিচার ক'রে সঙ্গ করা উচিত। তা হ'লে কম ঠক্‌তে হবে।

৫১। কেবল—খাদ্য অখাদ্য বিচার নিয়ে পড়ে থাক্‌লে ভগবান লাভ হয় না। খাদ্য—অখাদ্য বিচারটা প্রধান নয়, ভগবানলাভই হ'ল প্রধান। পিয়াজ বা মাংস খেলেই 'মহাভারত' অশুদ্ধ হ'য়ে যায় না। পিয়াজ, মাংস খেয়েও যদি সাধন করে, 'বস্তু' লাভ হবে, আর নিরামিশ খায় অথচ সাধন করে না, তার কিছুই হবে না। যীশুখ্রীষ্ট মাংস খেতেন, আমাদের ঠাকুর মাছ খেতেন, বুদ্ধদেবও মাংস খেয়েছিলেন (?)—কিন্তু তাতে তাঁদের কি পতিত ক'রে দিয়েছিল? খাদ্য—অখাদ্য মানুষের উন্নতি অবনতির দিক্ দিয়ে বিশেষ কিছু করে না,—মনই হ'চ্ছে আসল। যে সাধন ক'রবে—তার হবেই, তা সে যাই খাক্‌-না কেন? তবে, আমি এ কথা ব'ল্‌ছি না যে, রাজসিক আহার ক'র্লে রজগুণ বৃদ্ধি করে না। তা একটু করে

বৈ কি। কিন্তু যার মন সাত্ত্বিক, সে যা খাবে, তাই সাত্ত্বিক হ'য়ে যাবে। আসল কথা হ'চ্ছে—হিংসা না করাই ভাল, আর যা ধর্ম্ম-পথে বিঘ্ন না পৌছায় এমন আহার করা ভাল।

৫২। নিত্য গোপাল (জ্ঞানানন্দ অবধূত) আর বিজয় গোস্বামীর উপর আমার কোন সংশয় নেই!—ঠাকুর তাঁদের দু'জনকে উপদেশ (দীক্ষা) দিতে ব'লেছিলেন। নিত্য গোপাল ভয় পেয়ে রাজী হ'চ্ছিল না। তা' দেখে ঠাকুর ব'ল্লেন—"আমায় দেখে তোমার কষ্ট হয় না! আমি ব'ক্‌তে ব'ক্‌তে গেলাম। তুমি উপদেশ (দীক্ষা) দাও, কোনও ভয় নেই। যদি কিছু দোষ হয় তো আমার।" গোস্বামীকে ব'লেছিলেন, "তুমি ত অদ্বৈত বংশের, তুমি উপদেশ (দীক্ষা) দিলে কোন দোষ হবে না।" তারপর তাঁর কথায় দু'জনে উপদেশ (দীক্ষা) দিতে লাগ্‌লো। আমারই সামনে এ সব হ'লো। ঠাকুর ব'ল্‌তেন—নিত্যগোপালের পরমহংস অবস্থা। রামবাবুকে (ঠাকুর) ব'লে-ছিলেন—'ওকে এঁটো খেতে দিও না।'

৫৩। জন্ম হ'লেই দুঃখ ভুগ্‌তে হবে, এড়াবার উপায় নেই। মায়াতেই বেশী দুঃখ দেয়; কারণ, যার উপর 'মায়া' করে, সে তো আর অমর নয়?—সে মর্‌লেই দুঃখ হবে। তা ছাড়া, এই যে শরীর—এর উপর 'মায়া' থাক্‌লেও দুঃখ-ভোগ হবে। রোগ, শোক, মৃত্যু, অভাব, দুঃখ—এ সব শরীর থাক্‌লে লেগেই আছে। এদের হাত থেকে কা'রো নিস্তার নেই—তা অবতার মহাপুরুষদের পর্য্যন্ত 'পার' নেই। শরীর-ধারী মাত্রই এ সবের অধীন। তবে, শরীরের মায়া যে ত্যাগ ক'র্‌তে পেরেছে—তার দুঃখ হ'য়

বটে, কিন্তু তাকে তা' অভিভূত ক'র্ত্তে পারে না। এই যা তফাৎ।

৫৪। "শিবোহহং শিবোহহং" ব'ল্লেই শিব হ'য়ে যায় না। তবে সেই শিবের শক্তি পেয়ে 'শিবময়' হ'য়ে যায়। ভৈরব, ভৈরবী সাজলেই বুঝি হর-পার্ব্বতী হ'য়ে পড়্লো?—সেটা অত সহজ ব্যাপার নয়। কাম, ক্রোধ হিংসায় ভর্ত্তি,—বলে কিনা 'শিবোহহং।' দেখ জুয়াচ্চুরি! ভৈরব-ভৈরবী সেজে লোক ঠকান বিদ্যা শিখে জুয়াচুরি ক'রে বেড়ালে কি 'শিব' হওয়া যায়? সাধন ক'র্ব্বে —সাধন কর, ও সব আবার কেন?—ধর্ম্মের নামে দুষ্টামী?

৫৫। বিবাহ না ক'রে কর্ম্ম ক'রে যাও, আর তাঁর স্মরণ-মনন ক'রে যাও। সকলের ভিক্ষা ক'রে খাওয়া ঠিক্ নয়। ঠিক্ ঠিক্ যারা ধ্যান-ভজন ক'র্ত্তে সক্ষম, তারা ভিক্ষান্ন খেতে পারে। তা' যারা পারে না, তাদের ভিক্ষান্নে উপকার হওয়া চুলোয় যাক্ বিশেষ অপকারই হ'য়ে থাকে।

(অনেক ভক্তের প্রতি)

৫৬। চাকর কি দিয়ে আর মনিবকে সন্তুষ্ট ক'র্ব্বে? তবে সেবা-যত্নে তাঁকে খুসী ক'র্ত্তে পারে—এই পর্য্যন্ত। মনিব খুসী হ'য়ে তাকে 'বক্‌সিস্' দিয়ে—তিনি যে সন্তুষ্ট হ'য়েছেন সে কথা, জানাতে পারেন।

৫৭। গুণবানকে সকলেই আদর করে। গুণহীনকে কে আর ভালবাসে বল? তবে মহাপুরুষরা গুণহীনকে ভালবেসে শিক্ষা দিয়ে 'গুণবান' ক'রে দেন। ঘৃণা ক'ল্লে কি আর 'গুণহীন' কোন দিন 'গুণবান' হবে রে?—ভালবাস্‌তে হয়, শিক্ষা দিতে হয়,

তবে গুণহীনও গুণবান হ'য়ে যায়! স্বামিজী ব'লতো—ঘৃণা বা অবজ্ঞা ক'রে শিক্ষা দেওয়া যায় না। প্রেম, প্রেম—প্রেমের মধ্যে দিয়েই একমাত্র ঠিক্ ঠিক শিক্ষা সম্ভব।

৫৮। তাঁকে জেনে যদি ভালবাসা যায় তা হ'লে বন্ধন আসে না। মোহ সেখানে আস্‌বে কি ক'রে?—কারণ মন আছে ভগবানের উপর। যা মোহ—তাই বন্ধন। যে ভগবান্‌কে ভালবেসেছে, সে অপরকে ভালবাসে—সে কেবল তার মধ্যে তিনি আছেন ব'লে। এম্নি যেখানে মনের ভাব, সেখানে বন্ধন (মোহ) আস্‌তে পারে না।

৫৯। স্নান ক'রে উঠে একটু প্রসাদ ধারণ ক'র্‌বে। ভগবানের প্রসাদ ধারণ ক'লে মন পবিত্র হয়—শরীর শুদ্ধ হয়।

৬০। রামায়ণ, মহাভারত বিশ্বাস কর, আর নাই কর,—ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ—এঁরা খুব সত্য। এঁদের মান্‌তেই হবে। এঁরা সত্যই ছিলেন;—আর লোক কল্যাণ ক'রেছিলেন।

৬১। আমি একদিন বিজয় গোস্বামীর কাছে গেছ্‌লাম। তিনি তখন কল্‌কাতায়। আমাকে কাছে বসালেন, আর খুব যত্ন, ক'ল্লেন। দেখলাম—'আমাদের ভুলেন-নি।' * * *

যেমন বাপ্ তার তেম্নি ছেলে। বাপের এত মান, কিন্তু ছেলের একটুও অহঙ্কার নেই। আমি গেলেই যোগজীবনের খুব আনন্দ হতো, আর ব'ল্‌তো, বাবা! স্বামিজী এসেছেন। গোস্বামী মশায় খুব হরষিত হ'তেন, তাঁর আসন ছেড়ে এসে আমায় বসাতেন।

সকলের কি দর্শন হয় রে? গোস্বামী মশায়ের ঠিক্ ঠিক্ দর্শন হ'য়েছিল। তিনি যা পেয়েছিলেন—তাতেই ভরপুর হ'য়েছিলেন। মানুষ আর কতটা হবে।

(বিজয় গোস্বামী)

৩২। 'একবার ফেলে দিলুন, একবার তুলে নিলুম।' সাধু হয়ে কি সর্ব্বদাই তোদের কথা ভাব্‌বে'। তাই জন্যে 'ফেলে দিলুম' ব'লে তোদের চিন্তা মন থেকে একেবারে ফেলে দিই, আবার যখন ইচ্ছা হ'ল, তোদের চিন্তা 'তুলে নিলুম' ব'লে তুলে নিই।

(আত্ম-চরিত)

৩৩। তোদের পূজো কি রকম রে?—রাজ্যের খারাপ জিনিষ জুটিয়েছিলি!—কাপড় দিলি তো আট হাতের বেশী নয়,—আবার তাও 'জেলে ধুতি'। ফল দিলি তো—রাজ্যের খারাপ ফল; মিষ্টি দিলি তো—যত বাসী, পচা?—এ কি রকম পূজো রে? যদি মাকেই দিচ্ছিস্, তবে ভাল জিনিষ দে না। যে জিনিষ তুই নিজেই খেতে ঘেন্না ক'রিস্—তা ভগবানকে কি ব'লে দিতে গেলি? যদি একান্তই পয়সার অভাব—ভাল জিনিষ কিনতে না পারিস্, তবে যে জিনিষ (তুই নিজে) ব্যবহার ক'রিস্ তাই দে না! ও রকম খারাপ জিনিষ দিয়ে অশ্রদ্ধা ক'রে পূজা করার চে' না করাই ভাল।

(জনৈক ভক্তের প্রতি)

[illegible] জড়িয়ে কথা কয়; ভাল কথা ফোটে না; বয়স কম বলে ব'লে ওকে ছোট মনে কর কেন? ও তোমাদের চে'

...বান্। কল্‌কাতায় মা ঠা...র কৃপা পেয়ে গয়ায়
...-মার পিণ্ড দিয়ে—কাশীতে সাধু সঙ্গ ক'র্‌তে এসেছে। এ কি
... কথা? ও কি কম ভাগ্যবান্?'

(জনৈক ভক্ত)

৬৫। বেশ ভাল ভাল জিনিষ খেয়ে ভগবানের নাম না
...রে থাকার চে' ভগবানের নাম ক'রে না খেতে পেয়ে মরাও
... গুণে ভাল।

৬৬। পরীক্ষিতকে ভাগবত শোনালেন—স্বয়ং শুকদেব।
...ার কি একটু মায়া রে?—তোর ঐ ছোট বাড়ীটির উপর
... মায়া। রাজার যে অত বড় রাজ্যটার উপর মায়া, সে কত
মায়া, সেই মায়া কাটাবার জন্যই জিতেন্দ্র-মহাত্মা শুকদেবকে
... আস্‌তে হ'লো, আর ভাগবত শোনাতে হ'লো। * * *
...বত বড় কঠিন। শুদ্ধাত্মা না হ'লে বিপরীত বুদ্ধি আনিয়ে
...—সংশয় হ'য়ে যায়।